ধৃতি-বিধায়না

(দ্বিতীয় খণ্ড)

সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস

ধৃতি-বিধায়না

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ভূমিকা

তমিস্রাকে ভেদ ক'রে আলোকের জ্যোতির্ম্ময়লোকে উপনীত হ'য়ে মৃত্যুঞ্জয় মহাজীবনে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য নিখিল বিশ্ব উদগ্র উন্মুখ। প্রতিটি সত্তা চায় আত্মবিধৃতি, আত্মবিস্তৃতি, আত্মসত্তার সম্যক্ উপলব্ধি। যার ভিতর-দিয়ে মানুষের এই অন্তরতম আকূতি পরিপূরিত হয়, তা'কেই বলে ধর্ম্ম। পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর তারই নাম দিয়েছেন 'ধৃতি-বিধায়না' অর্থাৎ সত্তার ধারণপোষণী ব্যবস্থাপনা। এই বিষয়-বস্তুকে অবলম্বন ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী-সম্বলিত 'ধৃতি-বিধায়না' প্রথম খণ্ড তিন বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান পুস্তক 'ধৃতি-বিধায়না'র দ্বিতীয় খণ্ড। এই পুস্তকে ধর্ম্মের স্বরূপ এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে তাকে বাস্তবায়িত করবার পন্থা-সম্বন্ধে অজস্র নির্দ্দেশ সন্নিবেশিত হ'য়েছে। গভীর বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ-সহকারে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখান হ'য়েছে ধর্ম্মের মূর্ত্তবিগ্রহ-স্বরূপ বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ জীবন্ত আদর্শের সঙ্গে অচ্যুত, সক্রিয়, নিষ্ঠানন্দিত যোগযুক্ততার ভিতর-দিয়ে কেমন ক'রে ব্যক্তিগুলি তাদের স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী জীবনের সর্ব্বস্তরে পূর্ণ শতদলের মত সুসঙ্গত, বিনায়িত বিকাশে স্ফুরিত হ'য়ে প্রীতিপ্রবুদ্ধ, শক্তিমান্ গণসংহতিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে—ইষ্টার্থ-সার্থকতার মোহন ছন্দে। আর, জীবনের মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য ও সার্থকতা তো তাতেই। এমনতর সুকেন্দ্রিক, চিরচলিষ্ণু, বিস্তারশীল স্থিতি ও ধৃতি-চর্য্যাই তো দেবদুর্ল্লভ মনুষ্যজীবনের মহৎ বৈশিষ্ট্য।

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বগুলিকে এমন প্রাণময় ভঙ্গীতে, বোধায়নী আচরণ-সন্দীপী তাৎপর্য্যে, উচ্ছ্বসিত উদ্দীপনায় উদ্‌ঘোষিত করেছেন যে অন্তরে যেন একটা বিমোহন ব্যাকুলতা উত্তাল হ'য়ে মাথা তোলে আত্ম-নিয়ন্ত্রণী অতন্দ্র সাধনায় নিজেকে নিঃশেষে ঢেলে দিতে।

প্রার্থনা আমাদের—এই মঙ্গল-মন্ত্র ঘরে-ঘরে ছড়িয়ে পড়ুক। তপোভূমি ভারতের বুকে আবার সেই সাত্বত তপস্যার অনির্ব্বাণ হোমানল জ্বলে উঠুক!

দেশ-দেশান্তরে ব্যাপ্ত হ'য়ে সমগ্র জগতের কলুষকালিমাকে দগ্ধ ক'রে অমৃত-দীপ্ত নববিশ্ব-রচনায় সার্থক হ'য়ে উঠুক তা' ! আর, আমরা প্রাণের সাধে প্রাণপ্রভুকে নিয়ে অফুরন্তকাল জীবনটাকে উপভোগ করি ! বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
৫ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৭০
ইং ১৮।২।১৯৬৪

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

জন্মশতবার্ষিক সংস্করণের ভূমিকা

ইং ১৯৮৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের পুণ্য জন্মশতবর্ষ-লগ্ন। এই শুভক্ষণে ধৃতি-বিধায়না দ্বিতীয় খণ্ডের বর্ত্তমান ২য় সংস্করণটি তাঁরই জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ রূপে প্রকাশিত হ'ল। শ্রদ্ধানন্দিত জীবন এবং সেই জীবনের সর্ব্বতোমুখী উদ্বর্দ্ধনার পরম সহায়ক এই গ্রন্থের আমরা বহুল প্রচার কামনা করি।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
২৪শে ফাল্গুন, ১৩৯৪
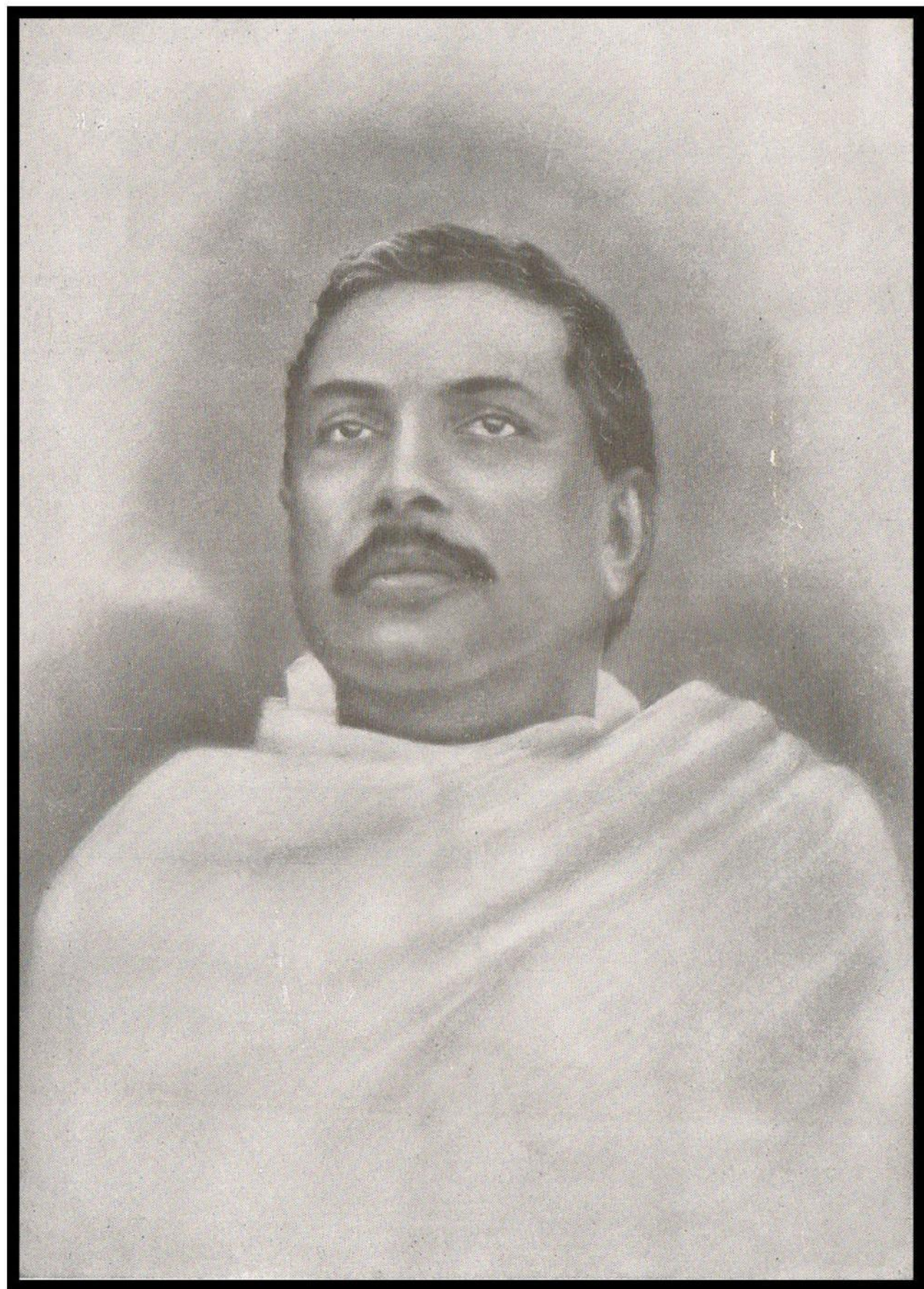
প্রকাশক

আমার কথাগুলি যদি তোমার-
শুধু কানের ভেতরেই খোরাক মাত্র হয়-
করার বা আবরণের ভেতর দিয়ে
পৌঁছলেও যদি-
বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পারে-
তবে-
পাওয়া যে তোমার
উপলব্ধিই রয়ে যাবে-
তা কিন্তু অতি নিশ্চয়-

তোমারই "আমি"

জীবনের জ্যোতি যবে

একায়িত হ'য়ে

সার্থক সঙ্গতিশীল

আচার্য্য-ভরণে—

প্রবুদ্ধ প্রবল ইচ্ছা উচ্ছল চলনে

রুধিয়া সকল বাধা

দাঁড়ায় তরণে,—

মরণ বিধ্বস্ত সেথা।

ধৰ্ম্ম

সত্তা ও পরিবেশের সঙ্গতি যা'র যত,
শুভ ও স্বস্তিও তা'র তত সুন্দর । ১ ।

সুধী হও,
স্বস্তিমান হও,
শ্রেয়নিষ্ঠ সুকর্ম্মা হ'য়ে চল,
নজর রেখো—
ঐ সুখ-স্বস্তি যেন
তোমার দুঃখের ইন্ধন হ'য়ে না ওঠে—
প্রবৃত্তির ডাইনী-ডাকের লুব্ধ প্রলোভনে । ২ ।

স্বস্তি-পোষণায় যা' নিশ্চিত
উপাদেয় ব'লে জেনেছ—
তাই-ই গ্রহণ ক'রো,
অনুশীলনও ক'রো তা'ই,
অর্জ্জনও ক'রো তা'ই—
যা' প্রতিকূল তা'কে বর্জ্জন ক'রে,
বাস্তব জীবনকে যা' স্পর্শ করে না—
বা যা'র সার্থকতা নেই—
তা'র ধান্ধায়
বাঁধা প'ড়ে থাকতে যেও না । ৩ ।

যখন যা' তোমার পক্ষে ভাল,
আর, তোমার মতন অবস্থায়

অন্যের পক্ষে ভাল,—
তা'ই কিন্তু ভাল তখনকার মত । ৪ ।

যে-ভাল
অন্যে প্রতিফলিত হ'য়ে
শুভাবহ হয় না,
সে ভাল সাত্বত ভাল নয় । ৫ ।

যখনই সব ভাল,
সব মন্দ
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
অন্বিত শুভ-অর্থনায়
তোমাতে প্রসাদদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
তখনই ইষ্ট বা দেবতা-সান্নিধ্য
তোমার তৃপ্তি-পরিস্রবা হ'য়ে ওঠে,
নয়তো তা' প্রলুব্ধির মরীচিকা মাত্র । ৬ ।

শুভেচ্ছাপূর্ণ হৃদ্য আপ্যায়নী সৌজন্যে
নিজেকে তৎপর ক'রে তোল—
অসৎ-নিরোধী সন্ধিৎসাকে
চতুর বীক্ষণায়
সম্বুদ্ধ রেখে,—
সতর্কতা তোমাকে ত্যাগ করবে কমই,
শুভ-উপঢৌকনও
নন্দিত ক'রে তুলবে তেমনি । ৭ ।

বিক্রম তোমার উৎফুল্ল হ'য়ে উঠুক—
অসৎ-নিরোধে,

কূট, সতর্ক, সন্ধিৎসু, সত্তা-সংরক্ষণী
অভিযানে,
সাত্বত সংস্থিতিতে,
—অপলোপের জন্য নয়কো,
মনে রেখো—
বলি মানে বর্দ্ধনা,
—বধ নয়কো
—বর্দ্ধনার অন্তরায়কে ছাড়া,
প্রবৃত্তির রাক্ষসী কুটিল লোলুপতার জন্য
নয়কো,
উচ্ছল আত্মপ্রসাদের জন্য,
লোকানুকম্পী প্রীতি-পরিচর্য্যার জন্য,
উদ্বর্দ্ধনার সক্রিয় উদাত্ত আহ্বানে
নিজের পূত প্রস্তুতির জন্য। ৮।

যা'রা সদ্‌গুরু-সঙ্গ ক'রে থাকে,
নির্দেশবাহী হ'তেও যত্নশীল,
অথচ সর্ব্বতঃসংশ্রয়ী হ'য়ে
উঠতে পারেনি,—
তা'দের তখনও দীক্ষার সময় হয়নি,
তা'রা সদ্‌গুরু-সঙ্গ ক'রেও
তা'দের পছন্দমাফিক
যে-কোন দেবদেবীর চিন্তা
বা মহাপুরুষের চিন্তা
ও নাম-জপ করতে পারে,
—তা'ও অনেক ভাল ;
সর্ব্বতঃসংশ্রয়িতা এলে
দীক্ষা তা'কে দক্ষ ক'রে তুলবেই—
সার্থক সঙ্গীতি নিয়ে,
তাত্ত্বিক তাৎপর্য্যে। ৯।

প্রকৃত দীক্ষার পাত্র

তোমার যাজন-প্রতিভায় প্রবুদ্ধ হ'য়ে
বা স্বতঃস্বেচ্ছভাবে যদি কেউ
দৃঢ়-সঙ্কল্পের সহিত
আবেগদীপ্ত আগ্রহে
সুনিষ্ঠ নিষ্ঠায়
আজীবন অচ্যুত থাকবার
অদম্য উদ্দীপনায়
দীক্ষা-গ্রহণেচ্ছু হয়—
অপ্রত্যাশী হ'য়ে,—
আর, তা'র বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মের
ভিতর-দিয়ে
তা' যদি তুমি বুঝতে পার,
সে-ই প্রকৃত দীক্ষার পাত্র,
যদিও ঈশ্বর কা'রও একচেটে নয় ;
সশ্রদ্ধ ইষ্টার্থপূরণী উন্মাদনায়
যে
অস্তিবৃদ্ধির অনুশাসন
অনুশীলন ক'রে চলতে চায়—
আজীবন অচ্যুত নিরন্তরতায়,
তা'কেই দীক্ষা দেওয়া উচিত যদিও,
কিন্তু সমগ্র সত্তা দিয়ে
চিরতরে আচার্য্যে আত্মোৎসর্গ করতে
দৃঢ়নিশ্চয় যে,—
তা'কেই প্রকৃষ্ট ব'লে গ্রহণ ক'রো। ১০।

বাদলুব্ধ হ'তে যেও না,
বা বাদভেকীও হ'তে যেও না,
বরং যে-বাদেরই সম্মুখীন হও না কেন,
তা'কে বোঝ—

সার্থক অন্বিত সঙ্গীতি নিয়ে
সুবিনায়নায়,
তা' অস্তি-বৃদ্ধির পক্ষে উপচয়ী কিনা,
বাস্তব যুক্তিতে সঙ্গতিশীল কিনা—
বুঝে, জেনে,
তা'র কতখানি তোমার শুভপ্রসূ
আর কতখানি বা নয়কো,
তা' ঠিক ক'রে
তেমনি ক'রেই তা'কে গ্রহণ ক'রো—
তোমার প্রিয়পরম বা আচার্য্যের
সার্থক অভিনন্দনায় ;
তবেই উপকৃত হওয়া সম্ভব,
নয়তো, ব্যত্যয়ী বিকৃতির হাতে প'ড়ে
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হবে ;
আর, এই সংকল্পে যদি সম্বুদ্ধ থাক—
অটুট নিষ্ঠায়,
অনুশীলন-তৎপরতায়,
তা' তোমার সত্তা-পরিপোষণী হ'য়ে
শুভকেই আমন্ত্রণ করবে ;
বাদলুব্ধ দুর্ব্বলচেতোরা
অজ্ঞ অভিনিবেশে অনুশায়িত হ'য়ে
নিজেদের প্রতারিত ক'রে থাকে ;
তাই, সদ্‌গুরু-সন্নিধানে এসে
তাঁ'কে
তোমার সংকীর্ণ-বাদের মাপকাঠিতে
মাপতে যেও না,
বঞ্চিত হবে ;
অমনতর মনোভাব যদি তোমাতে থাকে,—
তুমি দীক্ষার
উপযোগিতাই লাভ করনি,
সে-দীক্ষা তোমাকে

দক্ষ ক'রে তুলবে না—
ঠিক জেনো। ১১।

সত্তার বোধন-দীপনী সংস্থিতিশীল
জীবন
ও কর্ম্মঠ সম্বর্দ্ধনার সুসম্বেগ
যতই আমাদের আয়ত্তে আসে—
অমৃতত্বও আয়ত্তে আমাদের ততটুকু। ১২।

অমৃত-চাহিদা তো
জীবনের শাশ্বত চাহিদা,
তা' আবার শুভদীপ্ত হ'য়ে ওঠে
বেদ-বিদ্যায়—
জ্ঞানকে জেনে,
জ্ঞেয়কে জেনে,
জ্ঞাতায় সার্থক সঙ্গতি নিয়ে। ১৩।

হলাহল অর্থাৎ হল বা লাঙ্গলের ফালির মত
যা' তোমার সত্তা ও স্বস্তিকে
আহত বা বিদারিত করে,
তা'কে নিঙ্ড়ে
যদি অমৃতস্রাবী ক'রে তুলতে পার,
ঐ হলাহলই হ'য়ে উঠবে তোমার
অমৃত ইন্ধন,
জীবনের অমৃততপও ঐখানে ;
বিদ্যমানতাকে যা' হনন করে,
স্বস্তিকে যা' শুকিয়ে দেয়,—
তা'কে জান,

তপোনিয়ন্ত্রণে অমৃত-উৎসারণী ক'রে তোল—
নিষ্ঠানন্দিত অন্তর নিয়ে ;
আর, তা' যত পারবে,—
অমৃতকেও তেমনি উপভোগ করবে,
গাছপালা, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ,
আমি তুমি—
সবারই পক্ষে কিন্তু তা'ই। ১৪।

ঈশ্বর দুনিয়ায়
সার্ব্বজনীনভাবে তাই-ই মঞ্জুর করেন—
প্রতিটি মূর্ত্ত জীবন
যে চাহিদা-তৎপর হ'য়ে
তা'রই তপোনিরতির অনুনয়নে
নিষ্পন্নতায়
ব্যগ্র সন্ধিৎসা নিয়ে
আকুল-উদ্যমে চলন্ত হ'য়ে চলে—
বাস্তবতায় মূর্ত্ত ক'রে তুলতে। ১৫।

ঈশ্বরে
প্রিয়পরমে
তুমি স্বান্ত হ'য়ে ওঠ,
শান্তি সলীল গতিতে
তোমাতে উৎসারণশীল হ'য়ে চ'লবে। ১৬।

যা'রা ভাবালুতাকেই
শান্তি-আখ্যায় আখ্যায়িত করে,—
পাগলামিই তা'র সুষ্ঠু ব্যাখ্যা ;
তা'রা জানে না—

সুযুক্ত একমনা সাম্য-সম্বেগই
শান্তির হোতা। ১৭।

সৎ-এ সুযুক্ত যে নয়,
তা'র ন্যায়পরায়ণতাই বা কোথায় ?
বোধই বা কোথায় ?
কৃতী-অনুচলনে সার্থকতাই বা
কোথায় ?
তাই, সে
স্বস্তি ও শান্তিই বা পাবে কোথায় ? ১৮।

আবেগস্রোতা একায়িত অন্তঃকরণে
শ্রেয়নিষ্ঠ হও,
আর, তাঁ'রই পোষণ-পরিচর্য্যায়
নিজেকে সম্যক্‌ভাবে নিয়োজিত কর,
আর, ঐ পোষণ-পরিচর্য্যার জন্য
নিজেকে স্বস্থ রাখ,
ঐ সুনিষ্ঠ আবেগ-অনুচর্য্যী
উদ্দীপ্ত আগ্রহই
তোমাকে সুস্থ থাকতে বাধ্য করবে ;
এমনতর স্বস্তি-অনুশীলনা
ও সুক্রিয় স্বস্তি-সেত্রাতা সাম্যেই
শান্তি নিহিত থাকে,
আর, ঐ-ই শান্তির পথ। ১৯।

শ্রেয়নিষ্ঠ আকূতি-উচ্ছল হ'য়ে
তাঁ'রই সার্থকতায়
তোমার অন্তরের

যা'-কিছু প্রবৃত্তিগুলিকে
সার্থক সঙ্গীতিতে গুচ্ছীকৃত ক'রে নিয়ে
তাঁ'রই উপচয়ী অনুসেবনায়
নিয়োজিত কর,
শুভ-সমীক্ষ তৎপরতায়
যা'-কিছুকে নিষ্পাদন কর,
অটুট নিষ্ঠা নিয়ে চলতে থাক—
হৃদ্য বাক্, ব্যবহার ও সৌজন্য নিয়ে,—
তরতরে শান্তি তো ঐ পথে। ২০।

অস্তিবৃদ্ধির বিশৃঙ্খলায়
সাত্ত্বিক বিপর্য্যয়
যেখানে যখন যেরূপেই আবির্ভূত
হো'ক না কেন,—
অবস্থা-অনুপাতিক অবস্থানের ভিতর দিয়ে
তা'রই সংশুদ্ধির অনুপূরণে
যত্নবান হওয়াই—
যা'রা ধীর
তা'দের পক্ষে সমীচীন ;
আর, যাঁ'রাই তা'র সংস্থাপক,
শান্তির দূত তো তাঁ'রাই। ২১।

শান্তি মানে
বা শান্তি কথার তাৎপর্য্য—
নিথর নিষ্পন্দ হ'য়ে
কোন-কিছুতে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে
আলস্য-তপা দার্শনিকতায়
গা ঢেলে দিয়ে

ব'সে থাকা বা চলাফেরা নয়কো,
কাঠপাথর হ'তে যাওয়া নয়কো,—
বরং সুসমীক্ষু আলোকদৃষ্টি নিয়ে
সুনিষ্ঠ প্রণিধান-প্রবোধনায়
তীক্ষ্ম তরতরে হ'য়ে
কৃতিচলনে চলা,
আর, তা'তেই
প্রবৃত্তির বিক্ষেপ-বিড়ম্বনাগুলিও
সমঞ্জস বিনায়নে
সন্নিয়োজনী সার্থকতায়
অর্থবাহী হ'য়ে
সমীচীন সঙ্গতি লাভ করে ;
আর, শান্তি স্বতঃস্রোতা হ'য়ে
তখনই
সাম-চলনে চলতে থাকে—
সমাধান ও স্হৈর্য্যের
আকুল আলিঙ্গনে। ২২।

বিশ্রাম-লোভী হ'তে যেও না,
সুক্রীড় হও,
কৃতি-দীপনাই কিন্তু আরাম,
যা'র ফলে, তোমার সত্তাও
আরতিমণ্ডিত হ'য়ে ওঠে—
শ্রেয়-পূজা-প্রয়াসে। ২৩।

যা' তোমার জীবনের অনুপোষক নয়,
বা সাহায্য-তৎপর নয়,—
বিরুদ্ধ-নিরোধী নয়,—
তা' কিন্তু তোমার পক্ষে বিজাতীয়। ২৪।

যদি সুখীই হ'তে চাও,
অচ্যুত একনিষ্ঠ শ্রেয়ার্থ-উপচয়ী
কৃতী হ'য়ে ওঠ—
প্রেয়-অনুগতি-সম্পন্ন হ'য়ে
তাঁ'রই মনোজ্ঞ অনুচলনে
তোমার হৃদয়স্থালীকে
নৈবেদ্যসজ্জিত ক'রে,
অনুচর্য্যী অর্চ্চনায়,
তর্পণার হোমদীপ্ত আহুতিতে
ভরপুর হ'য়ে,
ক্লেশসুখপ্রিয়তার মার্জ্জিত
মঞ্জুল অভিযানে,
যা'-কিছু অন্তরায়কে ব্যাহত ক'রে,—
সুখী হবে,
স্বর্গীয় মাঙ্গলিক নির্ম্মাল্যে
ভূষিত ক'রে তুলবে তোমাকে ;
নইলে, হাজার ভোগবিলাস
তোমার হৃদয়কে
ভ'রে তুলতে পারবে না কখনও,
অলস লোল ভোগ-ইন্ধন—
তা' যত যেমনতর হো'ক না কেন—
কাউকে সুখী করতে পারে না। ২৫।

সুখ চাও তো
ভরদুনিয়ায় একটিমাত্র উপায় আছে—
তা' ইষ্টার্থপরায়ণতা,
আত্মোৎসর্জ্জনী অনুক্রিয়তা নিয়ে
তাঁ'কে স্বার্থ ক'রে তোল,
সেই স্বার্থ-সন্দীপনার
উপচয়ী চলনে

সক্রিয় চাতুর্য্যে নিজে উপচয়ী হ'য়ে
উপচয়ে
তাঁকে অর্ঘ্যান্বিত ক'রে তোল—
তাঁরই মনোজ্ঞ অনুচলনে
নিজেকে পরিচালিত ক'রে—
অনুকূল যা'-কিছুর উৎসারণে,
প্রতিকূল যা'-কিছুকে
নিরোধ ক'রে,
প্রতিবাদ ক'রে,
বিনায়িত ক'রে,
তৎ-প্রতিষ্ঠায় উৎসর্গীকৃত ক'রে
নিজেকে,
এতে লাখ জঞ্জালের ভিতরও
সুখ ও স্বস্তি-বিনোদনা
তোমাকে
বিভূতি-মণ্ডিত ক'রে তুলবে,
শান্তি ঈষৎ-হাসির
শুভ-নন্দনায়
সামগীতিকায়
সাম্যে সন্দীপ্ত ক'রে রাখবে তোমাকে,
সুখী হবার ঐ একই পন্থা । ২৬ ।

হৃদ্য হও,
সাধু হও
অর্থাৎ নিষ্পাদন-তৎপর হও—
প্রেরণা-সঞ্চয় ও সঞ্চারণ-তাৎপর্য্যে,
পাবে,
—ঐ-ই পাওয়ার পথ । ২৭ ।

সাধুতা ভাল,
বেকুব সাধুতা কিন্তু

সাধুতা নয়,
তাই, তা' ভালও নয়,
আর, বেকুব বিশ্বাস ও নির্ভরতাও
তেমনতরই । ২৮ ।

সাধু ভেক নিয়ে
লোকের কাছে সাধু তকমায়
নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে না যেয়ে,
সৎ-এ স্বভাব সুন্দর ক'রে
লোকহৃদয়ে তোমার ব্যক্তিত্বের
প্রতিষ্ঠা করাই ভাল,—
গণ-অন্তর স্বাগতম্-আহ্বানে
তোমায় হবিঃ-অর্ঘ্যে
আবাহন করুক । ২৯ ।

তুমি সাধু
কিন্তু প্রীতিপ্রদীপ্ত-পরাক্রমহীন,
সুক্রিয়-তৎপরতায় শ্লথ,
অসৎ-নিরোধে স্থবির—
এ সব লক্ষণই ব'লে দেয়
তোমার প্রীতি সুকেন্দ্রিক নয়,
তোমার সাধুর ভড়ং আছে,
কিন্তু ব্যক্তিত্বে সাধুতা নাই । ৩০ ।

আমি জোরের সঙ্গে বলছি—
প্রিয়পরম বা সদ্‌গুরু হ'তে
বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
তুমি সন্ন্যাসীই হও,

বা যে-কোন আচার্য্য-অনুধ্যায়িতায়
আত্মনিয়ন্ত্রণ কর না কেন,
তোমার ব্যক্তিত্ব
মন্দার-কণ্টকাক্লিষ্ট হবেই কি হবে। ৩১।

ত্যাগ ভাল,
কিন্তু বিকৃত ত্যাগ ভাল নয়—
যা'তে সত্তা ব্যাহত হ'তে পারে। ৩২।

ত্যাগ কর তা'কেই
যা' সত্তা বা অস্তিত্বের পরিপন্থী,
আর, অর্জ্জন কর তা'ই—
বাঁচা ও বর্দ্ধনার
অনুপোষক যা'। ৩৩।

তোমার সাত্ত্বিক-সৌকর্য্য-বিরুদ্ধ যা'-কিছু
সেটাকে ছাড়,
কারণ, তা' বাঁচা-বাড়ার অন্তরায়,
আর, সত্তাধর্ম্মের অনুকূল যা'
সেগুলিকে ধর,
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশীলন কর
সেগুলিকে,
আর, তোমার শ্রেয়পুরুষ যিনি—
সর্ব্ব কর্ম্মে, সর্ব্ব চিন্তায়
তাঁকে মুখ্য ক'রে তোল,
—অকাট্য অনুগতি নিয়ে
তাঁ'রই অনুসরণ কর,

নিখুঁতভাবে নির্দেশগুলিকে
অনুশীলন কর ;
এমনি ক'রে
তাঁরই স্বার্থ হ'য়ে ওঠ—
তাঁর পরিবেশ, পরিবার যা'-কিছু
সবকে নিয়ে ;
মৃত্যু ও অবনতির ইন্ধনগুলি ছাড়া
কিছুই ত্যাগ করতে হবে না ;
তোমার ধৃতি বা ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ যা'
স্বতঃ-অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ তা'তে,
এমনতর চলনেই
মানুষ
পুণ্য-প্রসাদ-মণ্ডিত হ'য়ে ওঠে। ৩৪।

সাত্বত সঙ্গতিশীল স্বভাবস্থাণু
জীবনচলনাই হ'চ্ছে শ্রেয়চলন,
নিষ্ঠা-অনুরঞ্জিত অনুগতি
ও অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
মানুষ সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে—
পরস্পর পরস্পরের সম্পদ্ হ'য়ে ;
আর, যে-নীতি এই সাত্বতনীতির
সমর্থন ও সম্বর্দ্ধনী পরিপোষণ না করে,—
তা'ই কিন্তু
জীবন ও পারস্পরিক অনুচর্য্যাকে
অবসাদ-অবশায়িত ক'রে তোলে,
তাই, যথাসম্ভব সেই সমস্ত চলন
পরিত্যাগ করাই শ্রেয়,
তুমি সাত্বত ধর্ম্মশীল হও—
অনুগতির অনুশীলনে,
নিষ্ঠানুচর্য্যায় ;

সক্রিয়ভাবে তা'তে সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
পরিবেশকে অমন ক'রেই
সন্দীপ্ত ক'রে তোল,
আর, এই সঞ্জীবিত সম্বর্দ্ধনা
মঙ্গলগীতিকায়
সপরিবেশ তোমাকে নন্দিত ক'রে তুলুক। ৩৫।

শ্রদ্ধাসম্বুদ্ধ সুনিষ্ঠ
একানুবর্ত্তিতার সহিত
তদনুগ অনুকূল অনুচর্য্যায়
নিজেকে তৎপর ক'রে
প্রতিকূল যা'-কিছুর
স্বতঃস্বেচ্ছ পরিবর্জ্জনের ভিতর-দিয়ে
আত্মনিয়মন-তৎপরতায়
নিজের ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত উন্মাদনায়
সেবানুচর্য্যী দায়িত্বে
নিজেকে যেমন নিবিষ্ট রাখতে পারবে,
—জীবনে সুখীও হ'য়ে উঠবে তেমনি ;
এই সুকেন্দ্রিক, সুনিষ্ঠ তৎপরতায়
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
আগ্রহদীপ্ত অনুচর্য্যানিরতি নিয়ে
আত্মনিয়মনে
ব্যক্তিত্বকে বিন্যাস-করতঃ
চারিত্রিক দ্যোতনার যে-অনুচলনে
আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়—
তা'ই হ'চ্ছে সুখের আকর ;
এ ছাড়া যে-সুখ
তা' ব্যক্তিত্বকে কখনও
স্পর্শ করে কিনা সন্দেহ। ৩৬

ভোগ্য যদি শুভ-প্রসাদমণ্ডিত না হয়,
তবে তা' জীবনীয় হ'য়ে ওঠে না। ৩৭।

জীবন তোমার বৃথা নয়কো,
বরং উন্নতির পরম আবর্ত্তন। ৩৮।

সত্তা চায়—
অস্খলিত নিষ্ঠানিপুণ অনুরক্তি,
কৃতিদীপ্ত বিবেক-বোধন,
অনুকম্পাশীল আপ্যায়নী তৎপরতা,—
যা' অবলম্বন ক'রে
দুনিয়ার
বিকৃত বিভ্রান্ত বোধবেদনাগুলির বিনায়নে
সে কৃতিত্বের সার্থকতায়
উপনীত হ'তে পারে ;
এর খাঁকতি যেখানে যেমন—
ব্যতিক্রম এবং
নিয়মনী উন্নতিতে বিড়ম্বনাও
সেখানে তেমনি। ৩৯।

যা' সত্তাকে ধারণ করে না,
পোষণ করে না,
এক-কথায়, যা' সত্তার ধৃতিজনক নয়কো,
পূরণ-বর্দ্ধনী নয়কো,—
তা' কিন্তু কোন মাঙ্গল্যনীতিরই
অনুশাসন নয়,
তা' ব্যক্তিগত জীবনেই হো'ক
বা সমষ্টিগত জীবনেই হো'ক,

ব্যষ্টিসত্তায়ই হো'ক
বা সমষ্টি-সত্তায়ই হো'ক—
অপঘাত সৃষ্টি করবেই কি করবে,
তাই, তা' শাতন-নীতি ;
যে সমষ্টিগত নীতি
বা পরিকল্পনার ভিতরে
ব্যষ্টিগত সাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের
পোষণ-বর্দ্ধনা নেইকো—
লাখ স্বর্গীয় ভাঁওতার হো'ক না কেন—
তা' ব্যষ্টি বা সমষ্টির
বিড়ম্বনারই যাদুজলুস । ৪০ ।

পেটের জন্য জীবন নয়কো—
জীবনের জন্য পেট,
তাই, জীবন
পেটকে জীয়ন্ত ক'রে রাখে । ৪১ ।

মানুষ কেন,
কেউই শুধুমাত্র
খাদ্য নিয়েই বেঁচে থাকে না,
বেঁচে থাকার পরম উৎসই হ'চ্ছে—
ঈশ্বরনির্দেশ-পরিপালন,
আর, আগ্রহ-উৎসারণা নিয়ে
জীবনে তা'রই অনুশীলনা । ৪২ ।

উপস্থ ও উদরের পরিচর্য্যায়
সত্তাকে ভুলে যেও না,
তোমার সত্তা যদি

ব্যাহত হ'য়ে চলে,—
তোমার উপস্থই বল,
উদরই বল,
পরিবেশ-সমন্বিত দুনিয়াই বল,—
সবই
ব্যাহত হ'য়ে উঠবে তোমার কাছে,
দুরদৃষ্টের ইন্ধন হ'য়ে উঠবে তুমি। ৪৩।

বাঁচা মানে
সর্ব্বতোভাবে, সব রকমে
সব যা'-কিছুর ভিতরেই
নিজে বেঁচে থাকা—
বিপর্য্যয়কে সুবিনায়িত ক'রে ;
আর, সর্ব্ব অবস্থার ভিতর-দিয়ে
নিজের সত্তাকে
সব দিক্-দিয়ে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলাই হ'চ্ছে বেড়ে ওঠা ;
নয়তো, শুধু খেয়ে-প'রে বাঁচাই যে
সর্ব্বতোভাবে সার্থক—
তা' নয়কো। ৪৪।

শারীর কর্ম্ম মানে আমি বুঝি—
শরীর-সম্বন্ধীয় কর্ম্ম,
সত্তা-সম্বন্ধীয় কর্ম্ম,
সাত্বত কর্ম্ম,
আত্মসংস্থ কর্ম্ম ;
এই শরীরের সাথে যা'-কিছু সম্বন্ধান্বিত,
সুবিনায়িত,
কৃতি-তৎপরতায়

সেগুলিকে শম-সন্দীপ্ত ক'রে
ঐ শরীরকে সাম্যে সংস্থিত কর—
ইষ্টার্থ বা আচার্য্য-পরায়ণ হ'য়ে
যুতচিত্তাত্মা হ'য়ে
কামনা বা কর্ম্মফলাসক্তি ত্যাগ ক'রে
অভিমানকে জলাঞ্জলি দিয়ে,
ত্যক্ত-পরিগ্রহ হ'য়ে,
বিপর্য্যয়ী বিক্ষেপ ও বিকৃতিকে এড়িয়ে ;
—এই হবে সাম্য-সংরক্ষণী নিক্তি ;
আর, তা' যদি কর—
তোমাতে কলুষ স্পর্শ করবে না ;
তাই, কেবল হ'য়ে
এই শারীর কর্ম্মনিরত হ'য়ে চল—
সাম্য-সন্দীপ্তি নিয়ে,
বিধায়িত বিনায়নে ;
নতুবা, এই সম্বন্ধগুলিকে ত্যাগ ক'রে
শুধু এই স্থূল শরীরের
লাখ তোয়াজ কর—
সে স্বস্থ হ'য়ে চলতে পারবে না-কো ;
তাই, শারীর কর্ম্মের তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে
এমনতর । ৪৫ ।

তোমার জীবনগতি যত প্রবল,
সতর্ক চলনও তত নিখুঁত
ও সবল হওয়া উচিত—
নিজেকে ইষ্টায়িত ক'রে
সব দিক্-দিয়ে । ৪৬ ।

সুষ্ঠু নিষ্ঠানন্দিত চরিত্র
ও বোধকৃতি

যেমন তীক্ষ্ম, সূক্ষ্ম-সন্দীপনী
ও লোকপালী—
জীবনের সার্থকতাও তো
তেমনিই । ৪৭ ।

যে-চলা
জীবনকে আয়ুর অধিকারী ক'রে
সম্বৰ্দ্ধনায় সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে থাকে,
হৃদ্য আপ্যায়নী অনুচর্য্যায়
মানুষকে প্রীতি-প্রদীপ্ত ক'রে তোলে—
অন্তরাসী অনুবেদনায়
অসৎ যা'-কিছুর
হৃদ্য নিরোধ ও শুভ-নিয়মনে,
—তা'ই হ'চ্ছে জীবনীয় বৈধী চলন । ৪৮ ।

জীবন চায়—
অটুট অস্তিত্ব—
নিজে থেকে বেড়ে চলতে
সমীচীনভাবে ;
সে চায় সুখ,
সে চায় তৃপ্তি,
সে চায় আত্মপ্রসাদ—
প্রতিষ্ঠায় সমাসীন থেকে,
পারস্পরিক পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে । ৪৯ ।

কোলাহলময় জীবনটাকে যদি
শ্রেয়নিষ্ঠ তৎপরতায়
সার্থক সঙ্গতিশীল শুভ-বিনায়নে
সম্বৰ্দ্ধন-তাৎপর্য্যে

সঙ্গীত-স্রবা ক'রে তুলতে পার—
দীপালী সজ্জায়,
অনন্তের রবাব-বীণার প্রাণন-নিক্বনে,
তুমিও ভরপুর হ'য়ে উঠবে—
অস্তিত্বের হোম-আহুতিতে। ৫০।

যে-তন্ত্রেরই তান্ত্রিক হও না কেন—
জীবন-তন্ত্রই আসল তন্ত্র,
আর, যে-তন্ত্র জীবনকে
পরিপোষণ, পরিরক্ষণ, পরিপূরণ
না করে—
সুকেন্দ্রিক সার্থক-সঙ্গতি নিয়ে
অশুভকে নিরাকরণ ক'রে,
তা' কিন্তু ব্যর্থ, নিরর্থক। ৫১।

তুমি যে-তান্ত্রিকই হও না কেন,
বা যে-তন্ত্র নিয়েই চল না কেন,—
সাত্ত্বিক মন্ত্র
ও সত্তাপোষণী জীবনীয় অনুচলনকে
ত্যাগ ক'রে
যে-তান্ত্রিকতাতে তুমি
আত্মনিয়োগ করবে—
তা'ই কিন্তু বিয়োগ-অনুচলনে
তোমাকে মরণযোগে জয়ী ক'রে
বিদ্রূপ ভঙ্গীতে
জাহান্নমের পথেই
পরিচালিত করতে থাকবে—
তা'কে মদমত্ত লোলুপ-লুব্ধতায়
যতই উজ্জ্বল মনোমুগ্ধকর বিবেচনায়
আঁকড়ে ধর না কেন। ৫২।

তুমি জীবনকে ইষ্টনিষ্ঠায়
অনুরঞ্জিত ক'রে তোল,
আর, সমস্ত কর্ম্ম ও চিন্তাকে
সেই অনুশীলন-তৎপর ক'রে,
বোধ ও যোগ্যতাকে
সার্থক সঙ্গতিশীল জীয়ন্ত ক'রে
তাঁতেই উৎসর্জ্জিত হ'য়ে ওঠ ;
—ধন্য হও,
আর, পরিবেশকেও ধন্য ক'রে তোল। ৫৩।

সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত,
আর, তা'র দরজাও উন্মুক্ত,
অবাধ,
যে-কোন জঞ্জাল নিয়ে
চলতে আটকায় না ;
কিন্তু জীবনের পথ—
স্বর্গের পথ যা',
তা' সংকীর্ণ,
তাই, তা'তে ঢুকতে
জঞ্জালমুক্ত হ'য়েই ঢুকতে হয়। ৫৪।

অসৎকে
অসৎ ব'লে ফেলে দিও না,
আবার, সাবধান থেকো—
অসৎবিদ্ধও হ'য়ো না,
মনে রেখো—
অসৎসঙ্গ ভাল নয়কো,
প্রীতি-মার্জ্জনায় তা'কে যদি
শুদ্ধ ও প্রবুদ্ধ ক'রে তুলতে পার,—

শুভ-সার্থকতা
তোমাকে সুদীপ্ত ক'রে তুলবে। ৫৫।

যা'রা অজ্ঞ,
জীবনেই মৃত হ'য়ে আছে,—
তা'রাই মৃতের সমাধি রচনা করুক,
কিন্তু তুমি চল,
ঈশ্বর-রাজ্যের অনুসন্ধান কর
অনন্ত জীবনের জন্য। ৫৬।

প্রিয়পরমই
জীবনের পরম উত্থান,
তাঁকে যে ভালবাসে—
বিশ্বাস করে—
ম'রেও মরে না সে,
আর, যে তাঁকে নিয়েই বাঁচে—
বিশ্বাসে অটুট থেকে,
সে কখনই মরে না,
অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়। ৫৭।

যে বা যা'রা
তোমার ধারণ-পালন-পোষণ-পরিচর্য্যায়
পরিভৃত—
দেওয়া-নেওয়ার কৃতিচলনে,—
তোমার অধীনতা তা'র বা তা'দের
অন্তঃস্থলেরই কাম্য কিন্তু,
কারণ, সত্তা-সংরক্ষণী অনুচর্য্যা
জীবের জীবন-আকৃতি,
জীবন চায় সাত্ত্বিক সুস্থি,
সাত্বত সম্বর্দ্ধনা। ৫৮।

যে নিজেই মরণশীল—
অন্যকে বাঁচানোর পরিকল্পনা
ও পরিচর্য্যায়
সে যদি
নিবিষ্ট তাৎপর্য্যে চলতে পারে,
তা'র জীবনও
বাঁচার দিকে
ক্রম-অগ্রগতিতেই চলতে থাকবে—
জীবন-সত্তার কুশল-তাৎপর্য্য
আহরণ করতে করতে। ৫৯।

তুমি বিশ্বকর্ম্মা হ'য়ে ওঠ—
ধর্ম্মানুচর্য্যায়,
অর্থাৎ ধারণ-পালনী অনুচর্য্যায়,
তোমার পরিবেশে যা' আছে
তা'র সব-কিছু নিয়ে—
তা' ব্যষ্টিগতভাবে
ও সমষ্টিগতভাবে ;
আর, সেগুলি সঙ্গতিশীল
কৃতি-তৎপরতায়,
অন্বিত সার্থকতায়
সুসঙ্গত হ'য়ে উঠুক
বাস্তব জীবনে। ৬০।

জীবনের সার্থকতাই হ'চ্ছে—
অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠ অনুরাগ,
সেবাসিদ্ধ বোধি,
যা' কৃতিদীপ্ত হ'য়ে
সার্থক হ'য়ে ওঠে—
ঈশ্বরে,

আর, এই হ'চ্ছে দীপ্তি,—
যা' প্রাপ্তিকে
ব্যাপ্ত ক'রে তোলে—
তা'র অন্তঃস্থিত সার্থকতা নিয়ে। ৬১।

যে-ই হো'ক না কেন,
নিষ্ঠানন্দিত সমীচীন
সৌকর্য্য-তৎপরতায়
দেওয়া-নেওয়ার ভিতর-দিয়ে
নিজের অন্তর-বাহিরের সম্পদ্‌কে
সে যদি সম্বৃদ্ধ না করত
বা না করতে পারত
বা উচ্ছল ক'রে না তুলত,
তাহ'লে
তা'র জীবনচলনা
একদম খতমে
নিঃশেষিত হ'য়ে উঠত ;
তা' শুধু মানুষের বেলায় নয়,
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে
সব-কিছুতেই তা'ই,
ফলকথা,
দুনিয়ায় দাঁড়িয়ে থাকা যায় না,
হয় এগুতে হবে,
না হয়, পিছোতে হবে। ৬২।

জীবনতালে
তুমি যেমন নেচে বেড়াচ্ছ—
বিধি-বিধায়নায়,
তোমার ব্যক্তিত্বও তেমনি
নেচে চলেছে—

নাচন-সন্দীপনায়
উচ্ছল হ'য়ে,
ঐ সাত্বত সন্দীপনী
সদ্-বেলনায় উদ্বেলিত হ'য়ে ;
তবে তো তৃপ্তি !
তবে তো উপভোগ !
তবে তো স্বস্তি ! ৬৩ ।

সুকেন্দ্রিক কৃতী চলনে চল,
অনুশীলন-তৎপর হও,
নিষ্পন্নতায় সার্থক হ'য়ে ওঠ,
যুত যোগ্যতার অধিকারী হও,
অর্জ্জনকে স্বতঃস্রোতা ক'রে তোল,
মিতি জীবনীয় চলনে চ'লে
নিজেরাই সাধু উপার্জ্জনে
স্বর্ণ-পাত্রে
ঘৃত-প্রক্ষিপ্ত অন্নব্যঞ্জন ভোজন কর—
স্বস্তি ও স্বাস্থ্যকে অব্যাহত রেখে,
আর, পরিবেশের প্রত্যেককে
অমনতর ক'রে তোল,
যা'তে অমনি ক'রে
অন্নব্যঞ্জনাদি ভোগ করতে পারে তা'রা—
স্বস্তি ও স্বাস্থ্যকে অটুট রেখে,
ঐশ্বর্য্য তোমাদের সেবা করুক,
কিন্তু অকিঞ্চন থাক তোমরা—
আয়ু, বল ও বর্ণের অধিকারী হ'য়ে । ৬৪ ।

তোমার চোখ-দুটি
তোমার অন্তরের আলোকাধার,
শরীরের চেতন-প্রদীপ—

তোমার অন্তঃস্থ ঈশ্বরের আশিস্-দ্যুতি
যা'র ভিতর-দিয়ে
বিচ্ছুরিত হ'য়ে থাকে,
তা'কে যদি
ঔদার্য্যে উদাত্ত ক'রে তোল—
একায়িত প্রীতিপ্রখর সমাধান-তৎপরতায়
তোমার ভিতর-বাহির
সবই উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠতে থাকবে
ক্রমশঃ ;
আর, যদি সঙ্কীর্ণ ক'রে তোল,
সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠবে তুমি—
ছন্ন তামস-আবরণে
আশিস্হারা স্বার্থপঙ্কিল
ব্যতিক্রম নিয়ে । ৬৫ ।

জীবনের যন্ত্রণ-ক্রিয়াকে
জান কি—
যা'তে বিধান ও ব্যক্তিত্ব বেঁচে থাকে—
স্মৃতি-চেতনার স্রোতানুবর্ত্তনায় ?
তা' যদি জান—
কৃতি-তৎপরতা নিয়ে,
তাহ'লেই
বিশেষ সংশোধনে
সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারবে যা'-কিছুকে
এমনতরভাবে
যা'তে সাত্বত সন্দীপনায়
জীবনীয় হ'য়ে
বর্দ্ধনায় চলৎশীল হ'য়ে চলবে তা'—
বৈশিষ্ট্যসঙ্কুল সম্বেদনী
স্মৃতিচেতন-সন্দীপ্ত হ'য়ে ;

বাঁচতে চাইলেই—
বাড়তে চাইলেই—
ঐটাকেই আগলে ধ'রে চলতে হবে,
যেখানে এর ব্যতিক্রম—
সপরিবেশ তোমাকে সেখানে
ব্যতিক্রমপন্থী হ'য়ে
আত্মবঞ্চনায় প্রতারিত হ'তে হবে। ৬৬।

সত্তার ভজনা কর,
সত্তা-সম্বন্ধীয় কথা শোন,
আর, সাত্বত-চলনে চল। ৬৭।

ভজন চিরদিনই কর্ম্মশরীরী,
কর্ম্মই তা'র রূপ,
আর, ঐ কর্ম্মনিঃসৃত ফলই হ'চ্ছে—
ভাগ্য। ৬৮।

যা'রা সৎ ও সদাচারকে
ভজনা করে,
অনুচর্য্যা করে,
অনুশীলন করে,—
তা'রাই ভক্ত,
তাই, ভক্তির জাতি না থাকলেও
ভক্তের জাতি-বৈশিষ্ট্য আছে। ৬৯।

ইষ্টে বা আদর্শে কৃতিনিরতিহারা,
তদনুশাসন-ব্যত্যয়ী চলন

ও স্বার্থান্বেষী প্রবঞ্চক ভক্তির বহর নিয়ে
যা'রা চ'লে থাকে,—
বিধাতাও সেখানে
ঐ ব্যত্যয়ী চলনে
বাধা পেয়ে
কুটিল পন্থাতেই তা'দিগকে
স্পর্শ করতে চলেন—
শাতন-সংঘাতকে যথাসম্ভব এড়িয়ে,
ঈশ্বরের দয়া সেখানে
ম্লান বিকিরণায়ই চ'লে থাকে। ৭০।

ঈশ্বরকে ডাক—
তা'র মানেই হ'চ্ছে
তোমার অন্তঃস্থ ধারণপালনী সম্বেগকে
সক্রিয় ক'রে তোল—
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়,
অসৎ-নিরোধী শুভ-পরিচর্য্যায়
প্রভু হ'য়ে ওঠ,
আর, চরিত্রকে তাৎপর্য্যে
উদ্ভাসিত ক'রে তোল—
অসৎ-নিরোধী অনুচর্য্যায়,
হৃদ্য শুভপ্রসূ প্রীতিসুন্দর অনুবেদনায়,
তোমার সমস্ত পরিবেশগুলিকে
শুভ-বিন্যাসে
বিনায়িত ক'রে তোল;
আর, এ বাদ দিয়ে
কোটি জন্ম করিলেও নাম-সঙ্কীর্ত্তন
অধিষ্ঠান নাহি হবে ব্রজেন্দ্র নন্দন;
ক'রে দেখ ঠিক কিনা!

ডাক মানেই—
তাঁর বিনায়িত বিচিত্র চরিত্রকে
নিজ অন্তরে দীপ্ত ক'রে তোলা। ৭১।

তুমি যে ব্যাপারে
যতই কৃতী হ'য়ে উঠবে,
কাজও আসবে তোমার কাছে তেমনি—
তোমার নিষ্পন্নতায়
মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতে ;
তাই, কাজ ফেলে রেখো না,
যখন যে-কাজ পাও,
বা করতে হবে যা',—
তখন থেকেই
যথাসাধ্য নিখুঁতভাবে
নিষ্পন্ন ক'রে তোল তা'—
উপযুক্ত ত্বরিত্যে,
নিষ্পন্নতার আশিস্ তোমাকে
অশেষ উপঢৌকনে
কৃতার্থ ক'রে তুলবে। ৭২।

সত্য কথা বল,
তা' যেন লোকহিতী হয়। ৭৩।

সত্য-যাজিক হও—
বাক্ ও কর্ম্মে,
সত্য কথা বল ঠিক ততটুকু—
যা'তে কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে ওঠে,
সত্য বলতে গিয়ে

বা সৎ-ক্লিয় হ'তে গিয়ে
অকল্যাণের আড়কাঠি হ'তে যেও না । ৭৪ ।

সত্য মানেই সৎ-এর ভাব,
সত্তার হওয়া,
সত্য কথা মানেই
সত্তা-সম্বন্ধীয় কথা,
তাই, সত্তা যা'তে সংক্ষুব্ধ হয়—
বা সংঘাত-সন্তপ্ত হ'য়ে ওঠে—
তা' বাস্তব হ'তে পারে,
কিন্তু মিথ্যা-পন্হী ;
যা'ই বল আর যা'ই কর—
তা' যদি সাত্বত হয়,
হৃদ্য হয় বাস্তবতায়,
তা' কিন্তু সত্যপন্হী ;
তবেই লোকহিতী হৃদ্য বাস্তব যা'
তা'ই সত্য—
সত্তাপোষণী । ৭৫ ।

সাত্বত কথাই সত্য কথা,
আর, সাত্বত চলনই সত্য চলন—
যে-চলার ভিতর-দিয়ে
যে-বলার ভিতর-দিয়ে
কল্যাণ কলস্রোতা হ'য়ে ওঠে—
সংস্হিতির শুভ স্হৈর্য্যে,
তাই, বাস্তব যা'
তা'তেই সত্য নিহিত—
যদি তা' শুভপ্রসূ হয়,
কারণ, সত্তা সেখানেই,

আবার, ঐ বাস্তবতা যেখানে
যত বিক্ষেপ-বিক্ষুব্ধ বা ব্যর্থ—
মিথ্যার আধিপত্যও
সেখানে তেমনই,
প্রাণন-তীর্থের স্বস্তি-সঙ্গীতও
সেখানে তেমনই মন্থর,
মলিন বা হীন। ৭৬।

বাক্-বিড়ম্বনা অন্তরকে
ক্ষোভক্লিষ্ট, বিদগ্ধই ক'রে থাকে—
প্রাণন-শক্তিকে বিক্লিষ্ট ক'রে,
কিন্তু ক্লিষ্ট ও শ্রান্ত শরীর
প্রীতি-আপ্যায়নী পরিচর্য্যায়
উদ্বুদ্ধ ও আশান্বিতই হ'য়ে ওঠে ;
তাই, ঐ বিড়ম্বনা হ'তে
আত্মরক্ষা করা কি অন্যায় ?
তা' কি পাপের ? ৭৭।

যিনি তোমার প্রেয়,
একান্ত ব'লে যাঁকে গ্রহণ করেছ,
ঠিক জেনো—
তাঁর সর্ব্বতঃ-শুভ প্রসাধনের জন্যই
তুমি তোমাকে উৎসর্গীকৃত করেছ,
পুণ্য তোমার তা'ই,
আর, তা' না-করাই পাপ। ৭৮।

পাপকে ঘৃণা কর,
পাপীকে নয়,

বরং তা'কে পরিমাজ্জিত কর,
পরিশুদ্ধ ক'রে তোল। ৭৯।

মানুষের অন্যায়কে ক্ষমা কর,
সহ্য কর,
আর, সে যা'তে অন্যায়-মদমত্ত না হ'য়ে
ঈশ্বর-প্রেরণায়
প্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
সক্রিয় তৎপরতা নিয়ে,—
তা'ই কর,
তোমার এই ক্ষমা বা সহনপটুতা
তোমার স্বর্গস্থ পিতা হ'তেও
তোমাকে সহ্য করবার
বা ক্ষমা করবার
প্রসাদ আবাহন করবে। ৮০।

শ্রেষ্ঠ ধন অকিঞ্চনত্ব,
সত্য যা' তা'ই নিত্য। ৮১।

সৎ বা সাত্বত যা'
তা'র অনুসরণী অনুশীলনাই হ'চ্ছে—
সত্যানুসরণ,
আর, অস্তিত্বের বিদ্যমানতাই সত্য। ৮২।

যা'রা আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টির
সার্থক সঙ্গতিসম্পন্ন সমীচীন
অনুসেবনা নিয়ে চলে,

তা'রা অকিঞ্চন হ'লেও
ঐশ্বর্য্য তা'দের সেবাই ক'রে থাকে—
প্রাকৃতিক পরিস্রবণায়। ৮৩।

ইষ্ট-ব্যত্যয়ী যে—
অসৎ-উদ্দীপনায়
ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্মকে
আক্রুষ্ট সংঘাতে
অবদলিত করে যে,—
সে বিদলিত হ'য়েই থাকে,
অমনতর ব্যত্যয়ী হ'য়েও
যেখানে সে বিদলিত হয় না,—
বুঝতে হবে, তা'র পরিবেশও তদনুগ,
এক-কথায়, জাহান্নমের সহযাত্রী তা'রা। ৮৪।

জীয়ন্ত বেদের অনুসরণ না ক'রে
যা'রা বেদবাদে জাবর কাটে—
বাস্তব যা'-কিছু হ'তে
তা'রা বঞ্চিত হয়। ৮৫।

বেদেরই দোহাই দাও,
আর, বাদেরই দোহাই দাও,
যা'র বিধি ও অনুশাসন
সত্তানুচর্য্যী নয়কো—
প্রত্যক্ষভাবেই হো'ক,
আর, পরোক্ষভাবেই হো'ক,—
তা' কিন্তু ধর্ম্মীয় নয়কো,
অর্থাৎ সত্তার
ধারণ-পালন-পোষণী নয়কো। ৮৬।

নিজেকে ফাঁকি দেবার
সব চেয়ে সহজ উপায়ই হ'চ্ছে—
ভগবানের উপর দোষ চাপানো ;
যদিও তা'তে
আরো ফাঁদেই পড়তে হয়। ৮৭।

চাহিদা-অনুপাতিক চলন
অর্থাৎ করণ
যেখানে নিখুঁত—
ঈশ্বরের কৃপাও সেখানে
স্বতঃস্রোতা,
তাই, তিনি কৃপাময়। ৮৮।

দয়ার বাতাস তো বইছেই—
স্বতঃ-প্রবাহশীল হ'য়ে,
তা' তুমি চাও, আর না চাও ;
তুমি তা' গ্রহণ করার উপযুক্ত হও,
নিজেকে ক'রে তোল তেমনি,
আর, যত বেশী তেমনতর
ক'রে তুলবে,
তাঁ'র দয়াকেও ধরতে পারবে
তেমনি ;
আর, ঐ দয়ার কণায়-কণায়
তিনিই বর্ত্তমান। ৮৯।

ইষ্টদ্রোহিতাকে বিষিয়ে মার,
শ্রদ্ধার মাথায় শিরস্ত্রাণ দাও,
জ্ঞানের তরবারি ধর,

সেবার বর্ম্ম প'রে এগিয়ে চল,
অগ্নিমুখ তোমার সহায় হো'ন। ৯০।

কল্যাণপূত শাসন-তোষণের ভিতর-দিয়ে
জীবনের উৎসারণাকে
উথলে তোলাই
ইষ্টের জীবন-তপনা। ৯১।

প্রিয়পরমকে অন্তরে প্রতিষ্ঠা কর—
ধৃতিচেতন তৎপরতায়,
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,—
পুণ্য-প্রতিষ্ঠা তোমার অন্তরে
স্বতঃ হ'য়ে উঠুক। ৯২।

তোমার জীবনে মহাবীর জয়যুক্ত হউন,
আর, সেই জয়শ্রীই হো'ক
শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা। ৯৩।

যা'দের অধিস্থিতিতে
কোন সার্থক তাত্ত্বিক সঙ্গতি নেই—
অথচ যা'রা মনগড়া অর্থাৎ
কাল্পনিক মূর্ত্তির পূজারী,
বাস্তব পৌত্তলিক তা'রাই। ৯৪।

জগৎ-জোড়া মা থাকলেও
তোমার মা-ই কিন্তু তাঁ'র প্রতিমা,

মাতৃ-অভিবাদন-অনুবেদনা নিয়ে
সবাইকে দেখ
বল
চল—
অসংরিক্ত হ'য়ে ;
মায়ের স্নেহ-সেচনা
তোমাকে সিক্ত ক'রে তুলুক—
ইষ্টনন্দনায়। ৯৫।

প্রত্যক্ষ শ্রেয়ে কেন্দ্রায়িত
প্রীতিবিভোর অন্তঃকরণ ছাড়া
মন্ত্রজপ কখনই
সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে না—
অন্বিত সঙ্গতিশীল শ্রেয়চলন নিয়ে। ৯৬।

শ্রদ্ধাবনত আনতি নিয়ে
নাম বা মন্ত্র জপ কর—
তদর্থ-অনুভাবনায়,
আর, ঐ নাম-অনুকম্পনে
তোমার অন্তর আন্দোলিত হ'য়ে উঠুক ;
ঐ আন্দোলনের ভিতর-দিয়ে
ঐ নাম বা মন্ত্রের অর্থনা
তোমাতে জাগ্রত হো'ক ;
ঐ জাগরণ তোমার চরিত্রকে
জাগ্রত ক'রে তুলে'
ঐ প্রীতি-অনুলেখায়
তোমার আচরণকে
সার্থক সুচারু ক'রে তুলুক ;
এমনি ক'রে
তোমার সারাটি ব্যক্তিত্ব

ঐ গুণ-বিভবে
বিভূতি লাভ করুক,
আর, ঐ সার্থক সঙ্গতিশীল অনুচলন
ও অন্তর-অনুনয়নে
তুমি সিদ্ধ হ'য়ে ওঠ—
প্রবর্দ্ধনী পরিচর্য্যায়
পরিবেশকে উপচয়ে
পরিশুদ্ধির প্রভবতায়
পরিস্রুত ক'রে তুলে' ;
তোমার সিদ্ধি
সিদ্ধার্থ হ'য়ে উঠুক
এমনি ক'রে। ৯৭।

কা'রও সাথে বিরোধ রেখে
যদি মন্দিরে যাও,—
দেবতার মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠবে। ৯৮।

আগে বিরোধ-মীমাংসা ক'রে
মৈত্রী প্রতিষ্ঠা কর,
পরে, সেবা ও প্রার্থনার জন্য
ঠাকুর-মন্দিরে যাও,
কা'রো প্রতি
বিরুদ্ধ অন্তর নিয়ে
মন্দিরে ঢুকো না,—
তোমার পূজা
পূত হ'য়ে উঠবে না তা'তে। ৯৯।

যদি কা'রো প্রতি
ক্রুদ্ধই হ'য়ে থাক—

এক তিথিও ঐ ক্রোধকে
স্হিতিশীল হ'তে দিও না,
মৈত্রীসংস্হাপন ক'রে
প্রসন্ন হৃদয়ে
মন্দিরে প্রবেশ ক'রো—
সৎ-অর্চ্চী তৎপরতায় :
মনে রেখো—
মৈত্রীই তোমার জীবনের সম্পদ্,
বৈরিত্ব নয়,
আর, ঐ বৈরিত্বই আপদ্। ১০০।

তোমরা সততা-সিদ্ধ হ'য়ে ওঠ,
সে-সততা
যেন এমনতর জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠে—
যা' অন্যে কখনও কোথাও
দেখেনি ;
তোমার ভাই তোমার প্রতি
যদি ক্রুদ্ধ হ'য়ে থাকে,
এবং প্রার্থনার আসনে ব'সেও
যদি তা' মনে পড়ে,—
প্রার্থনার পূর্ব্বেই তা' মিটিয়ে ফেল—
হৃদ্য অনুনয়নে,
আর, তা' যদি অলীকও হয়—
কিংবা অলীক ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে
হ'য়ে থাকে—
হৃদ্যতার সহিত
ঐ ভ্রান্তি বিমোচিত ক'রে
বান্ধবতায় সুনিবদ্ধ হ'য়ে ওঠ। ১০১।

যে-পূজা বা যে-আরাধনা
তোমার ব্যক্তিত্বে

ফুটন্ত হ'য়ে না উঠল—
জলুষ বিকিরণ ক'রে,—
ঠিক বুঝো—
সে-পূজা হয়নি। ১০২।

পূজার পরম সার্থকতাই হ'চ্ছে
এই যে—
গুরু বা আচার্য্যই বল
বা দেবতাই বল,
যাঁ'র পূজা করছ,
তাঁর গুণাবলী ও যোগ্যতা
শ্রদ্ধাপূত অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
সার্থক সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
বিহিত কর্ষণে
বৈশিষ্ট্যমাফিক তোমার ব্যক্তিত্বে
সক্রিয় সঙ্গতি নিয়ে
বর্ত্তাতে থাকবে,
বিকশিত হ'য়ে উঠবে,
এক-কথায়, তোমার বোধ-বিবেচনা,
কথাবার্ত্তা, চলনচরিত্রে
তাঁ'র যোগ্যতা ও গুণাবলী
ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে,
আর, পূজার প্রাণই হ'চ্ছে ঐ। ১০৩।

পূজা-অর্চ্চনার
সমস্ত প্রকরণগুলি
অনুধাবন কর,
আর, চিন্তায় ও মননে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যের সহিত

সেগুলির সমীচীন অর্থ-বোধনায়
উপনীত হও—
বেশ ক'রে বুঝেসুঝে ;
আর, যেখানে যেমন করতে হয়
করতে থাক—
তদনুগ প্রেরণা নিয়ে ;
আর, অভ্যাসে আয়ত্ত ক'রে
তা'র তাৎপর্য্যে
তৎপর হ'য়ে চলতে থাক,
যেন তা' তোমার
স্বভাব-চরিত্রের ভিতর-দিয়ে
প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
তবে তো পূজা-অর্চ্চনার সার্থকতা ! ১০৪।

সাধু খ্যাতির আশায়
লোক দেখিয়ে
সন্ধ্যা-পূজাদি করতে যেও না,
প্রার্থনাদি করতে যেও না,
তোমাকে সাধু ব'লে জানুক—
এমনতর ভাবভঙ্গিমা নিয়ে
ঈশ্বরোপাসনা করা
নিজের কাপট্যেরই ইন্ধন জোগানো,
তা'র অন্তরেই থাকে
লোকঠকানো প্রবৃত্তি ;
প্রার্থনা-ক্ষুধাতুর যদি হ'য়েই থাক—
নির্জ্জনে যাও,
বা এমন রকমে তা' কর,
যা'তে লোকে তোমাকে
কোনপ্রকারে ইঙ্গিত করতে না পারে,
তুমি নিজে এমন চলনেই চ'লো,

তোমার সহজ অভিব্যক্তি
যেমনতর দাঁড়ায়—
তেমনিই হ'য়ে উঠুক,
কতকগুলি কথার বাহুল্য আমদানি ক'রে
তোমার প্রার্থনাকে
প্রেরণাহারা ক'রে তুলো না,
বরং বল—
'ঈশ্বর !
স্বর্গস্থ পিতা আমার !
আমি তোমাকে ভালবাসি,
ঐ ভালবাসা তোমার প্রসাদে
কৃতিমুখর হ'য়ে উঠুক,
তোমার যা' অর্থনা
তা'রই অনুচর্য্যায়
নিয়ত নিরন্তরতা নিয়ে চলুক,
আর, তোমার প্রসাদেই
আমার জীবন অভিষিক্ত হ'য়ে থাকুক'। ১০৫।

মন্দিরে
শ্রদ্ধোষিত কৃতিতপা
রাগদীপ্ত পূজারী
কমই দেখতে পাওয়া যায়,
বরং বাইরে তা'র সম্ভাব্যতা
ওর চাইতে ঢের বেশী ;
যদিও মন্দিরে অমনতর
কৃতিতপা পূজারীর আধিক্য
পরিবার, সমাজ, পরিবেশ ও রাষ্ট্রের পক্ষে
অমৃতকল্পী। ১০৬।

যে-মন্দিরে
প্রীতি বা ভক্তি কে ভাঙ্গিয়ে

কেনাবেচা করতে যাও—
সে-মন্দির
তোমার সাত্ত্বিক উৎসর্জ্জনার জন্য নয়কো,
কেন না,
তোমার অন্তর্দেবতা সেখানে নিদ্রিত ;
কিন্তু যেখানে
অর্ঘ্য বা নৈবেদ্যের শুভ-অর্পণ
তোমার হৃদয়কে নন্দিত ক'রে তোলে,
পাওয়ার প্রলোভনকে
হতভম্ব ক'রে,—
সে-মন্দির
তোমার সাত্ত্বিক উৎসারণার—
এটা কিন্তু নিছক সত্য,
কারণ, তোমার অন্তর্দেবতা
জাগ্রত সেখানে—
বর ও অভয়ের কৃতিপ্রেরণা নিয়ে। ১০৭।

প্রকৃষ্ট চলনকে অভিঘাত ক'রে
যা'রা প্রার্থনা ক'রে
কেল্লা ফতে করতে চায়,—
প্রার্থনা কি সেখানে
অর্থ বহন ক'রে থাকে ?
সার্থকতায় কি আসে ? ১০৮।

তুমি যাজনই কর,
আর প্রার্থনাই কর,—
তা' যতক্ষণ
বাস্তব কর্ম্মের মধ্য দিয়ে
ফুটন্ত না হ'য়ে উঠল—

সমস্ত পরিবেশকে স্পর্শ ক'রে,—
ততক্ষণ তা'
অর্থান্বিতই হ'য়ে উঠবে না। ১০৯।

প্রার্থনা যদি
শরীর-মন-চিন্তা-চলন—
কৃতিসম্বেগের ভিতর-দিয়ে
উদ্ভাসিত না হয়—
বিহিত পর্য্যায়ে
সার্থক সঙ্গতিতে,—
সে-প্রার্থনা
ক্লীবই হ'য়ে থাকে। ১১০।

প্রার্থনা মানেই হ'চ্ছে—
প্রকৃষ্টভাবে
সার্থক অনুচলনে চলা,
প্রার্থনা-পদ্ধতি মানেও হ'চ্ছে—
সার্থক অনুনয়নে
অনুনীত হওয়া—
আবেগ-উচ্ছল আহুতিতে ;
তাই, সার্থক হও,
সাম্য-অনুচলনে চল,—
শরীর, মন ও কর্ম্মের
সমান্তরাল অনুগতি নিয়ে। ১১১।

বিগ্রহের বাস্তব গুণবিভাকে
অনুশীলন ক'রে
তাঁতে শ্রদ্ধান্বিত প্রশংসার ভিতর-দিয়ে
অধিগতির ভিতর-দিয়ে

তদনুগ কৃতি-চলনের ভিতর-দিয়ে
তোমার চরিত্রকে যদি
বিভবান্বিত ক'রে তুলতে না পারলে,
বুঝে নিও—
তুমি ঐ বিগ্রহতপা নও
বা হওনি,
বিগ্রহ-পূজা তোমার
ব্যর্থই হয়েছে,
অর্থাৎ, ঐ বিগ্রহের প্রতি
তোমার আগ্রহ-উদ্দীপ্ত
উদ্যমী অনুরাগ
অনুশীলনায় উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে
যা'তে তোমার চরিত্রকে
ঐ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ক'রে তুলতে পারে—
তা' করনি। ১১২।

বিভূতি যা'ই হো'ক না কেন,
বিভুই যদি তা'তে
অনুস্যূত না থাকেন—
সে-বিভব অভাবেরই ইন্ধন ছাড়া
আর কী? ১১৩।

যা'রা
নিজেকেই নিজের উপাস্য ভাবে,
বা ঈশ্বর ভাবে,
তা'দের প্রবৃত্তি বিনায়িত নয়—
অনুচর্য্যী অর্থনা নিয়ে,
প্রবৃত্তিই তা'দের উপাস্য হ'য়ে থাকে
সাধারণতঃ। ১১৪।

যা'দের ভাববৃত্তি
ইষ্টার্থে রঙ্গিল হ'য়ে
স্হির হ'য়ে ওঠেনি,—
তা'দের দেবতা-প্রতিষ্ঠা ক'রে
সেবাইতের কাজ করা ভাল নয়,
কারণ, তা'রা সাধারণতঃ
ওর ভিতর-দিয়ে
প্রবৃত্তির ইন্ধন সংগ্রহ ক'রে থাকে,
এবং তা'তে
তা'রা বা তা'দের পরিবেশের কেউই
সাত্বত কল্যাণের
অধিকারী হয় না। ১১৫।

সবাই ক্ষমা পাবে—
তা' তা'রা যেমনতর অপরাধেই
অপরাধী হো'ক না কেন,
কিন্তু ক্ষমা পাবে না তারাই—
যা'রা পবিত্র সত্তাকে
অবমানিত করে,
অবলাঞ্ছিত করে,
—তা' কখনও নয়। ১১৬।

তুমি যে দাম্ভিক অভিমানে
মদগর্ব্বী আত্মম্ভরিতা
বা দুর্ব্বিনীত সন্দেহ-পরবশ হ'য়ে
তোমার আচার্য্যকে অবজ্ঞা করেছ,—
ত্রিভুবন ঘুরে বেড়াও,
যেখানেই যাও
আর, যা'কেই ধর,—

সেই আচার্য্যে
যতদিন প্রণত হ'য়ে
তাঁকে নন্দিত না ক'রে তুলছ,
ঐ দম্ভদৃপ্ত আত্মম্ভরি অভিমান
শাতন-সম্বেদনায়
বহু বেশে
তোমাকে প্রতিহতকাম করবেই কি করবে,
সাবধান !
মুক্ত হও। ১১৭।

অভিদীপ্ত তপস্যা হ'তে
সত্য ও ঋতের উদ্ভব,
আর, এই সাত্বত অনুচলন
যেখানে যত প্রবুদ্ধ,—
ঋদ্ধিও সেখানে তত পরিপুষ্ট,
আর, ঋদ্ধি মানেই বৃদ্ধি। ১১৮।

যা'রা শান্তি-সংস্থাপক,
মিলন-প্রবর্ত্তক যা'রা,—
ঈশ-সন্ততি ব'লে
অভিহিত হ'য়ে থাকে তা'রাই,
অভিবাদিত হ'য়ে থাকে তা'রাই,
আর, তা'রাই ধন্য। ১১৯।

স্বর্গরাজ্য একটা জীয়ন্ত দম্বল,—
যা'র এক কণাও
বৃহত্তর পরিবেশ কেন,
ভর-দুনিয়াকে
স্বর্গে পরিণত ক'রে তুলতে পারে—

উপযুক্ত অনুচর্য্যী অনুনয়নী
নিয়ন্ত্রণার ভিতর-দিয়ে। ১২০।

আরো বলি—
স্বর্গরাজ্য একটা অতুলনীয়
মণিমাণিক্য,
তা' যে-কোন ময়দানে
প্রোথিত থাক্—
যদি কেউ তা' জানতে পারে—
তবে যা'-কিছু সব বিক্রি ক'রেও
সঙ্গোপনে তা' কিনে থাকে,
কারণ, ঐ ময়দানে প্রোথিত যা'—
তা' যা'-কিছু অর্থের পরম অর্থ। ১২১।

আরো শোন—
স্বর্গরাজ্য একটা জালের মত,
এই ভবসমুদ্রে
তা' নিক্ষেপ ক'রে
তা'কে কিনারায় টেনে আনলে
বহুবিধ দ্রব্যই
পাওয়া যেতে পারে ;
যা' তোমাতে অর্থান্বিত হয়—
সেগুলিকে রাখ,
আর, যা' অপ্রয়োজনীয়—
তা'কে ফেলে দাও,
কিংবা উপযুক্ত ক্ষেত্রে
বিহিতভাবে নিয়োজিত কর,
যা'তে সেগুলি
শুভ-ফলপ্রসূ হ'য়ে উঠতে পারে। ১২২।

এ দুনিয়ায় ঐশ্বর্য্য বা সম্পদ্—
আহরণেই মত্ত থেকো না,
যা' বহুরকমে নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে,
তোমার সম্পদ্ বা ঐশ্বর্য্য
তোমার ব্যক্তিত্বেই নিহিত থাকুক—
সুকেন্দ্রিক প্রীতি-বিনায়নে
সুব্যবস্থ হ'য়ে,
বোধায়নী চারিত্রিক দ্যুতি
বিকিরণ ক'রে,
আর, তা' স্বর্গীয় ;
এ ভান্ডার স্বর্গেই সঞ্চিত থাকে—
যা' কখনও কোনরকমে
নষ্ট হয় না ;
সম্পদ্ যেখানে—
লোকের অন্তঃকরণও
সেখানেই প'ড়ে থাকে,
যদি অমনতর কর—
সুকেন্দ্রিক প্রীতিপ্রেরণা-সম্বুদ্ধ হ'য়ে,—
প্রিয়তেই তোমার মন নিবদ্ধ থাকবে,
যা'তে তোমার
ঐহিক ও পারত্রিক যা'-কিছুই
বরেণ্য-প্রসাদমন্ডিত-হ'য়েই রইবে। ১২৩।

যা'রা শুধুমাত্র
'ঈশ্বর' বা 'ভগবান ভগবান' ক'রে
ঘুরে বেড়ায়,
তা'রা যে স্বর্গে সংস্থ হ'য়ে থাকবে—
তা নয় কিন্তু !
কিন্তু ঈশ্বর বা প্রিয়পরমের ইচ্ছার
আপূরণী তৎপরতায়

কৃতিসম্বেগ-সম্বুদ্ধ হ'য়ে
নিষ্পন্নতার অভিযান নিয়ে
যা'রা চলবে—
তাঁ'রই মনোজ্ঞ অনুচলনে,
অচ্যুত নিরন্তরতায়,—
স্বর্গ তা'দের স্বতঃ-সন্দীপ্ত ;
যা'রা প্রিয়পরমের কথা শোনে,
বোঝে,
করে—
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত সক্রিয়
আবেগ নিয়ে,—
তা'রা পাহাড়েই তা'দের
গৃহ নির্ম্মাণ ক'রে থাকে,
যত ব্যত্যয়-বিপর্য্যয়ই আসুক না কেন—
সে গৃহ তা'দের অটুটই থেকে যায় ;
কিন্তু যা'রা শোনে,
করে না,—
তা'রা
বালুচরেই গৃহ নির্ম্মাণ ক'রে থাকে,
যে-কোন প্লাবনে
তা' ধ্বংসে যেতে কিছুই লাগে না। ১২৪।

তোমার লাখ পাওয়াকে
তাঁ'রই পূজার
অর্ঘ্য ক'রে
পূজারীর মত
সুনিষ্ঠ সেবায়
সক্রিয় হ'য়ে চল,
আপূরিত, আপূজিত হওয়ার
আশীর্ব্বাদই ঐখানে। ১২৫।

ভর-দুনিয়াটাকেও যদি পাও,
আর নিজের সত্তাকে হারিয়ে ফেল—
এ পাওয়ায় লাভ কী ?
আর, সত্তার সাথে সমান হ'তে পারে—
দুনিয়ায় এমনই বা কী আছে ?
সত্তার সংস্থিতি যিনি
তিনিই বরেণ্য । ১২৬ ।

সম্যক্‌ভাবে চল,
সম্যক্‌ অর্জ্জী হও,
সম্যক্‌ স্থিতিলাভ কর,
সম্যক্‌ভাবে পাও—
তোমার প্রেয়-প্রবর যিনি,
শুভসুন্দর যিনি,
তাঁরই চিত্তরঞ্জনী অনুবেদনায় ;
আর, সব চলা,
সব অর্জ্জন,
সব স্থিতি
ও সব প্রাপ্তির
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
শুভ-সুন্দরে বিনায়িত হও,
আর, স্বর্গ-লাভ হ'চ্ছে এই-ই । ১২৭ ।

তোমার প্রিয়পরমকে
উপচয়ী গৌরবদীপ্ত
ক'রে তুলতে পার
যা'তে যেমনতর,—
তাই-ই তোমার সাত্ত্বিক-শ্রেয়
তেমনি । ১২৮ ।

প্রিয়পরম ব'লে থাকেন—
আমি বাস্তব-নিশ্চয়ে বলছি—
একটা উটের
সূচের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে
গলিয়ে যাওয়া বরং সহজ,
কিন্তু ধন-দাম্ভিক ধনীদের
স্বর্গরাজ্যে ঢোকা কঠিন। ১২৯।

প্রিয়পরমকে ভালবাস,
তোমার যা'-কিছু আছে
সব দিয়ে তাঁ'রই সেবা কর—
তাঁ'রই শুভ-সম্বর্দ্ধনায়,
পরিবেশকে ভালবাস—
তিনি চান যেমনতর তেমনি ক'রেই,
তাঁ'র মনোজ্ঞ হবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষায়,
তোমার বৈশিষ্ট্যানুগ সম্ভাব্যতা নিয়ে,
স্বস্তির অধিকারী হও,—
আর, এই-ই হ'চ্ছে ধর্ম্মের
বাস্তব ধৃতি-ভূমি। ১৩০।

ঈশ্বরই হউন—
আর প্রিয়পরমই হউন—
তাঁ'কে পরীক্ষা করতে যেও না,
লুব্ধ করতে যেও না তাঁ'কে,—
আশীর্ব্বাদে বঞ্চিত হবে। ১৩১।

তুমি যে-ই হও না কেন,
ঠিক জেনো—

ঈশ্বরই তোমার একমাত্র উপাস্য,
আর, তাঁ'রই জীয়ন্ত বেদীমূলে
প্রিয়পরমের চরণবেলাভূমিতে
তাঁকেই উপাসনা কর,—
সার্থক হবে। ১৩২।

প্রিয়পরমে অনুক্রিয় অনুরাগদীপ্ত হও,
আর, এই ভবসাগরে যা'রা
হাবুডুবু খাচ্ছে—
তোমার চারিত্রিক জাল বেষ্টন ক'রে
তা'দের উত্তোলন কর—
বাক্য ও ব্যবহারের সুষ্ঠু সংকর্ষণে,
আর, তা' শিক্ষা কর—
ঐ প্রিয়পরম-নিদেশ-অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে। ১৩৩।

মানুষের সংস্কার
সংন্যস্ত হ'য়ে বিন্যস্ত হয় তখনই—
প্রেয় যা'র জীবনকেন্দ্র হ'য়ে ওঠেন,
জীবন-দাঁড়া হ'য়ে ওঠেন,
তাঁ'র জীবন-বিশ্বের যা'-কিছু নিয়ে
সে যখন তাঁ'র শুভ-অনুচর্য্যা-নিরত
হ'য়ে থাকে—
অশুভকে বর্জ্জন ও নিরোধ ক'রে
সব দিক্-দিয়ে
সব রকমে ;
সে ওজোদীপনায় উৎসাহান্বিত
হ'য়েই থাকে—
উল্লাস ও অবসাদের ভিতর-দিয়েই
চলস্রোতা থেকে। ১৩৪।

প্রাচীনকে যদি
বর্ত্তমান প্রিয়পরমে
সমাহিত করতে না পার—
সার্থক সঙ্গতিশীল অনুক্রমণায়,
কিংবা ঐ বর্ত্তমানকে উল্লঙ্ঘন ক'রে
ইষ্ট বা আদর্শ-অন্তর যদি সৃষ্টি কর,
তোমার দ্বৈধ-নিষ্ঠা
বোধ-বিন্যাসে ফাটল সৃষ্টি ক'রে
তোমাকে বিপর্য্যস্ত করবেই কি করবে—
তা' যেদিক্-দিয়েই হো'ক। ১৩৫।

পুরুষোত্তম-প্রীতির জন্য
যা'রা নির্য্যাতিত হ'য়ে থাকে,
নিন্দিত হ'য়ে থাকে,
কটূক্তির স্ফুলিঙ্গ-বিদগ্ধ হয়,—
তা'রা ধন্য,
কারণ, প্রেয়ার্থ-বিনায়নে
তা'দের ব্যক্তিত্ব
শ্রেয়-উৎসারণায় উচ্ছল হ'য়ে চলবে। ১৩৬।

ক'রে বাঁচ,
আর, তা'কে বিকীর্ণ ক'রে তোল
প্রত্যেক অন্তরে,
কীর্ত্তনের তাৎপর্য্য ওই-ই। ১৩৭।

পুরুষোত্তমের—
আচার্য্যের গুণমহিমা
মনন কর,
কীর্ত্তন কর,

স্বভাব ও সম্বোধনায়
প্রতিফলিত ক'রে তোল তা'কে,
যা'তে আচার-ব্যবহারে
সেগুলি ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে তোমাতে :
মনন ও করণহারা কীর্ত্তন কিন্তু
ক্লীব ;
এমনি ক'রেই
তুমি ঈশ্বরে—
ঈশ্বর-অভিষিক্ত আচার্য্যে—
অভিষিক্ত হ'য়ে ওঠ,
আর, তোমার এই অভিষেক যেন
তোমার পরিবেশকেও
অভিদীপ্ত ক'রে তোলে ;
এমনি ক'রেই তুমি
সবার অন্তরে
সার্থক হ'য়ে ওঠ,
আর, এই সার্থকতা সবাইকে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলুক—
সাত্বত সব দিক্-দিয়ে। ১৩৮

অভিবাদন কর সবাইকে—
সশ্রদ্ধ অনুচর্য্যা নিয়ে,—
যেখানে যেমন প্রয়োজন
ও সমীচীন তোমার পক্ষে,
মাথা বিকিয়ে দিও
তাঁ'রই চরণে—
যিনি তোমার প্রিয়পরম,
পুরুষোত্তম যিনি,
আর, তিনিই তোমার জীবন-যষ্টি,
তাঁ'রই অনুশাসনতপা হ'য়ে
সেই অনুশীলনে চলতে থাক তুমি,

যা'র কাছে যতটুকু সাহায্য পাও—
কৃতজ্ঞতার সহিত অভিবাদন কর
তা'কে,
মনে যেন থাকে—
যে-মাথা তাঁ'র চরণে
বিকিয়ে দিয়েছ—
সে-মাথা তাঁ'রই,
আর, যখনই তিনি আসুন তাঁ'রই,
আর, তিনিই
পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুদেরও গুরু। ১৩৯।

বিকৃত চলন
বিকারই সৃষ্টি ক'রে থাকে,
আর, তখন থেকে
কৈবল্যও ক্রমশঃ অপসারিত হ'তে থাকে ;
কৈবল্য মানেই হ'চ্ছে—
প্রিয়-অনুধ্যায়িনী
একায়িত অনুচলনে
সার্থক সঙ্গীতি নিয়ে
ব্যাপৃত হ'য়ে চলা। ১৪০।

তুমি ইষ্টে অর্থাৎ আচার্য্যে
সুসঞ্জাত হ'য়ে ওঠ,
নবীন-জীবন লাভ কর—
তাঁ'র প্রতি
শ্রদ্ধোচ্ছল অনুসেবনী অনুচর্য্যায়,
তাঁ'রই মনোজ্ঞ আত্মবিনায়নে,
অনুশীলনী তৎপরতা নিয়ে ;
এমনি ক'রেই "আচার্য্যদেবো ভব,"

আর, এমনতর হওয়াই
প্রাপ্তির জননী। ১৪১।

তুমি যদি লাখ দৈন্য-জর্জ্জরিত হও,
তবুও সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থপরায়ণ
অনুরতি-উচ্ছল হ'য়ে থাক—
তোমার যা' জোটে
তা'র উপর দাঁড়িয়ে,
চল, কর, বল—
তাঁ'রই উপচয়ী অনুবর্ত্তনায়
নিজেকে নিয়োজিত ক'রে,
দেখবে—
তোমার হৃদয় ভরপুর রইবে,
কষ্ট তোমাকে
জর্জ্জরিত ক'রে তুলতে পারবে না,
তুমি উচ্ছল লাস্য-নন্দনায়
উচ্ছ্বসিত হ'য়েই চলতে থাকবে—
উপচয়ী অনুক্রিয় তৎপরতায়,
ঐশ্বর্য্য তোমাকে সেবা করতে
আগ্রহ-উদ্দীপনায় অনুসরণ করতে
একটুও কসুর করবে না। ১৪২।

সুনিষ্ঠ শ্রদ্ধার সহিত
শ্রেয়ানুচর্য্যায় আত্মোৎসর্গ করাই হ'চ্ছে—
সবারই জীবনের মুখ্য কাম্য
ও প্রধান সম্পদ্—
যা'তে জীবন কৃতবিদ্য
ও কৃতার্থ হ'য়ে ওঠে ক্রমশঃ
সর্ব্বতোভাবে ;
—তুমি তা'ই কর,
ভুলো না। ১৪৩।

ইষ্টের ইচ্ছা যদি
তাঁর নিজের সাত্বত সংস্থিতির
অন্তরায় হয়,
তা'র পরিপালন যেমন
তাঁর সাত্বত প্রতিষ্ঠার অন্তরায়,
তেমনি তোমার নিজেরও ;
শ্রদ্ধা বা প্রীতির লক্ষণই হ'চ্ছে—
প্রিয়ের সাত্বত সংস্থিতির
দায়িত্ব নিয়ে চলা—
সুনিষ্ঠ হ'য়ে ;
আর, শ্রদ্ধা মানেই হ'চ্ছে—
বাস্তব সত্তা বা সংস্থিতিকে
ধারণ করে যা'। ১৪৪।

তোমার প্রচেষ্টা যখন
তোমার ইষ্টকে বাঁচায়,
তাঁকে উপচয়ী ক'রে তোলে,
প্রতিষ্ঠা-প্রদীপ্ত ক'রে তোলে,—
সেই বাঁচানো,
সেই উপচয়ী ক'রে তোলা,
সেই প্রতিষ্ঠা-প্রদীপ্ত ক'রে তোলার
ভিতরই কিন্তু
দুনিয়াকে বাঁচানো, বাড়ানোর বীজ
নিহিত ;
উদ্যতকর্ম্মা হও,
অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ তা'তে,
দেখবে—
একদিন তা' দুনিয়ায় ছড়িয়ে গিয়ে
কত জীবনের জীবন হ'য়ে উঠবে,
তা'র ইয়ত্তা নাই ;

তাই বলি—
"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"
গীতার কথায় তাই
"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"
শরণং ব্রজ মানে—আমাকে বাঁচিয়ে চল,
"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" ১৪৫।

নিষ্ঠানন্দিত হ'য়ে থাক—
বাক্যে, ব্যবহারে, অনুচর্য্যী আপ্যায়নায়,
ভূতের কিল খাবে কমই,
ভূত মানেই হ'চ্ছে—
বিগত সঞ্চিত কর্ম্মানুগ চলন,
অর্থাৎ পরামৃষ্ট বৃত্তি,
যা' শুভ-নিষ্ঠাকে ব্যাহত ক'রে তোলে। ১৪৬।

যখন তুমি কোনপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত কর,
বা উপবাস কর,
লোকের কাছে ঢাক বাজিয়ে
তা' বিজ্ঞাপিত করতে যেও না,
যেখানে যেটা যেমনভাবে
করতে হয়,
তা'ই ক'রো—
বিহিতভাবে,
এমনতর বৈধী-করাই
ঈশ্বরের প্রসাদ আবাহন করতে পারে। ১৪৭।

ইষ্টভৃতি তোমার
প্রাত্যহিক মঙ্গল-যজ্ঞ,

আর, বিহিত ইষ্টভরণী
অনুচর্য্যাই হ'চ্ছে—
মাঙ্গল্য-উৎসারণা। ১৪৮।

প্রত্যহ ইষ্টভৃতি ক'রো—
অতি প্রত্যূষে
বিনা সর্ত্তেই
যথাশক্তি যেমন তোমার জোটে
তা'ই দিয়েই,—
তাঁ'রই যথেচ্ছ ব্যবহারের দরুন,
তোমার উপস্থিতবুদ্ধি সজাগ থাকবে,
স্বতঃ-সন্দীপনী সতর্ক সন্ধিৎসায়
নিজেকে সুবিনায়িত ক'রে
অনেক জঞ্জাল এড়িয়ে চলতে পারবে
দুনিয়ায় ;
এই ইষ্টভৃতি হ'তে যে বা যা'রা
তোমাকে বিরত করবে,
ঠিক জেনো—
সে বা তা'রা
তোমার শত্রু। ১৪৯।

যিনি প্রিয়পরম,
ইষ্ট যিনি,
শ্রেয়-প্রেয়-প্রবর যিনি,
যিনি জীবনের মূর্ত্ত কল্যাণ,
অন্তরের আবেগ-উৎসারণার সহিত
সক্রিয় তৎপরতায়
তাঁ'র ভরণপোষণী অনুধ্যায়িতায়
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত আকৃতি নিয়ে
স্বতঃপ্রবৃত্ত নিয়োজনায়

প্রত্যুষে আহ্নিক-কৃত্য সমাপনান্তে
নিজে কোন-কিছু আহার করবার পূর্ব্বে
তাঁ'র জন্য উদ্‌গ্রীব তৃপণা নিয়ে
বাস্তব যা'-কিছু উৎসর্গ করা যায়,—
তাই-ই ইষ্টভৃতি—
জীবনযজ্ঞের দৈনন্দিন
প্রথম প্রাণস্পর্শী আহুতি। ১৫০।

ইষ্টভৃতি তোমার দৈনন্দিন জীবনে
মঙ্গল-অর্ঘ্য,
আর, তা' যত শ্রদ্ধোচ্ছল অনুচর্য্যায়
নিখুঁতভাবে করতে পারবে—
তুমিও মঙ্গল-বিনায়িত হবে
তেমনতর ;
এই ভরণ-নৈবেদ্য
যা' ইষ্টকে নিবেদন করেছ—
তা' তাঁ'রই ভরণ-পোষণার জন্য
তাঁ'কেই দান করেছ,
তোমার জীবনপোষণা যদি
তা'তে নির্ভরশীল হ'য়ে ওঠে—
তা'র চাইতে মর্য্যাদাহানিকর
তোমার কাছে কিছু নয়কো,
ঐ লোলুপতা পাতিত্যেরই স্রষ্টা,
নেহাত অপারগ না হ'লে
তোমার পূরণ-পোষণের জন্য
তা' গ্রহণ করতে যেও না,
ঐ পোষণ-প্রলোভন-মুষ্টতা
তোমার সাত্ত্বিক বর্দ্ধনাকে
ক্লীবই ক'রে তুলবে,
তুমি ইষ্ট-অনুজ্ঞাবাহী
হ'তে পারবে কমই—

তাঁ'র অস্তিত্বকে আপনার ক'রে নিয়ে,
স্বার্থ-চাহিদাই প্রবল হ'য়ে উঠবে—
একটা লুব্ধ নিরতি নিয়ে,
—ঐ প্রীতিমৃষ্টতা কিন্তু
অভাবেরই স্রষ্টা । ১৫১ ।

ইষ্টার্ঘ্য—
তা' ইষ্টভৃতিই হো'ক
বা স্বস্ত্যয়নীই হো'ক,
বা ইষ্টার্থে সংগৃহীত যা'ই কিছু
হো'ক না কেন,
তা' সংগ্রহে ও ইষ্ট-নিবেদনে
তুমি যেমনতর ব্যত্যয়ী ও ব্যতিক্রমদুষ্ট,—
তোমার জীবনচলনাও
অমনতরই এলোমেলো,
বিশেষতঃ বিপর্য্যয়-নিরোধী
সন্ধিৎসা ও ক্ষমতা
বা উন্নতির অগ্রগতি-সম্বন্ধীয় চলনাও
তেমনই বিক্ষুব্ধ,
দক্ষকুশল অনুগতিও অমনতর ঝাপসা,
জীবনও পরাক্রমহারা তেমনি । ১৫২ ।

স্বস্ত্যয়নীর পাঁচটি নীতিকে
কখনও
বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলো না,
তোমার জীবন-চলনায়
এস্তামাল ক'রে নাও
ওগুলিকে,

আর, ভক্তি-উচ্ছল অনুনয়নে
নিখুঁতভাবে সেগুলিকে
নিষ্পন্ন ক'রে চল,—
স্বস্তির পথ খোলাই রইবে
তোমার সম্মুখে। ১৫৩।

দক্ষিণা দিতে
কখনই তোমার
পারগতাকে ক্ষুণ্ণ ক'রো না,
বরং আগ্রহদীপ্ত উপচয়ী
যত হ'তে পার—
তাই-ই ভাল ;
দক্ষিণার পারগতাকে বর্দ্ধিত না ক'রে—
ক্ষুণ্ণ করলে—
দক্ষতাও দীনই হ'য়ে চ'লে থাকে
প্রায়শঃ। ১৫৪।

যজন-যাজন
যা'দের ভিতর অন্তরাস-সলীল
হ'য়ে ওঠেনি—
ইষ্টার্থ-অনুদীপনায়,
বাক্য-ব্যবহারের
সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়নী তৎপরতা নিয়ে,—
তা'দের অনুচলন
অধঃক্রমণের দিকেই চলতে থাকে
প্রায়শঃ—
বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া। ১৫৫।

পিতৃপিতামহের কল্যাণ-কামনায়
সাংস্কৃতিক আনুষ্ঠানিক
শুচিতার ভিতর-দিয়ে

যখনই তাঁদের উদ্দেশ্যে
আমরা সাধ্যমত কিছু দান করি—
স্মরণ করি,—
আমাদের অন্তর্নিহিত স্মৃতিচেতনাও
তা'র ভিতর-দিয়ে জাগ্রত হ'য়ে
আমাদের আভিজাত্য ও ঐতিহ্যকে
সজাগ ক'রে রাখে ;
এ ছাড়া, অন্য-কিছু হো'ক
আর নাই হো'ক,
ঐ ঐতিহ্য ও আভিজাত্য
যা' আমাদের জীবনকে
বৈশিষ্ট্যে বিনায়িত ক'রে
বিধৃত ক'রে রেখেছে—
তা' ভেঙ্গে গিয়ে
আমাদের বিপথে পরিচালিত করতে পারে
কমই,
তাই, স্মারক অনুষ্ঠান বা শ্রাদ্ধাদির
বিশেষ উপকারিতা সেইখানে—
এর অন্তর্নিহিত সার্থকতা
আর কিছু থাক্ বা না-থাক্ । ১৫৬ ।

তুমি যে-উপাসনাই কর না কেন,
উপাস্য-অনুগ গুণ ও চলনাকে
তোমাতে আবাহন ক'রে
তদনুগ চলনে
তোমার চরিত্রকে যদি
রঙিল ক'রে না তুলতে পার
বা না তোল—
ঐ উপাস্যের সঙ্গতিশীল
সার্থকতা নিয়ে,

ঐ তাঁতে নিষ্ঠা-উদ্দীপ্ত
প্রণিধানের সহিত,
প্রীতি-পরিচর্য্যায়
তোমার আমান ব্যক্তিত্বকে
ঐ তাঁতেই বিনায়িত ক'রে,—
তোমার উপাসনা কি ব্যর্থ হবে না ? ১৫৭।

ঈশ্বর বা প্রিয়পরমের
ভাবালু অর্চ্চনা
লাখ কর না কেন,
সক্রিয় তৎপরতায়
তোমার উপাসনার উদ্দেশ্যকে
বাস্তবে মূর্ত্ত ক'রে যদি
তুলতে না পার,—
সে-অর্চ্চনা
বাস্তবে অর্চ্চিত হ'য়ে
অর্জ্জন-সৌষ্ঠবে
সুমূর্ত্তই হ'য়ে উঠবে না—
উপাদান ও উপকরণের
শুভ-বিনায়নায় ;
তাই, উপাসনা যদি তোমার
উপযুক্ত অনুশাসন-বিনায়িত হ'য়ে
লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত ক'রে না তোলে,—
অমনতর অব্যবস্থ উপাসনা কিন্তু
বিলক্ষণ অনাসৃষ্টিরই
আমদানি ক'রে থাকে প্রায়শঃ। ১৫৮।

শ্রেয়-আশ্রয়-আসক্তি
তোমার জীবনে যেন
অদম্য অটুট হ'য়ে থাকে,

তোমার অশ্রেয় আচরণ
কখনও যেন তা'কে
ক্ষুব্ধ ক'রে না তোলে ;
শ্রেয়তমে পুরশ্চরণ কিন্তু
শ্রেয়-বর্জ্জন নয়কো,
বরং তাঁ'র আপূরণীই হ'য়ে থাকে তা',
ওঁতে তোমার অন্তঃস্থ যোগাবেগকে
সুনিবদ্ধ ক'রে ফেল,
যে-নিবন্ধনা কেউ কিছুতেই
ছিন্ন করতে না পারে—
স্বার্থ-সংক্ষুব্ধ প্রবৃত্তিকে
উস্‌কে দিয়ে
সটান বা ক্ষুদ্র কুটিল সংঘাতে। ১৫৯।

ইষ্টই হউন,
আর, শ্রেয়-প্রেয়ই হউন,
তাঁ'র চাহিদা বা মনোজ্ঞ চলনের
লেশমাত্র অসমর্থন যদি
তোমার অন্তরে বসবাস করে,
স্বার্থ-সংক্ষুব্ধ চাহিদার প্রত্যাদেশের
লেশমাত্রেও
যদি মুহ্যমান হও,
তোমার অন্তরে
আবেগদীপ্ত উৎসারণা
সক্রিয় স্রোত-চলনায়
চলন্ত হ'য়ে চলবার খাঁকতি
তোমাতে সংরক্ষিত হ'য়েই থাকবে—
বাক্য, ব্যবহার ও চলনায়
বিকৃতি সৃষ্টি ক'রে,
আর, কর্ম্মভূমিতে

বিচরণ-তৎপরতার বোধ
ও কুশলকৌশলী দৃষ্টি
তেমনতরই
দুর্ব্বলতাসম্পন্ন হ'য়ে থাকবে ;
কৃতি-চলনায় কৃতকৃতার্থ হবার
তোমার এই অন্তঃস্থ অন্তরায়
উদ্দীপনী স্বতঃ-নিষ্পন্নতার বৈরী হ'য়ে
তোমাকে কৃতকৃতার্থ হ'তে দেবে না,
উন্নতির আবেগ-আসন হ'তে
তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে
পূতি-পঙ্কিল হতাশায়
নিমজ্জিত রাখতে
কসুর করবে কমই। ১৬০।

তোমার শ্রেয়ই হো'ন,
প্রেয়ই হো'ন,
আচার্য্য বা ইষ্টই হো'ন,
যিনি তোমার জীবনের মুখ্য কেন্দ্র,
তাঁ'র কোন নির্দেশ
সমীচীনভাবে
উপযুক্ত ত্বারিত্যে
নির্ব্বাহ ও নিষ্পন্ন করতে
যদি না পার—
উপযুক্ত আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে,
সক্রিয় তৎপরতায়,
বিহিত হৃদ্য চলনে,—
ঠিক জেনো—
জীবনের একটা মহান্ সুযোগ তুমি হারালে,
এবং ভবিষ্যতেও হারাবার সম্ভাবনা
বেশী ;

ঐ নিৰ্ব্বাহ তোমাকে
যেমন ক'রে বহন করত পারত—
তা' আর সহজে পারবে না,
কারণ, তুমি তা'কে
অর্থাৎ অন্তর্নিহিত
আগ্রহ-উচ্ছল উদ্দীপনাকে
অন্যায্য ব্যবহারে খঞ্জ ক'রে তুলেছ—
নিজেরই স্বার্থান্ধ চাহিদা-সংঘাতে। ১৬১।

দুর্ভাগ্য তা'রা,
দূরদৃষ্ট তা'দের
যা'রা অত্যাজ্য ইষ্টনিষ্ঠা নিয়ে
সদ্‌গুরু বা আচার্য্য-নিষ্ঠা নিয়ে
তঁদনুপ্রাণনায়
স্বতঃ-প্রাণতায়
ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে
আপ্রাণ হ'য়ে
তাঁ'রই অনুমোদিত কৃষ্টিতে
অনুশীলন-তৎপর হওয়ার
কৃতি-চলনে
আগ্রহদীপ্ত লালসায়
নিজেকে অভিষিক্ত ক'রে তুলতে পারে না—
সশ্রদ্ধ আকূতি নিয়ে,
আগ্রহ-উদ্দীপনায়,—
যা'র ব্যক্তিত্বে
যেমনতর সম্ভব—
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক। ১৬২।

যা'রা অগ্নিমুখ অর্থাৎ আচার্য্যকে বাদ দিয়ে
শূন্য বা অগ্নিশিখাকে

চিন্তা করে,
মনন করে,—
তা'রা বিকারগ্রস্তই হ'য়ে ওঠে,
কারণ, ইষ্টানুসেবনায়
অনুশীলন-তৎপর না থেকে
তা'দের প্রবৃত্তিগুলি
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
বিনায়িত না হ'য়ে
বিচ্ছিন্নই হ'য়ে ওঠে—
একটা বিভট ধারণায়
অভিভূতি লাভ ক'রে ;
দক্ষনৈপুণ্যের নিটোল টানে
তা'দের বোধি অর্থান্বিত হ'য়ে
সঙ্গতিলাভ করে না ব'লে—
ছন্নমতি, বিচ্ছিন্ন ও ব্যতিক্রান্ত হ'য়ে
দিন কাটাতে হয় তা'দের,
সুষ্ঠু কৃতি-প্রদীপ্ত আচার্য্যে
অনুগতিসম্পন্ন হ'য়ে চলা
একটা উদ্ভট ব্যাপারই হ'য়ে থাকে
তা'দের কাছে ;
কৃতিদীপ্ত ব্যক্তি-চরিত্রই
মানুষের চরিত্রকে
বিনায়িত ক'রে তুলতে পারে। ১৬৩।

তোমার সত্তা যতক্ষণ সজাগ—
ততক্ষণই আছে অধিগমন-ইচ্ছা,
আছে ইন্দ্রিয়াদির সজাগ সন্ধিৎসু
অনুচলন,
সতর্ক অনুদীপনা,
বেঁচে থেকে বেড়ে চলার

উদ্দীপ্ত আকৃতি,
আয়ত্তে এনে আত্মপোষণায়
নিয়ন্ত্রিত করবার অন্তঃপ্রবোধনা,
আর, এর ভিতর-দিয়েই আসে
বর্দ্ধনার সামপদক্ষেপ ;
তাই, নিষ্ঠানন্দিত অনুচলনে চল,
ধারণ-পালনার আবেগ-উদ্দীপ্ত
সক্রিয়তায়
ধৃতি অর্জ্জন কর ;
বেঁচে থাক,
বেড়ে চল,
আর, তোমার সাত্বত অনুচলন
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
ঐ পথে সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠুক। ১৬৪।

তোমার চিত্ত ইষ্টার্থে
উদাত্ত উন্মুখতায়
নিয়োজিত না ক'রে—
অন্য প্রত্যাশ্যায়
হাজার ইষ্টের সঙ্গ কর না কেন,
সে-সঙ্গ তোমাতে
সঙ্গতিলাভ কিছুতেই করবে না,
আগ্রহ-আবেগে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
তাঁর চিত্তরঞ্জনী অনুবেদনায়
নিজেকে বিন্যস্ত ক'রে
কিছুতেই তুলতে পারবে না,
তাঁর বিষয়ে যা' বুঝবে—
যা' বলবে—
একটা ভ্রান্তির বিভ্রষ্ট বিবরণ ছাড়া

আর কিছুই হবে না তা',
তোমার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্
ঐ প্রত্যাশা-অনুরঞ্জিত থেকে
শুধু তাই-ই সংগ্রহ করবে,
একটা বেখাপ্পা বর্ণনার
অবতারণা করবে ;
যে ভ্রান্ত
সে ভ্রান্তিরই উদ্গাতা হ'য়ে থাকে। ১৬৫।

ধৃতি-পরিচর্য্যার ক্ষমতাই
যদি না থাকল,
তবে ধর্ম্ম কোথায় ? ১৬৬।

জীবনের ধর্ম্মই চেতনা,
বর্দ্ধনপর হ'য়ে চলা—
ধৃতিদীপনা নিয়ে,
আর, এই জীবনই
ঈশ্বরের পরম আশীর্ব্বাদ। ১৬৭।

ধর্ম্ম আচরণ কর,
অনুশীলন কর,—
নৈপুণ্য আপনি আসবে। ১৬৮।

ধর্ম্ম যেখানে
সত্তার ধৃতিপোষণী সার্থক সম্বর্দ্ধনায়
পরমকারুণিকে
উৎসারিত হ'য়ে উঠেছে,—
সে-ধর্ম্ম সবারই ধর্ম্ম। ১৬৯।

ইষ্টার্থপ্রদীপনী নির্দ্ধারিত কর্ম্মের
সুষ্ঠু নিষ্পন্নতাই হ'চ্ছে—
তা'র ধৃতি,
আর, ঐ ধৃতি যখনই
তোমার ও অন্যের অস্তি-বৃদ্ধিকে
ধারণ-পালনে সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলে,
তা' ধর্ম্ম্য। ১৭০।

ধর্ম্ম মানেই ধৃতিচলন,
ঐ ধৃতিচলন,—
অর্থাৎ যা'তে তুমি
স্বস্থ, সুন্দর, সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠ—
সমীচীন কৃতিপরিচর্য্যায়,
নিষ্ঠানিপুণ রাগদীপনায়
ও বিকশিত বোধদীপনায়,
এমন চলনই হ'চ্ছে—
ধর্ম্মপরিচর্য্যা ;
ধর্ম্মের বিকৃত উদ্‌যাপনই হ'চ্ছে—
অধর্ম্ম,
মনে রেখো কিন্তু। ১৭১।

নিজেকে ধারণ-পালন কর—
বিধানের সুবিনায়িত পোষণ দিয়ে,
স্বস্তির অধিকারী হও—
শরীর ও মনের
সঙ্গতিশীল নিয়ন্ত্রণ-তাৎপর্য্যে,
সপরিবার নিজেকে
আয়ুষ্মান ক'রে তোল,
আর, ঐ চলন

সমস্ত পরিবেশের ভিতর সুসিঞ্চনে
সবাইকে
তা'তেই অভিষিক্ত ক'রে তুলুক,
কৃতিচলনে তা'রাও যেন
অমনতর চর্য্যায় অভ্যস্ত হয়—
তা' সব দিক্-দিয়ে
সব রকমে,
সৌষ্ঠবনন্দিত স্বস্তি-সন্দীপনায় ;
জীবনের এই ধৃতির
সমীচীন পরিপোষণাই হ'চ্ছে
ধর্ম্মাচরণ,
আর, এর ব্যত্যয়ী যা'—
তাই-ই অধর্ম্ম ব'লে
আখ্যায়িত হয়। ১৭২।

একায়নী শিষ্টনিষ্ঠা
ধর্ম্মের প্রথম ভূমি,
ধর্ম্ম মানে—
সাত্ত্বিক ধৃতিতপা অনুশীলন,
বহুদর্শিতার সার্থক সাম-সঙ্গীত,
অভ্যাসে আত্মস্থ হওয়া ;
যেখানে শুধু কথা ও ভাবালুতা—
সেখানে ধর্ম্ম নেই,
আছে, কথা ও ভাবালু সন্দীপনা,
সেজন্য
সেগুলি জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠে না,
প্রেরণা-প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে না চলনে। ১৭৩।

অস্তিত্ব, তা'র উৎস ও পরিণতিকে
অস্বীকার করা, অবজ্ঞা করা

ও তা'তে নিয়োজিত না হওয়া
মূঢ়ত্বেরই লক্ষণ—
পাণ্ডিত্য সেখানে যতই থাক্ না কেন,
এর ফলে, অনুসন্ধিৎসা, আত্মনিয়ন্ত্রণ,
কৃতিদ্যোতনা ও উন্নতি
রুদ্ধ হ'য়ে যায় ;
কৃতি-নিয়োজনায়
একে মেনে চলাই
ধর্ম্ম-সন্ধিৎসা—
অর্থাৎ, ধারণ-পালন-পোষণ-পরিচর্য্যী
জিজ্ঞাসা। ১৭৪।

মনে রেখো—
ইষ্টায়িত অনুনয়নে
যোগ্য পরিচর্য্যায়
শুভ সু-সমাধানী আত্মপ্রসাদই
ধর্ম্মের প্রসন্ন আশীর্ব্বাদ—
তা' যেখানে যেমন যা'ই কর না কেন ;
পরমার্থের পথই তো ঐ। ১৭৫।

যেমন ক'রে যা' যা'কে
ধ'রে রাখে—
বাস্তবে বিশেষিত ক'রে,
তা'ইতো তা'র ধর্ম্ম ;
ধর্ম্মটা কি হাওয়ার লাড়ু
যে যা' ভাববে তা'ই হবে ?
এই সাত্বত বিধৃতিই ধর্ম্ম,
তাই, ধর্ম্মদানের বাড়া বড়দান
কিছু নেইকো। ১৭৬।

নিজেকেই হো'ক,
আর, অন্যকেই হো'ক,
সৎ-সংশুদ্ধ ক'রে তোল—
আর, অস্তিত্বের অনুচর্য্যায় নিয়োজিত কর,
আর, এই হ'চ্ছে ধর্ম্মদান
ও ধর্ম্ম-পরিপালনের গোড়ার কথা,
আবার, ধর্ম্মই হ'চ্ছে সবারই আশ্রয়। ১৭৭।

সমস্ত ধর্ম্মসংঘ
যতদিন
পরস্পর পরস্পরের সত্তাকে
পরিচর্য্যায়
শিষ্ট সম্বর্দ্ধিত ক'রে না তোলে—
ততদিন ধর্ম্মসংস্থাগুলি কি
একায়িত হ'য়ে ওঠে ?
ধর্ম্ম চিরদিনই এক,
ক্রমোচ্ছল। ১৭৮।

আমার মোক্তা-কথা এই—
শ্রেয়নিষ্ঠ, অনুজ্ঞাবাহী হ'য়ে
সপরিবেশ তুমি যা'তে যেমন ক'রে
বেঁচে থাকতে পার—
সমীচীন সম্বর্দ্ধনা নিয়ে,
সৎসন্দীপনায়,
পারস্পরিক সাত্বত সম্বন্ধান্বিত হ'য়ে,—
তেমনি ক'রে চলাই তো
ধর্ম্মাচরণ ;
আর, এর ব্যতিক্রম যেখানে যেমনতর,—
অসৎসন্দীপী অধর্ম্মও সেখানে

জীবনবর্দ্ধনায় বিক্ষোভ নিয়ে এসে
ঐ জীবনবর্দ্ধনাকে
ব্যাহত ক'রে চলে তেমনতর ;
আর, শ্রেয় তিনি
যিনি এই কল্যাণবার্ত্তা অবগত আছেন—
আচরণ-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
বাস্তবভাবে। ১৭৯।

ধর্ম্ম সাত্বত ধৃতি-বিনায়ক
অর্থাৎ, সত্তার ধারণ-পালন-পোষণ-
পরিচর্য্যা-নীতি-বিধি-সম্মত,
তা' অনুশীলনী অনুচলনশীল
হওয়া চাই,
ধর্ম্মগুরুদের ভিতর
বাস্তব সার্থক সঙ্গতিশীল
সঙ্গতি থাকা চাই,
আর, অসৎ-নিরোধী হওয়া চাই ;
এই তিনের স্বতঃ-সম্মিলনী গতি যা'—
তা'ই ধর্ম্ম,
আর, ধারণ-পালন-পোষণই
সাত্বত অর্থাৎ সত্তা-সম্বন্ধীয় বিশেষত্ব ;
এর অভাব যেখানে যেমন—
সত্তা-সম্বর্দ্ধনে খাঁকতিও
সেখানে তেমন,
আর, এইটিই হ'চ্ছে
ধর্ম্ম-অনুশীলনার মৌলিক বিশেষত্ব। ১৮০।

বিধাতার
প্রীতি-দ্যোতনী
উল্লোল বিধায়নাই হ'চ্ছে—
বিধি,

তা' বিহিতভাবে
ধারণ ক'রে থাকে
তোমার শ্রীমণ্ডিত ব্যক্তিত্বকে—
নিষ্ঠানিপুণ উর্জ্জনা,
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে ;
তাই, প্রত্যেকে
স্বধর্ম্মে—
অর্থাৎ, সত্তারক্ষণী ধর্ম্মে—
বিধিতে—
নিষ্ঠানিপুণ কৃতিসম্বেগ নিয়ে
নিবিষ্ট থাকা মানেই হ'চ্ছে—
শ্রেয়কে পূজা করা,
শ্রেয় লাভ করা,
শ্রেয়তে
শ্রীমণ্ডিত হ'য়ে ওঠা ;
তাই—
'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ'। ১৮১।

যত দিন তুমি আছ,
যা' যা' যেমন ক'রে
তোমার অস্তিত্বকে ধ'রে রাখে—
বাঁচা ও বাড়ার পথে,—
বাস্তবে,
পালনে, পোষণে, পূরণে,—
তোমাকে তা'র পরিচর্য্যা
করতেই হবে—
সাত্বত পরিবেষণায়,
থাকতে, বাঁচতে, বেড়ে চলতে ;
—আর তাই-ই ধর্ম্ম-পরিচর্য্যা ;
নয়তো, ঐ থাকার ব্যতিক্রম,
ঐ অস্তিত্বের ব্যতিক্রম

তোমাকে কিন্তু
অনস্তিত্বের দিকেই নিয়ে যাবে ;
এমনি কিন্তু সব যা'-কিছুরই,—
প্রতিটি অস্তিত্বেরই,
প্রতিটি বস্তুরই । ১৮২ ,

নিজেরই মত ক'রে
বিহিত বিচক্ষণ-বিনায়নে
অন্যকে
ধারণে-পোষণে-দানে
প্রীতি-উৎসর্জ্জনায়
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলার
যে আপ্রাণ আকূতি
তা' কৃতি-উৎসর্জ্জনায়
নিজেকে
সুদীপ্ত ক'রে তোলে—
বিহিত তাৎপর্য্য নিয়ে,
ধর্ম্মের
অবয়বই তো সেইখানে,
ধর্ম্মকে পূজা করতে গেলে
অমনি ক'রে পূজা করাই
মানুষকে
সার্থকতায় সন্দীপ্ত ক'রে তোলে,
সহজ কথায়—
এই যা' আমি বুঝি ;
শিষ্ট
অভিসারিণী উৎসর্জ্জনায়
ক'রে দেখ—
কী হয় ! ১৮৩ ।

ইষ্টানুগ অনুনয়নে
বিহিতভাবে যা'রা ধর্ম্মচর্য্যা করে—
নিষ্পাদনী কৃতিতপা হ'য়ে,
জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে,
প্রকৃতিই তা'দের স্বার্থচর্য্যা ক'রে থাকে—
সত্তাপোষণী স্বতঃ-তৎপরতায় । ১৮৪ ।

ধর্ম্মের ফাঁকিবাজি অনুশীলন
সাত্ত্বিক ধৃতিকে যে
ফাঁকি-ঐশ্বর্য্যেরই অধিকারী ক'রে থাকে,—
তা' কিন্তু অতি নিশ্চয় । ১৮৫ ।

সুনিষ্ঠ সার্থক সঙ্গতিশীল
সাত্বত আচরণই হ'চ্ছে—
ধর্ম্মের কৃতিলক্ষণ—
যা' ঐ ইষ্টনিষ্ঠায়
বিনায়িত হ'য়ে চলেছে
সত্তাকে বিভবান্বিত ক'রে । ১৮৬ ।

অস্তিবৃদ্ধি অর্থাৎ বাঁচাবাড়াই
যা'দের ধর্ম্ম ও কাম্য—
তা'দের সদাচার-পালন
ও সুপ্রজনন-নীতিকে অবলম্বন ক'রেই
চলতে হবে,
নইলে, বঞ্চনার ধিক্কারে
ব্যর্থতা ও অপঘাতে
নিজের
বিধ্বস্তির ক্রোড়ে অবসান হওয়া ছাড়া
পথ কোথায় ? ১৮৭ ।

সদৃশ-সঙ্গতিশীল-সঞ্জাত সত্তাকে
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে তোলাই হ'চ্ছে—
জাতিপাতের প্রকৃষ্ট ব্যভিচার,
আর, তা'
অন্তর্নিহিত সন্নিবিষ্ট সংস্কারের
ব্যতিক্রম ও বিমর্দ্দনী সংঘাত—
যা' ক্রমান্বয়ী তৎপরতায়
সংক্রামিত হ'য়ে
জাতির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যকে
বিনষ্ট ক'রে তোলে ;
আর, প্রতিলোম-সঞ্জাতই বাহ্য—
শাস্ত্রকাররা এইরূপই ব'লে থাকেন। ১৮৮।

তোমার প্রতিটি কর্ম্ম
ধর্ম্ম-নিয়ন্ত্রিত হো'ক—
সমীচীন সুষ্ঠু নিষ্পাদনে,—
তবে তো
তোমার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ
ধৃতি অর্থাৎ
ধারণ-পালন-পোষণোপযোগী হ'য়ে উঠবে—
ব্যত্যয়ী যা'-কিছুকে
অতিক্রম ক'রে !
ধার্ম্মিক হবার
সুলুকই তো ঐ। ১৮৯।

বকধার্ম্মিক হ'তে যেও না,
বরং বাজপেয়ী হও,
বজ্রধর্ম্মী হও,
তোমার চলনবেগ

ধর্ম্মপালী হ'য়ে উঠুক—
প্রতিটি পদক্ষেপে। ১৯০।

যে-চলনা
ধারণে, পালনে, পোষণে
তোমার ও অন্যের জীবন-সত্তাকে
ধ'রে রাখে,—
তাই-ই ধর্ম্মাচরণ,
ধার্ম্মিক হ'তে হ'লে
অমনতরই হ'তে হয়—
যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং বর্দ্ধনঞ্চাপি
ধ্রিয়তে স ধর্ম্মঃ। ১৯১।

ধর্ম্মই বল, আর কৃষ্টিই বল,
তা' শুধু কথায়ই নিবদ্ধ নয়কো—
এটা ঠিক জেনো ;
অনুশীলন ও বাস্তব সক্রিয় অভ্যাসের
ভিতর-দিয়ে
চারিত্রিক অভিদীপনায় বিভাসিত হ'য়ে
তা' ব্যক্তিত্বে বিকাশ লাভ করে—
সুকেন্দ্রিক সার্থক সঙ্গতিশীল
বোধ-বিনায়নায়। ১৯২।

মানুষের জীবনের অর্থই নিহিত থাকে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সার্থক সঙ্গতিশীল অনুশীলনায়
নিরন্তর অনুচর্য্যী অনুগমনে,—
যা'র ফলে, অস্তিবৃদ্ধির নীতিগুলি
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে—

প্রতিপ্রত্যেকের সার্থক সংহতি নিয়ে ;
নচেৎ, অর্থনীতিই বল,
আর যা'ই বল,
কোনটারই ভিত্তিই থাকে না,
কোন বন্ধন-সূত্রই থাকে না,
যা'তে প্রতিটি সত্তা পারস্পরিকতা নিয়ে
সুবন্ধনায়
সম্বর্দ্ধনী তৎপরতায় চলতে পারে—
পরস্পর পরস্পরের সমর্থক, সহযোগী
ও সহায়ক হ'য়ে,
প্রতিপ্রত্যেকে প্রতিপ্রত্যেকের
স্বার্থসন্দীপনী প্রতিভা নিয়ে,
সুস্হি-পরিচর্য্যায় । ১৯৩ ।

সত্য অর্থাৎ সত্তা ও বিদ্যমানতার
মূর্ত্ত প্রতীক হ'লেন ইষ্ট,
আর, সত্তার ধৃতি ও ধর্ম্মের
বৈধী অনুপোষণী যা'—
তা'র অনুশীলনাই হ'চ্ছে কৃষ্টি ;
তাই, সত্য, ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্মের সাথে
আপোষরফা করতে যেও না—
তৎপোষণী সমীচীন সিদ্ধান্তে
না এসে,
বরং অনুচর্য্যী মিলনতালে চ'লো—
হৃদ্য অনুনয়নে সবাইকে
সুসংহত ক'রে,
অনুশীলন-উদ্দীপনায়,
অসৎনিরোধী পরাক্রম নিয়ে,
দরদী অনুভাবিতাকে
আশ্রয় ক'রে ;

এই চলন তোমার ব্যক্তিত্বকে
সুসংহত ক'রে তুলবে। ১৯৪।

তোমার ধর্ম্ম-পরিচর্য্যা
বাস্তব তৎপরতায়
যদি এই জীবনেই
স্বর্গ রচনা করতে পারে—
সার্থক সন্দীপনায়,—
নিশ্চিন্ত থাক—
পরকালে যেমনই হো'ক
আর যা'ই-ই হো'ক—
তোমার স্বর্গ অক্ষুণ্ণভাবেই
দেদীপ্যমান থাকবে। ১৯৫।

ইষ্টীপূত নিরতি-তৎপরতায়
সুবিনায়িত অনুচলনে
তোমার প্রতিটি কর্ম্মের ভিতরে
ধর্ম্মকে পরিপালন কর—
পরিচর্য্যী নিষ্পন্নতা নিয়ে,
নিখুঁতভাবে,
উপচয়ী ক'রে,—
ধর্ম্ম জাগ্রত রইবে তোমার ভিতরে—
জীবনীয় ধৃতি-সম্বেগে। ১৯৬।

যা'রা স্ব স্ব কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
ধর্ম্মকে অর্থাৎ ধৃতিকে
যেমন পরিপালন ক'রে চলে—
সুচারুভাবে,
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,—
ধর্ম্ম তা'দের তেমন রক্ষা করে ;

আর, এই চলন
যা'দের যেমন ব্যত্যয়ী—
ধর্ম্মও তা'দের পরিরক্ষণে
অসমর্থ হয় তেমনি। ১৯৭।

তুমি সত্যের উপাসক হও,
অর্থাৎ সত্তার উপাসক হও,
আর, এই উপাসনাই সাত্বত ধর্ম্ম—
নারায়ণী ধর্ম্ম,
অযুত আয়ু হ'য়ে বেঁচে থাক,
স্বস্তি লাভ কর,
অমৃতের অধিকারী হও। ১৯৮।

সাত্বত ধর্ম্ম মানেই সত্তাধর্ম্ম,—
যে-চলনে সবাই বেঁচে থাকতে পারে,
বেড়ে চলতে পারে—
ধৃতিকে তেমনি ক'রে নিয়ন্ত্রণ করা—
বোধি-তৎপর অনুশীলনার মাধ্যমে
নিজেকে যোগ্য ক'রে তুলে'—
এমনতরভাবে—
যা'তে সন্তান-সন্ততির ভিতরেও
ঐ সাত্বত ধর্ম্ম পরিস্ফুরিত হ'য়ে ওঠে—
পরিবেশকেও প্রভাবিত ক'রে। ১৯৯।

ধর্ম্মানুশাসনে
তোমার করণীয় যা'-কিছুকে
অনুশীলনী বিনায়নায়
নিষ্পাদন ক'রে

সাত্ত্বিক শুভ-সার্থকতায়
মূর্ত্ত ক'রে তোল—
এক-সমাহিতি নিয়ে :
এমনি ক'রেই তোমার জীবনে,
ব্যক্তিত্বে
ধর্ম্ম বাস্তবায়িত হ'য়ে উঠুক,
আর, ধর্ম্ম মানেই সত্তার ধৃতি—
ধারণ, পোষণ । ২০০ ।

ধর্ম্মশিক্ষা মানে—
ধৃতিবিদ্যা শিক্ষা ;
যা'তে অস্তিত্বকে
সুন্দর সমীচীনতায়
ধারণ-পালন-পোষণ-প্রদীপ্ত ক'রে
অমৃত-উপভোগী হ'তে পার,—
সব জীবনের তা'ইতো চাহিদা ;
তাই, যা'ই কর, আর, তা'ই কর,
জীবনকে ধৃতিশীল ক'রে তোল—
ঐ ধৃতিবিদ্যায় তৎপর হ'য়ে ;
তুমিও বাঁচ,
তোমার পরিবেশও বাঁচুক,
স্থিত-ধী হ'য়ে ওঠ তুমি । ২০১ ।

শ্রেয়নিষ্ঠ তৎপরতায়
সমীচীন সঙ্গতি নিয়ে
যদি কেউ
কিঞ্চিন্মাত্রও ধর্ম্মচর্য্যা ক'রে চলে,—
সেও অনেক প্রকার ভয় হ'তে
মুক্তিলাভ করে,

অভাব-অনটনে তা'দের পীড়িত হ'তে
দেখা যায় কমই,
কারণ, ধর্ম্মচর্য্যা মানেই
সত্তার ধৃতিচর্য্যা ;
আর, লোক-ধৃতিচর্য্যা
যেখানে যতখানি মুখর,
সুবিবেকী, উদ্দাম,—
লোকের পরিচর্য্যাও
তা'দের উপর তেমনতরই
শুভচর্য্যী হ'য়ে চলতে থাকে। ২০২।

অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ হও,
সক্রিয় তৎপরতায় ধর্ম্মচর্য্যা কর—
সত্তার ধৃতিপোষণী অনুচর্য্যায়
যা' যা' লাগে
তা'র শুভ-সঙ্কর্ষণী হ'য়ে,
ইষ্টানুগ নিয়মনায়
নিজেকে ও পরিবেশ-পরিস্থিতিকে
সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনশীল ক'রে
ধৃতিমুখর যোগ্যতায়
সুযোগ্য ক'রে তোল,
ঐ ইষ্টনিষ্ঠ ধর্ম্মচর্য্যাই
তোমাকে ও অন্যান্য আরোকে
মুখে অন্ন ও পরণে কাপড় দিতে
কসুর করবে না। ২০৩।

তুমি অটুট নিষ্ঠায়
তোমার ইষ্টে উপনিষণ্ণ হও,
ঐ উপনিষণ্ণ বিধায়না নিয়ে
তুমি চলতে থাক—

অন্বিত শুভ সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
আর, এই শুভ-নিষ্পন্নতার
শুভ সাত্ত্বিক হবিঃ
তোমার পরিবেশে ছিটিয়ে
তা'কে শুভার্থ-সন্দীপ্ত ক'রে তুলুক ;
তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ
বোধ-বিনায়িত তাৎপর্য্যে
সক্রিয় তৎপরতায়
গেয়ে উঠুক—'শুভমস্তু'—
সাত্বত ধর্ম্মের সব যা'-কিছুর
ধৃতি-অনুশীলন-উৎসবে,
নিষ্পন্নতার যুত-যজ্ঞে । ২০৪ ।

শ্রেয়নিষ্ঠ হও,
হাতেকলমে ধর্ম্ম-অনুচর্য্যা কর,
এই ধর্ম্ম-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সন্ধিৎসু সম্বেদনায়
ধৃতিসম্বেগী অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে ওঠ—
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে ;
ঐ অনুশীলনা আনুক উপযুক্ততা,
আর, এই উপযুক্ততাই তোমাকে
যোগ্য ক'রে তুলুক,
ঐ ধৃতি
শ্রেয়নিষ্ঠার ভিতর-দিয়ে
তোমাকে দক্ষদীপী ক'রে তুলে,
দক্ষিণায় তোমাকে
মূর্ত্ত কল্যাণের অধিকারী করুক । ২০৫ ।

যা' সত্তাকে পরিপোষণ করে না,
বর্দ্ধনাকে উজ্জয়িনী ক'রে তোলে না—

নিজের মতন ক'রেই অন্যের—
বাস্তবে,
সঙ্গতিশীল অর্থনায়
অন্বিত হ'য়ে,—
তা' কিন্তু ধর্ম্ম নয়,
অন্য যা'-কিছু হ'তে পারে,
আর, তা' বিদ্যাও নয়,
বা তদনুশ্রয়ী কৃষ্টিও নয় ;
আর, বিদ্যা তা'ই,—
যা' বিদ্যমানতাকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে—
ধারণে, পোষণে,
আপূরণী তৎপরতায়,
অন্তরায়কে নিরোধ ক'রে । ২০৬ ।

ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের স্থাবর ঐশ্বর্য্য হ'চ্ছে—
ইষ্টে অচ্ছেদ্য শ্রদ্ধানুবন্ধন
ও তঁদনুচর্য্যী ধারণ-পালনী উৎসর্জ্জনা,
এর ভিতর-দিয়েই
উৎসারণী অনুকৃতি নিয়ে
যতই ব্যাপ্তির পথে
প্রসারণশীল হ'য়ে উঠবে,
ক্রম-পদক্ষেপে
বিশ্বপ্রেমের আবির্ভাব হ'তে
থাকবে—
তখন থেকেই,
যদিও বিশ্বপ্রেমিক
নিজেকে বিশ্বপ্রেমিক ব'লে
বুঝতে পারে না । ২০৭ ।

অদ্বিতীয়ই ধর্ম্মের উৎস,
ধৃতিই তাঁ'র মূর্ত্ত সম্বেগ,

তাই, ধর্ম্ম এক—অদ্বিতীয়,
ধর্ম্মের স্বরূপও তা'ই,
ধর্ম্মের ভেদ নেই,
দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে আছে শুধু
তা'র পদ্ধতির রকমারি বিনায়ন—
যে নীতি, বিধি ও চলনের
ভিতর-দিয়ে
যেখানে যে-অবস্থায়
ঐ ধারণ-পালনী সম্বেগ
সক্রিয় হ'য়ে ওঠে। ২০৮।

তুমি লাখ ধর্ম্মকথা শোন বা বল,
ব্যর্থ হবে—
যদি করায় সেগুলিকে ফুটিয়ে না তোল,
অভিজ্ঞানে অনুভব না কর,
সঙ্গীতিতে সমাহার না কর,
অর্থে অন্বিত ক'রে না তোল ;
ধর্ম্ম মূর্ত্ত হয় কর্ম্মে—
সাত্বত অনুচর্য্যায়,
সার্থক অন্বিত সঙ্গীতিতে,
নিষ্পাদনী অভিজ্ঞানে,
ব্যক্তিগত চারিত্রিক অনুনয়নী অনুচলনে
এমনি ক'রে হ'য়ে ওঠ,
আর, এই হওয়াই পাওয়া। ২০৯।

ধৃতি-পরিচর্য্যার
অর্থাৎ ধর্ম্ম-পরিচর্য্যার
সমীচীন পথ—
প্রাজ্ঞ সদাচার-সম্বোধী বিজ্ঞান
ও তা'র সমীচীন ব্যবহার,—

যা' সাত্বত সম্বদ্ধনাকে
সম্বৃদ্ধ ক'রে
কৃতি-নিয়ন্ত্রণে
অস্তি ও বৃদ্ধিকে
পুণ্য-পরিস্রবা ক'রে তোলে—
ঋত ও সত্যের
সমীচীন শাশ্বত নিয়মনায়
জীবনীয় ক'রে। ২১০।

ধর্ম্ম বিজ্ঞানের হোতা,
বদ্ধনার ব্রহ্মা,
ব্যক্তিত্বের ঋত্বিক্,
জীবন-পরিচর্য্যার পুরোহিত,
কৃতি-দীপনার উদ্গাতা,
সত্তার ধারণ-পালনী সম্বেগ,
সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষের
একায়িত অর্থ ও ভূমি,
স্বার্থের সব্বস্ব,
পরিপালন ও পরিচর্য্যার
আত্মপ্রসাদ,
বিশ্বের যা'-কিছু অস্তিত্বের
কল্যাণ-প্রবাহ—
জীবনীয় কলস্রোতা মঙ্গল শঙ্খধ্বনি,
তাই, জীবনকে বল—
'ধর্ম্মকে তুমি একচুলও ত্যাগ ক'রো না,
বঞ্চিত হ'য়ো না'। ২১১।

ব্রহ্মের অছিলায়
জগৎকে অবজ্ঞা ক'রে
সাত্বত ধৃতি-কৃতি-চলনে নিরস্ত হ'য়ে

সঙ্গতিশীল সার্থক যোজনায় বিকৃতি এনে,
অমৃত-লাভেচ্ছায়
মরীচিকা-প্রতিম অবাস্তব
যা' বস্তুসত্তায় সার্থক হ'য়ে ওঠেনি—
প্রাজ্ঞ বোধনা নিয়ে,
প্রতিটি ব্যষ্টি-সহ সামগ্রিক যা'-কিছুতে,—
এমনতর কিছুতে
অনুগতি নিয়ে চলার চাইতে
আত্মঘাতী পাপ আর কী আছে
বলতে পারি না ;
এমনতর অনুগতিসম্পন্ন যা'রা—
তা'দের সংস্রবও
ব্যর্থতার সঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়। ২১২।

অস্তিত্ববিধায়নী ধৃতি বা ধর্ম্ম
সব জায়গাতেই
চিরদিনই এক,
তবে তা'র ক্রম আছে,
আবার বিক্ষেপও আছে,
ঔচিত্য-অনৌচিত্য হিসাবে
তা'র ব্যতিক্রমও আছে,
কিন্তু উদ্দেশ্য তা'র একই—
সত্তাসংহতি,
ধৃতিবিনায়নী তৎপরতা,
এর ব্যতিক্রমদুষ্ট উপাদান
ও উপকরণ-সংহতি দিয়েই
ধর্ম্মের বিভিন্নত্ব কল্পিত হয়েছে,—
আর, তাই-ই মাত্র
সংহতির পরিপন্থী। ২১৩।

সত্তায়, জীবনে
ধর্ম্ম জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠে—
অনুশীলনায়, অনুচলনায়,
অনুপোষণী কর্ম্মে,
তা' ছাড়া ধর্ম্মকথা যতই শোন,
আর, ঐ ভাবালুতা নিয়ে
যতই দিন কাটাও,
তা' কিন্তু ধর্ম্মের অনুশীলন নয়কো,
ধর্ম্মানুগ কর্ম্ম নয়কো,
তাই, তা' তোমার সত্তায়
জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠে না ;
আর, তা' জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠে না ব'লে
তোমার সাত্ত্বিক ধৃতিও
নিথর হ'য়ে চলে ;
ধার্ম্মিকই যদি হ'তে চাও,
অচ্যুত নিষ্ঠা-সহকারে
তা'র অনুশাসনগুলিকে
অনুশীলন কর,
তদনুগ অনুচলনে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ
সর্ব্বতোভাবে ;
সাত্ত্বিক ধৃতি জীয়ন্ত তর্পণায়
তোমাকে আশিসম্মণ্ডিত ক'রে তুলবে। ২১৪।

লাখ ধর্ম্মের বুলি আওড়াও না কেন,
ভাববিহ্বল হ'য়ে
ধর্ম্মের কথা শোন না কেন,
ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ কর না কেন,
যদি অনুশীলন না কর হাতেকলমে—
ইষ্টার্থ-অনুসেবনী
সক্রিয় উদাত্ত আগ্রহ নিয়ে,—

স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনী কিছুই হবে না তোমার ;
বাচাল ভাবালুতা,
অলৌকিকতার মোহ,
ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তার বেকুব বোধনা
সাত্ত্বিক দারিদ্র্যে
তোমার,
তোমার পরিবার, পরিবেশ,
সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদির
সমাধিই রচনা করতে থাকবে—
স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনাকে
বিদ্রূপ করতে করতে ;
তাই, ধর্ম্মকেই যদি চাও—
আদর্শ-অনুসেবনী তৎপরতায়
অনুশীলন-প্রবণ হ'য়ে ওঠ,
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনা
তোমাকে উচ্ছল ক'রেই চলতে থাকবে । ২১৫ ।

সম্যক্ সুকেন্দ্রিকতা,
সম্যক্ জনন,
সম্যক্ করণ,
সম্যক্ যোগ্যতা-অর্জ্জন
ও সম্যক্-সম্বর্দ্ধনী সংস্থিতির
কৃতি-অনুশাসনকে ব্যর্থ ক'রে
অন্য যে-কোন অনুশাসনই
প্রবর্ত্তিত হো'ক না কেন,
এবং যিনিই তা' করুন না কেন,—
তা' কিন্তু অনুসরণীয় নয়কো,
তা' জীবন-ধর্ম্মকেই
ব্যাহত ক'রে তোলে,
সার্থক সঙ্গতিকে বিভ্রান্ত ক'রে তোলে,

জীবন ও সম্বর্দ্ধনাকে
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে তোলে,
সতর্ক থেকো ;
তাই, প্রবৃদ্ধকে অনুসরণ কর,
ধর্ম্মকে অনুসরণ কর,
সংহতিকে অনুসরণ কর,
এই ত্রয়ীকেই
জীবনের তীর্থ ক'রে চল। ২১৬।

তুমি
শ্রেয়কেন্দ্রিক সম্বেগসম্বৃদ্ধ আগ্রহের সহিত
সমীচীন কর্ম্মনিষ্পাদনী
ধৃতি-পরিচর্য্যা,
তোমার সত্তার ধৃতিপোষণী
পালনপরিচর্য্যা
ও পরিস্থিতির ধৃতিপরিচর্য্যায়
নিয়োজিত হ'য়ে চল,
এই ত্রয়ীর সার্থক সঙ্গতির কৃতী-দীপনা
বোধ-বিন্যাসে
শ্রেয়-সার্থকতায় অর্থান্বিত হ'য়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে যতই
তদনুগ চরিত্র-রঙিল ক'রে চলতে থাকবে,—
তোমার ব্যক্তিত্বে ধর্ম্মেরও
আবির্ভাব হ'য়ে উঠবে তেমনি ;
আর, ধর্ম্ম মানেই হ'চ্ছে—
দক্ষ-কুশল কৃতি-তৎপরতায়
যুত যোগ্যতার আবাহনে
সত্তাকে ধারণ ক'রে
পারিবেশিক সত্তার
ধারণ, পালন ও পোষণে
পোষণ-পুষ্ট হ'য়ে ওঠা। ২১৭।

ধর্ম্ম কিন্তু বাস্তব—
আজগুবী কিছু নয়কো—
তা' আত্মিক-সাত্ত্বিক দুই-ই,
বিধানের ধৃতিশক্তির সমীচীন পরিচর্য্যাই
ধর্ম্মচর্য্যা ;
এই ধৃতি যা'তে অমৃতস্পর্শী হয়—
ধর্ম্মের ভিতর সে-উদ্দেশ্য
ওতপ্রোতভাবে নিহিত ;
এই বাস্তব পরিচর্য্যা বাদ দিয়ে
যা' করবে—
বিধানের পরিপুষ্টি না ক'রে,—
তা'তে কিন্তু
ফাঁকিবাজিতেই পড়তে হবে ;
সপরিবেশ নিজের
এই ধৃতি-পরিচর্য্যায়
সর্ব্বতঃ-সন্দীপনায় নিরত থাক—
কৃতিতর্পিত পরিচর্য্যা নিয়ে,
নিষ্পন্নতার সাধু উদ্যমে ;
আর, সব লাভের গোড়াই ঐ। ২১৮।

কর্ম্মক্ষেত্রই ধর্ম্মক্ষেত্র—
যে-কাজে
নিয়োজিত হওয়া যা'ক না কেন,
তা'কে নিখুঁতভাবে
নিষ্পন্ন ক'রে তোলা,
বাক্য-ব্যবহার-প্রবৃত্তিগুলিকে
ইষ্টীপূত নিয়মনে
ঐ কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোলা,
ইষ্টার্থকে কৃতিদীপনায়

উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনে সার্থক ক'রে
নিজেকে কৃতার্থ ক'রে তোলা,
যোগ্যতার যুত দীপনায়
নিজের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের
হৃদ্য অযুত-বিকিরণায়
পরিবেশের প্রত্যেককে
অনুপ্রেরিত ও বর্দ্ধনসম্বেগী ক'রে
কৃতি-সন্দীপ্ত ক'রে
যোগ্যতার অনুশীলনে
ইষ্টার্থে সংহত ক'রে তোলা ;
ধর্ম্মপরিচর্য্যার এইতো
মোক্তা মরকোচ । ২১৯ ।

ইহকালকে বাদ দিয়ে
পরকালের জন্য
ধর্ম্ম উপার্জ্জন করতে ব্যস্ত হ'য়ো না,
ধর্ম্মচর্য্যায় ইহকালকে
সার্থকতায় সুবিনায়িত ক'রে
সম্বর্দ্ধনায় সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠ—
তোমার দৈনন্দিন কর্ম্মের
প্রতিটি পদক্ষেপে
ধর্ম্মের পরিচর্য্যায়
সমীচীন সুবীক্ষণী তৎপরতায়
বিহিতভাবে নিখুঁত ক'রে,
ঐ ধর্ম্ম-পরিচর্য্যাই
তোমার পরকালকে
সম্বৃদ্ধ পরিচ্ছন্নতায় পরিপুষ্ট ক'রে তুলবে ;
আর, ইহকালের ধর্ম্মকে উপেক্ষা ক'রে
পরকালের জন্য লাখ কর না কেন,
সে-ধর্ম্ম তোমার পরকালের ধৃতিকে

সার্থক ক'রে তুলবে না কিছুতেই ;
করবে যেমন,
হবেও তেমন—
তা' ইহকালেই হো'ক
আর, পরকালেই হো'ক। ২২০।

যখনই শ্রেয়শ্রদ্ধ অনুকম্পায়
কেউ কা'রও সাথে
অচ্ছেদ্য-নিবন্ধনে
সম্বদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
এককে অন্যের স্বার্থ ক'রে নিয়ে
প্রকৃতির পূত-নিয়মনায়,
বৈধী সংযোগে,—
তাই-ই কিন্তু পবিত্র ;
এই পবিত্র নিবন্ধন
মানুষে-মানুষে হয়,
বস্তু-বস্তুতে হয়,
বিষয়ের বিষয়-সঙ্গতিতে হয় ;
রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞানে
যেখানেই এমনতর হো'ক না কেন,
যে-বাঁধনে স্বতঃ-সঙ্গতির সহিত
সশ্রদ্ধ যোগ-নিরতি নিয়ে
একায়িত হ'য়ে যে বা যা' চলে—
শুভ-সন্দীপনায়,
শুদ্ধি-সংরক্ষণায়,
তাই-ই পবিত্র ;
আর, যে-অনুক্রিয়ায়
ঐ অনুক্রিয় নিয়মন
অনুষ্ঠিত হয়,—
তাই-ই পূত অনুষ্ঠান। ২২১।

তুমি যদি নিটোলভাবে
ধৃতি-আচরণ না কর—
বেঁচে থাকা
ও বোধবিনায়নে
নিজেকে বিন্যস্ত ক'রে রাখা
কঠিনই হ'য়ে উঠবে,
আর, এই অনভ্যাস
তোমার ধী-চক্ষুকে
সুদূরপ্রসারী ক'রে তুলতে পারবে না,
তোমার সাবধানী পদক্ষেপও
খিন্ন হ'য়ে উঠবে,
ফলে—
উদ্বেজিত বিব্রতি
ক্ষুব্ধ অবসাদে
তোমাকে
ক্রমে ক্ষীণ ও ক্লিষ্ট ক'রে
বিপর্য্যয়ের ইন্ধন ক'রে রাখবে,
ভেবে দেখ,
বুঝে চল,
সুযুক্ত বাস্তব সন্দীপনা
দূরদর্শী হ'য়ে
তোমার কৃতিচলনকে
বিহিত ব্যবস্থ ক'রে তুলুক—
ধারণপালনী তৎপরতায়
যথাসম্ভব বিক্ষোভ এড়িয়ে। ২২২।

তীক্ষ্ণ থাক, ক্ষিপ্র থাক—
রাগদীপ্ত অনুনয়নায়,
সৎ-সন্দীপী হও—
সঙ্গীতিশীল তাৎপর্য্য নিয়ে,

সঙ্গে-সঙ্গে স্নিগ্ধোজ্জ্বল হ'য়ে ওঠ,
দরদী হ'য়ে ওঠ—
অনুচর্য্যী উদ্দীপনা নিয়ে,
সতর্ক সন্ধিৎসার সহিত,
ক্ষিপ্র, সিদ্ধ পরাক্রমে ;
তোমার রোখ ও উদ্দীপনা
তীক্ষ্ণ সমীচীন সম্বোধনায়
যেন সব সময়
অসৎ-নিরোধী হ'য়ে চলে,
তেমনি সৎচর্য্যী ধৃতিপরায়ণ উৎসর্জ্জনায়
অস্তিত্ব-অনুচর্য্যী
সক্রিয় উদ্বোধনা নিয়ে
চলতে থাক ;
তুমি দীপন হও,
শোভন হও,
সন্তৃপ্তির সহজ সুধা নিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে অভিষিক্ত ক'রে তোল ;
আর, তা' সিঞ্চিত হো'ক
পরিবেশের সব-কিছুতে—
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়,
বিপরীত গুণসাম্য নিয়ে,
সমীচীন অভিজিৎ উন্মেষণায়। ২২৩।

শুভ কিছু দেখলেই
বা শুনলেই
ফুল্ল হ'য়ে উঠো—
তা' তোমারই হো'ক
আর, যা'রই হো'ক ;
আর, সঙ্গে-সঙ্গে
ব্যাপারের বিবরণ যা'-কিছুকে

সঙ্গতিশীল অর্থনায়
মিলিয়ে দেখো—
যা' শুনলে বা দেখলে
তা' আশু শুভ
না স্থির শুভ,
না তা' পরিণামে
অকল্যাণপ্রসূ হ'তে পারে,
—তা' বিবেচনা ক'রে
অশুভ যদি কিছু থাকে—
তা' নিরোধ করতে চেষ্টা কর,
শুভ যদি কিছু থাকে,—
তা'র ইন্ধন জুগিয়ে
প্রভান্বিত ক'রে তোল—
স্থির অনুচলন-সন্দীপ্ত ক'রে
এমনি ক'রে
স্থির নন্দনাকে
উপভোগ কর। ২২৪।

যদি কোন ধর্ম্মসঙ্ঘ
কোন শিষ্ট ধর্ম্মসংস্থাকে
নিন্দ্যা, অপবাদ
ও উপহাস ক'রে চলে,
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
তা'কে
সম্বর্দ্ধনশীল ক'রে না তোলে,
ব্যতিক্রমদুষ্ট উপায়ে
যতদিন পর্য্যন্ত
বিকৃত বিনায়নে
বিচ্ছিন্ন হ'য়ে চলে,
মৈত্রীসুন্দর উৎসাহ-উদ্দীপনায়

শুভসন্দীপ্ত হ'য়ে না ওঠে,—
মানুষের
একায়িত সঙ্গতি কি সম্ভব ?
তা'র দুরত্যয়ী বিকৃতি
বীভৎসকেই বিতরণ ক'রে
দুনিয়াটাকে
খান-খান ক'রে দিতে পারে,
সমস্ত স্বস্তি
সংহতি
রোরুদ তাৎপর্য্যে
শত্রুসন্দীপী অনুনয়নে
সকলকে পরিচালিত ক'রে
ক্রমদীপ্ত তাৎপর্য্যে
ব্যষ্টিকে বিনায়িত ক'রে
সমষ্টিকে
ধ্বংসের দাউদহনে
বিনষ্টই ক'রে তুলতে থাকে। ২২৫।

ধার্ম্মিক হও,
কৃতি-সন্দীপ্ত ধৃতিপরায়ণ হও—
সত্তাপোষণী সম্বর্দ্ধনার সাত্বত
অনুচলন নিয়ে,
সার্থক অন্বিত সঙ্গতির শুভ-তৎপরতায় ;
অপধর্ম্মের বিকৃত তথ্যে
নিজেকে আবিল ক'রে তুলো না,
তা' কি তোমার ব্যক্তিত্বকে
সত্তায় সম্বৃদ্ধ ক'রে
শুভ-সম্পদে বিনায়িত করতে পারে ?
ধার্ম্মিকতার বিকৃতি নিয়ে
যা'রা চলে—

তা'রা তো বিকৃতিবিধ্বস্ত হয়ই,
অন্যের জীবনধৃতিকেও
বিকৃত করতে কসুর করে না তা'রা,
তা' কিন্তু পাপের,
তা' কিন্তু অপলাপের,
অশ্রেয় অনুচলনের শাতন-মন্ত্রপূত
আয়ুধ তা' ;
নিজেও তা' হ'তে সাবধান থেকো,
অন্যকেও সাবধান ক'রো,
তোমার জীবনে
সর্ব্বতঃ-সন্দীপনী যদি কিছু থাকে—
তা' ধারণপোষণী পূতচর্য্যা,—
মনে রেখো। ২২৬।

যতদিন ধর্ম্মের নামে
ধর্ম্ম-পরিপালনী কৃতিপরিচর্য্যাকে
অর্থাৎ ধারণ, পালন ও পরিপোষণী
কৃতি-পরিচর্য্যাকে
জলাঞ্জলি দিয়ে
অলৌকিকতার পূজারী হ'য়ে
তা'রই ভজন-বরাদ্দের
বহর চালাতে থাকবে,
ততদিন ধর্ম্ম বা ধর্ম্মীয় কৃষ্টি
বা সাত্বত কৃষ্টির
জীবন-অভিযান
ক্লেদ-পরামৃষ্টই হ'য়ে থাকবে ;
কৃষ্টি কর্ষণ-বিমুখ হ'য়ে
অপকর্ষেই ঐ ধৃতি-সম্বেগকে
নাস্তানাবুদ ক'রে চলতে থাকবে,
অলৌকিক যা'-কিছু লৌকিক হ'য়ে

তোমার বোধচক্ষুতে
পরিস্ফুট হ'য়ে উঠবে না,
পতনের প্রবৃদ্ধি অনিবার্য্য হ'য়ে উঠবে ;
তাই বলি—
অলৌকিক যা'-কিছু
তোমার সম্মুখীন হয়,
তা' দেখ,
বোধ-বিনায়িত ক'রে
তা'র মর্ম্ম-উদ্ঘাটন ক'রে চল—
ধৃতি-সম্পদে অন্বিত ক'রে । ২২৭ ।

ধর্ম্মের তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
সত্তার অন্তঃস্থ ধৃতিসম্বেগকে
অর্থাৎ ধারণ-পোষণী আকূতিকে
সৌষ্ঠব-বিনায়নে পরিচালিত ক'রে
সুব্যবস্থ ক'রে
সত্তার শারীর সঙ্গতিকে
অন্বিত অর্থনায়
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলা,
আর, সাত্বত যা'-কিছুকেও
ঐ রকমে
শুভ-সন্দীপনায়
নিষ্পাদন করা,
আর, জীবনীয় কর্ম্মগুলিকে
পূত সন্দীপনী নৈপুণ্যে
সদাচার-সৌষ্ঠবে নির্ব্বাহ করা—
পরিবার ও পরিবেশের
সুবিনায়নী অনুচর্য্যা-নিরতি নিয়ে,
—সত্তা কোনরকম সংঘাতে
বিক্ষুব্ধ হ'য়ে
বিচলিত ও ব্যতিক্রমগ্রস্ত হ'য়ে না ওঠে,

এমনতর সাম্য-অনুচলনে
কৃতিদীপনী তৎপরতায়
ঐ উপাসনাগুলিকে নির্ব্বাহ করা,
যা'তে অস্তিবৃদ্ধি
পারিবেশিক সলীল আলিঙ্গনে
সৎ উপভোগে সন্দীপ্ত হ'য়ে
সম্বর্দ্ধনার দিকে
ক্রমগতিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে। ২২৮।

যে-কোন ধর্ম্মবিধায়না—
ধৃতিবিধায়নাকে
হিংসা করে
বা অবজ্ঞা করে—
তা' যে-কোন সম্প্রদায়ই হো'ক্ না কেন—
তা' কিন্তু ধর্ম্মাচরণ নয়কো,
বিধিসিদ্ধ নিয়মের ভিতর-দিয়ে
আত্মনিয়মন ক'রে
পারস্পরিক সার্থকতায়
পরস্পরের সহায়
ও ঐশ্বর্য্য হ'য়ে ওঠে—
তা' যে-কোন ধর্ম্মমতই হো'ক্ না কেন—
তা' বিহিত ও বিশুদ্ধ ;
সাত্বত ধৃতি যা'র মূলকেন্দ্র,
সম্বর্দ্ধনা ও আয়ু যা'র
সংস্কৃতিসিদ্ধ সাধনা—
তা'কে ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে
সেই নামে
ধার্ম্মিকতার পর্য্যায়ে
রঙিল হ'য়ে
অন্যকে রক্ষা করা দূরে থাক্,—

শত্রুতাদুষ্ট নষ্ট নিগড়ে
আবদ্ধ ক'রে
সর্ব্বনাশ সাধন করার মৌলিক প্রবৃত্তি
যেখানে উদগ্র,
আবার, 'নিভে যায়'—এমন যা'-কিছুকে
'ধর্ম্ম' নাম দিয়ে চালায়,
সে কিন্তু ধর্ম্ম নয়,
সর্ব্বনাশা জিনিষ,
বরং তা'কে নিরোধ করাই ধর্ম্ম । ২২৯ ।

ধর্ম্মের আবির্ভাবই হ'চ্ছে—
প্রীতিপ্রসন্ন কৃতিতপের
যজ্ঞ-আহুতিতে ;
ইষ্টার্থে আত্মোৎসর্গই হ'চ্ছে—
তা'র চরিত্রগত অনুচলন,
আর, তা'র ঐশ্বর্য্যই হ'চ্ছে—
বোধদীপ্ত ধারণ-পালনী সম্বেগ—
ইষ্টার্থ-অনুসেবনী তৎপরতা ;
তাই, ধর্ম্মই নীতির সবিতা-দেবতা,
ধর্ম্মই সাত্বত যোক্তা ;
আবার, নীতির সাথে যদি
যুক্তি না থাকে—
আর, নীতি যদি
ঐ ধর্ম্ম-বিকিরণী
বোধ বা ভাবানুকম্পিতায় অভিষিক্ত হ'য়ে
কৃতি-তৎপর হ'য়ে না ওঠে,—
অর্থাৎ, ঐ ধর্ম্মই
নীতি-চলনের উৎস না হ'য়ে
শুষ্ক প্রয়োজন ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি
তা'র নিয়ামক হ'য়ে ওঠে,

তবে তা' বন্ধ্যাই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ ;
সে নীতি-অনুচর্য্যায়
অন্তর ও জীবন
ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে কমই ;
কারণ, তা'তে অনুচলনী আবেগই
সৃষ্টি হ'তে দেখা যায় না—
যা' বাধার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরকেও
অতিক্রম করতে পারে । ২৩০ ।

তুমি ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
ভজনদীপ্ত রাগদীপনায়
তাঁ'রই আরতি কর ;
তাঁ'রই মাঙ্গলিক অভিনিবেশ নিয়ে
ছত্রিশকোটি দেবতার
পূজা কর—
তা'তে ক্ষতি নেই ;
তোমার ভক্তি যদি
বিকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠে—
ছত্রিশকোটি দেবতায় যদি
বিভক্ত হ'য়ে ওঠে,—
তোমার থাকবে না কিছুই ;
শুনেছি—
কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপীরা নাকি
কালীপূজা করেছিলেন—
শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলপ্রার্থনা ক'রে,
তাঁ'দের নাকি সে-কালীপূজা
সার্থকও হয়েছিল,
আর, তাঁ'রা নাকি
ঐ ইষ্টার্থ-অনুদীপনায়
রাগবিভোল উৎসর্জ্জনা নিয়ে

বহু-বহু দেবতার পূজা করতেন,
প্রার্থনা করতেন—
'আমার কৃষ্ণ
সুস্থ, সবল, সম্বৃদ্ধ হ'য়ে থাকুক,
চিরায়ু হ'য়ে থাকুক'। ২৩১।

তোমার পূজায়
অর্থাৎ সম্বর্দ্ধনী পরিচর্য্যায়
কেউ যদি উল্লসিত হ'য়ে ওঠে,
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে,
হৃষ্ট অনুকম্পী হ'য়ে ওঠে,—
তোমার পূজা তো তখনই সার্থক ;
আর, ঐ পূজা ক'রে
তোমার অন্তরে
ঐ হৃষ্ট করবার,
সম্বর্দ্ধিত করবার
কুশল-পরিচর্য্যার
যে-বোধ
উৎকর্ষিত হ'য়ে উঠেছে,—
সেই উৎকর্ষণ-অভিনিবেশ
তোমার সত্তাকেও
অমনতর ক'রে তুলতে থাকে,
তা'র ফলেই
তোমার আচরণ, বাক্য, ব্যবহার
সব যা'-কিছুর মধ্যে
ঐ পূজা-পদ্ধতি জাগ্রত হ'য়ে ওঠে,
আর, অমনি ক'রে
তুমিও লাভবান হ'য়ে ওঠ,
আর, ঐ তো পূজার আশীর্ব্বাদ,—
যা' দেওয়া-নেওয়ার অনুশাসন-বিনায়নে

তোমাতে উদ্‌ভিন্ন হ'য়ে ওঠে—
কুশল-কৌশলে। ২৩২।

পূজা-পার্ব্বণ যা'ই কর না কেন,
প্রতিটি দিন নূতন ক'রে
স্বতঃ-দায়িত্বে
আগ্রহদীপ্ত প্রয়াসে
হৃদ্য অনুচর্য্যায়
প্রীতিফুল্ল স্মিত-অন্তঃকরণে
তুমি যদি
তোমার পরিবেশ ও পরিস্থিতির
অন্ততঃ একটি লোকের জন্যও
বাস্তব শুভ-সম্বর্দ্ধনী কিছু না কর—
ইষ্টীপূত অনুনয়নী অনুশীলনায়,
তা'কেও অন্যের প্রতি
অনুরূপভাবে অনুচর্য্যাপরায়ণ
ক'রে তুলে',—
মনে রেখো—
সেদিন তোমার সাত্ত্বিক অর্জ্জন
কিছুই হ'লো না,
স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য থাকতে
কিছুতেই এ তপঃ হ'তে
বিরত হ'য়ো না ;
নিজেকে বিপন্ন না ক'রে
নিত্য যথাসাধ্য
এটা করবেই কি করবে—
কুশলকৌশলে,—
সম্বর্দ্ধনা তোমাকে আলিঙ্গন করতে
কসুর করবে না ;

মনে রেখো—
এটিও তোমার দৈনন্দিন ধর্ম্ম-তপের
একটি প্রথম ও প্রধান করণীয়। ২৩৩।

আচার্য্য যদি
তোমার জীবনে
প্রথম ও প্রধান হ'য়ে না ওঠেন—
সক্রিয় পরিচর্য্যায়,
তোমার দুনিয়ায় যা'-কিছু থাক্,
সব যা'-কিছুকে
অতিক্রম ক'রে,
সশ্রদ্ধ অনুরতির
স্বতঃস্বেচ্ছ আবেগ-উচ্ছলায়
অচ্ছেদ্য সম্বেগে,
শ্রদ্ধাপূত সক্রিয় তরতরে
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,—
তাহ'লে তুমি
যত যা'ই কিছু কর,—
তা' তোমার জীবনে
বোধ-বিনায়নী তৎপরতায়
দানা বেঁধে উঠবে না,
ছন্ন-বিহ্বল হ'য়ে
ইতস্ততঃ ঘোরা ছাড়া
তোমার জীবনগতি কতটুকু
ক্রিয়াশীল হ'য়ে উঠতে পারে ?
তাই, মনে রেখো—
আচার্য্যকে অমনতরভাবে
প্রথম ও প্রধান ক'রে তোলাই
তোমার জীবন-বিনায়নের
মূল বা গোড়া। ২৩৪।

যখনই কেউ তা'র
শ্রেয়-প্রেয় বা ইষ্টের অভিপ্রায়কে
অবজ্ঞা ক'রে চলে,
তখনই সে তাঁ' হ'তে
বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে—
প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট হ'য়ে,—
আশীর্ব্বাদ তখন
বরবাদেই আত্মবিলয় করে ;
আর, যখনই কেউ
তা'র প্রিয় বা ইষ্টের অভিপ্রায়কে
স্বতঃপ্রণোদনায়
আঁকড়ে ধ'রে চলতে থাকে—
আপূরণী তৎপরতা নিয়ে,
আসেবনার নৈবেদ্য ক'রে নিজেকে,—
তখনই সে তাঁ'তে
সংস্থিতি লাভ করে,
আশীর্ব্বাদ স্বতঃ-উচ্ছলায়
শুভ-সুন্দরে প্রতিষ্ঠা ক'রেই
চলতে থাকে তা'কে। ২৩৫।

যেখানে তোমার বাঁচাই
ব্যাহত হ'য়ে উঠছে,
জীবন-চলনাই দুরূহ হ'য়ে উঠছে,
অমনতর স্থলে
অপকৃষ্ট হ'লেও
তখনকার মত সত্তাপোষণী যা'—
তা' করাই শ্রেয়,
কারণ, বাঁচাই হ'ল
প্রথম ও প্রধান ধর্ম্ম ;

কিন্তু ওটা আপদ্-নীতি,
বেশীদিন অমনতর চালালে
ব্যতিক্রম হওয়াই অতিসম্ভব,
তাই, ওটা ততক্ষণ পর্য্যন্ত চলতে পারে—
যতক্ষণ
বাঁচা বা জীবন-চলনার পক্ষে
সুসত্তাপোষণী কিছু
ক'রে না উঠতে পারছ ;
কিন্তু সে-সুযোগ জোটা-মাত্র
তাই-ই করবে—
ঐ আপদ্-নীতির আশ্রয়-গ্রহণ-জনিত
অপচয় ও অপকর্ষকে
শোধিত ক'রে ;
তাই বলি—
গোঁড়া হও –
কিন্তু সমীচীন হ'য়ো—
বিহিতভাবে। ২৩৬।

ইষ্ট বা আচার্য্যের
ধ্যান, স্মরণ, মনন, প্রণাম
বা নমস্কার—
এগুলির মানেই হ'চ্ছে—
তাঁ'র স্মৃতিকে
চেতন গুণানুরঞ্জনায়
জীয়ন্ত ক'রে
চিন্তায়
ঐ তাঁকে
লহমায়
তোমার অন্তঃস্থ ব্যক্তিত্বের
কানায়-কানায়
পরিপ্লুত ক'রে তোলা,

ইষ্ট বা আচার্য্য-নির্দেশ
ও তাঁ'র বোধ ও ভাবগুলিকে
অন্তরে অর্থান্বিত সঙ্গতিতে
সুসংহত ক'রে
তাঁ'র গুণান্বিত অভিব্যক্তি
ও বোধদীপনী তাৎপর্য্য-অনুযায়ী
তোমার নিজের ভাব ও বোধকে
এমনতরভাবে উস্কিয়ে তোলা,—
যা'তে তাঁরই অনুপ্রাণনায়
তুমি তৎকর্ম্মনিরত অনুচলনে
না-চ'লেই থাকতে পার না ;
এর মানেই হ'চ্ছে—
তাঁ'র চিন্তাভিদীপ্ত ভাব, প্রেরণা,
চলন, চরিত্র, কথাবার্ত্তা
ইত্যাদির সমন্বয়ী সার্থকতায়
নিজেকে বিভাবিত ক'রে তোলা ;
মোক্তা কথায়,
ভাবদীপ্ত কৃতি-অনুচলনে
সেগুলিকে
তোমাতে অভিব্যক্ত ক'রে তুলে'
ঐ বিভবে নিজেকে
বিভান্বিত ক'রে চলা,
তা'তে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠা—
কৃতি-উচ্ছল আগ্রহ-সমন্বিত
উদ্যম নিয়ে,
আর, এই উদ্যমই হ'চ্ছে
তোমার অন্তরের জীবনীয় দম ;
যতক্ষণ এমনতর না করছ,—
ঐ ধ্যান, স্মরণ, মনন, প্রণাম বা নমস্কার
তোমার জীবনে
সার্থকতাই লাভ করছে না ;

তাই, তুমি
ভাব, বল, কর, চল,
আর, ঐ ভাবা, বলা, করা, চলার ভিতর
ঐ তাঁ'রই অনুপ্রেরণা-নিয়ন্ত্রিত প্রতিবিম্ব
যেন ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে ;
তা'তে যতই অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে—
সিদ্ধও হ'য়ে উঠবে তেমনি। ২৩৭।

আবার বলি,—
স্তবের তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
আদর্শ-পুরুষের গুণ ও কর্ম্মগুলিকে
শ্রদ্ধাপূত অন্তঃকরণে
বিহিত স্মরণ, মনন,
জল্পনা ও চর্য্যার ভিতর-দিয়ে
বোধ ও পরিচর্য্যা নিয়ে
নিজের ব্যক্তিত্বে
প্রতিফলিত ক'রে তোলা,
যা'তে স্বীয় বৈশিষ্ট্যমাফিক
সেগুলি বিনায়িত হ'য়ে
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
চরিত্রে পরিস্ফুট হ'য়ে পড়ে—
গুণে, কর্ম্মে,
জীবনীয় অনুগমনে,
প্রতিটি পদক্ষেপে,

এক-কথায়—
কথায়, বার্ত্তায়,
আচারে, ব্যবহারে,
আদরে, আপ্যায়নে,
চালে, চলনে,
ব্যবহারিক লৌকিকতায়,

প্রতিটি নিষ্পাদনী কর্ম্ম পরিচর্য্যায়—
সক্রিয় উৎসারণা নিয়ে ;
স্তব সার্থকতা লাভ করে
স্তাবকের জীবনে—
অমনি ক'রেই। ২৩৮।

মনে রেখো—
সাত্বত চলনই তোমার জীবন-চলন,
এই সাত্বত চলন যতই
সৌষ্ঠব-সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে—
জীবনীয় যা'-কিছু করণীয়
তা'র অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে,—
তুমিও সুষ্ঠু জীবনের
অধিকারী হ'য়ে চলবে ততই ;
মনে রেখো—
জরা, মৃত্যু, ব্যাধি
বা সাত্বত চলনার বিকৃতির
অপনোদনও
অসম্ভব নয় কিন্তু,
কোন কিছুই অসম্ভব ব'লে
হাল ছেড়ে দিও না,
বেঁচে থাক,
বেড়ে চল,
উচ্ছল অনুচর্য্যায় পরিবেশকেও
তেমনি ক'রে তোল—
যা'তে সবাই
ঐ সাত্ত্বিক-চর্য্যাপরায়ণ হয় ;
সংগ্রথিত হও—
সবার প্রতি

অনুকম্পী ভাবানুকম্পিতার ভিতর-দিয়ে—
যা'তে সবাই অমৃত আহরণ ক'রে
পারিজাত-উপঢৌকনে
প্রত্যেককে প্রকৃষ্ট ক'রে তুলতে পারে ;
এমন চলনায় চল—
যে, একদিন
'অমৃতস্য পুত্রাঃ' হ'য়ে
নীতি-গৌরবের সহিত
সবাইকে
কর্ম্ম ও জ্ঞানে গরীয়ান ক'রে
নিজেরা হ'য়ে উঠতে পার তেমনি। ২৩৯।

তুমি যা'ই হও,
আর যা'ই কর,
যে-আদর্শের ব্যক্ত মূর্ত্তিতে
অর্থাৎ ব্যক্তিত্বে
তুমি নিজে উৎসর্গীকৃত হয়েছ,—
অটল, অচল, স্থির সংকল্পে
যে-বিষয়েই
তুমি নিয়োজিত থাক না—
তা'র ভিতর-দিয়ে
তাঁ'রই আপূরণী তৎপরতা নিয়ে
চলবে,
আর, দেখবে—
তোমার কৃতি-অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
তাঁ'তে কতখানি
উপচয়ী অর্থান্বিত হ'য়ে উঠলে
বাস্তবভাবে ;
দৃঢ়ীভূত কেন্দ্রায়িত অনুচলনই হ'চ্ছে—
কৃতার্থতার কল্পতরু,

এর ব্যতিক্রম যেখানে যেমনতর
বিকৃতিও সেখানে তেমনতর,
আর, মনুষ্যত্বও
মলিন সেখানে তেমনি ;
অযুক্ত চলন
বিচ্ছিন্ন বোধ ও ব্যক্তিত্বের
ডাইনি মূর্ত্তি। ২৪০।

তুমি নেই,—
কই !
এমনতরভাবে তুমি চলও না,
বলও না, করও না,
কিংবা বলা-করার
অমনতর সঙ্গত চলন নিয়ে চলও না,
কারণ, তুমি আছ—
তা'র বোধ তোমাতে আছে,
তাই, অস্তিত্বকে
স্বীকার না ক'রেই থাকতে পার না ;
যে-কোন কায়দায়
যে-কোন রকমে
যখন আছ জান, বোঝ,
থাকা যা'তে ঘটছে—
সে-কারণটাকে কি অস্বীকার করতে পার—
পাগলামি করা ছাড়া ?
তাই, এটা ঠিক জেনো—
তা'র সাত্ত্বিক ধৃতি-সম্বেগও আছে,
আর, তাই হ'চ্ছে থাকার উৎস,
আর তিনিই কল্যাণ-প্রভু ;
এ কি পাগলামি-কথা হ'ল ? ২৪১।

চাও,
করও তেমনি বিহিতভাবে,
অবদানের অধিকারী হবে—
পাবে,
খোঁজ,—
দেখবে,
টোকা মার,—
দরজা উন্মুক্ত হবে,
কেন ?
তোমার ছেলে যদি
একখানা পিঠে খেতে চায়,—
তুমি তা'কে কি একখানা
পাথর এগিয়ে দেবে—
খেতে ?
সে যদি কোন খাদ্য চায়,—
তা'কে কি তুমি
বিষাক্ত কিছু দেবে ?
তোমাদের অন্তরে
এতগুলি আবর্জ্জনা থাকা সত্ত্বেও
সন্তান-সন্ততিকে
যা' ভাল বিবেচনা কর
তা'ই দিয়ে থাক,
এতেও কি বোঝ না—
স্বর্গস্থ পিতা
যিনি সবারই পরমপিতা,
বাস্তবিক বিহিত কৃতিচর্য্যা নিয়ে
যদি তাঁর কাছে
ভাল কিছু চেয়ে থাক,
তাই-ই দেবেন তিনি তোমাকে !
তুমি যেমন চাইবে—
কৃতি-উৎসারণা নিয়ে,—

মঞ্জুরও করবেন তিনি তেমনতর
তোমার জন্য। ২৪২।

যদি ভালই চাও,
নিজেকে সর্ব্বতোভাবে
ইষ্টীপূত ক'রে তোল—
কল্যাণ-নিষ্যন্দী অনুচলন নিয়ে,
বাক্যে, ব্যবহারে, কর্ম্মে,
আত্মপ্রতিষ্ঠ গৌরব-আকাঙ্ক্ষা
আর সংকীর্ণ আত্মস্বার্থ-বুদ্ধিকে
বিদায় দাও,
আলাপ-আলোচনা
ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
তাঁকেই উপভোগ ক'রে চলতে থাক—
হৃদ্য মাধুর্যে,
বাক্য, ব্যবহার ও অনুচলনকে
প্রেরণাপ্রবুদ্ধ ক'রে
লোকের অন্তরে
ইষ্টীপূত প্রবোধনাকে
জাগ্রত ক'রে তোল—
তাদের চলনচরিত্র ও প্রবৃত্তিগুলিকে
ইষ্টীপূত রঙ্গিল ক'রে—
কৃতী নিয়োজনায়,
নিজের ও অন্যের ধৃতিচলনকে
বর্দ্ধনদীপ্ত ক'রে তুলে';
দেখবে—
যতই এতে পারগ হ'য়ে উঠছ,—
তোমার হৃদয়-উৎসারণা
ও কৃতিদক্ষতা
সব যা'-কিছু বিপর্য্যয়কে
ব্যাহত ক'রে

সর্ব্ববিধ কৃতার্থতায়
উচ্ছল ক'রে তুলবে তোমাকে,
তোমার আবির্ভাব ও অনুচলন
সমস্ত বিবাদকে ব্যাহত ক'রে
সাম্য ও সংহতিতে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলবে সবাইকে,
নয়তো, জঞ্জালের ঝাঁঝাল আক্রমণে
তুমি ব্যাহত না হ'য়েই পারবে না। ২৪৩।

তুমি যদি তোমার মঙ্গল চাও,
যুক্ত-অন্তরে, যোড় করে
তোমার ইষ্ট বা শ্রেয়-জনের
মঙ্গল কামনা কর—
বিশ্বদেবের কাছে,
আর, যা'তে মঙ্গল হয়,
হাতেকলমে তাই-ই কর—
তা' কিন্তু সর্ব্বতোভাবে ;
তারপর দেখো
তোমার পরিবেশকে,
পরিবেশের কেউ যদি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়
তা'র মঙ্গল-কামনায় প্রার্থনা কর,
আর, এই প্রার্থনার আকুল আবেশে
যা'তে সে দুর্দ্দশামুক্ত হয়
তাই-ই কর—
হাতেকলমে ;
তুমি যত এতে সিদ্ধ-সার্থক
হ'য়ে উঠবে,—
মঙ্গলও বরাভয় নিয়ে তোমাকে
মাঙ্গল্য-দীপনায়
বাস্তবতায় আশিস্ বিতরণ করবে,

কৃতি-অভিযান যেখানে যেমনতর
তেমনি,
মনে রেখো—
এর উল্টো চলায়
মিলে থাকে কিন্তু উল্টোই। ২৪৪।

ধৃতি-উচ্ছল
অসৎ-নিরোধী তৎপরতা নিয়ে
সরল বাক্যে
সমস্ত কর্ম্মে
সকল মননে
ধর্ম্মানুচর্য্যা ক'রে চল—
যা'-কিছুকে
ধর্ম্মীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত ক'রে,
তীক্ষ্ণ ও ক্ষিপ্র-সন্ধিৎসু চক্ষুতে
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সমাধানে নির্ব্বাহ ক'রে,
ঐ সমাধান তোমার অন্তরকে যতই
আত্মপ্রসাদ-উৎফুল্ল ক'রে তুলবে,—
তোমার তপোবিভূতি
অন্বিত বোধনায়
সার্থক সঙ্গীতি নিয়ে
প্রসন্ন প্রসাদে
সাম্য-তৃপণায়
শান্ত ও সাবলীল-গতিসম্পন্ন হ'য়ে উঠবে
ততই ;
জপ, ধ্যান, ভজন
তখনই তোমাকে
সঙ্গীতির খরস্রোতে
উচ্ছল-উৎফুল্ল ক'রে
অন্তর-উপলব্ধিকেও

তেমনি প্রসাদ-বিনায়িত ক'রে তুলে'
চলতে থাকবে ;
তুমি বিভূতিমণ্ডিত প্রাজ্ঞতায়
অধিষ্ঠিত হ'য়ে
কল্যাণ-কলস্রোতা চারিত্রিক দীপনায়
পরিবেশের যা'-কিছুকে
স্বতঃ-শুভ-উচ্ছল ক'রে
সার্থক সম্বর্দ্ধন-পরিস্রবা
হ'য়ে চলতে থাকবে,
তোমার ব্যক্তিত্ব
ভূমায় পরিব্যাপ্ত হ'য়ে উঠবে। ২৪৫।

যদি কেউ তা'র
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আচার্য্য যিনি
তাঁতে সুনিষ্ঠ সার্থক সঙ্গতিশীল
না হ'য়ে থাকে—
দীক্ষিত হ'য়েও,—
প্রায়শঃই দেখতে পাওয়া যায়—
সে অন্য কোন বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
মহৎ ব্যক্তিত্বকে
আচার্য্য বা ইষ্টপ্রতীক ব'লে
গ্রহণই করতে পারে না ;
—দীক্ষিত না হ'য়েও
তঁদনুগ অনুচর্য্যানিরতি নিয়ে
আত্মতৃপ্তি উপভোগ করতে পারে না ;
—আবার, অমনতর গুরু বা আচার্য্যের
অন্তর্দ্ধানের পরেও
তঁদাপূরণী
কোন বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
মহান ব্যক্তিত্বকেও

তাঁ'রই নবীন মূর্ত্তি ব'লে
বুঝতে পারে না ;
ফলে, ঐ ঢেঁকীবৃত্তি
আবৃত্তিহারা হ'য়ে
'ন যযৌ ন তস্থৌ' ক'রে
তা'কে নিঃশেষের পথে
নিয়ে চলতে থাকে ;
মৃত বৃক্ষে ফল হয় না,
কলমও হয় না,
কিন্তু ফলের বীজ হ'তে
বৃক্ষের উদ্‌গতি হ'তে পারে,
এবং সে
ফলও প্রসব করতে পারে। ২৪৬।

বুঝেসুঝে
চ'লে-ফিরে
দেখেশুনে—
দীক্ষিত হওয়াই শ্রেয়,
নতুবা, তা'র
আচার্য্যে বা ইষ্টে
সর্ব্বাবস্থায় নিষ্ঠানিপুণ হ'য়ে থাকাই
মুশকিল হ'য়ে ওঠে ;
নিজের মানস-বিদীপ্তিই
তা'র কাছে প্রধান হ'য়ে ওঠে,
সব যা'-কিছুকে এড়িয়ে
একমাত্র ইষ্টার্থপরায়ণ হওয়াই
তা'র মুশকিল,—
তা'র অন্তরে
এমনতর নিষ্ঠানিবেশ নেইকো ;
আবার, আচার্য্য বা ইষ্টকে
ত্যাগ ক'রে

যা'রা অন্যত্র দীক্ষা নেয়—
তা'দের দীক্ষাই হয় কিনা চিন্তনীয়,
ব্যর্থ ব্যতিক্রমদুষ্ট হওয়াই
তা'দের পরম সার্থকতা হ'য়ে ওঠে,
তা' ছাড়া আর উপায়ও নেই ;
যেমন ঈশ্বর এক,
তেমনি ইষ্টও একই হওয়া ভাল,
নতুবা, বৈধী স্বস্তি-আচার
তা'র পক্ষে একটা
পেচকনিষ্ঠা ছাড়া
আর কিছুই নয়। ২৪৭।

যেখানে দেখবে—
কেউ যশ বা মান-লিপ্সু,
তা'র পন্হা ব্যতিক্রমদুষ্ট,
ব্রত-বিপর্য্যয়ী, সন্ধিৎসাহারা,
অনুক্রমণশীল,
ধর্ম্মলিপ্সা
দাম্ভিক ও আত্মগৌরবী,
বেত্তা-পুরুষ বা আচার্য্যদেব যিনি
তাঁকে লুব্ধ ক'রে
পরখ ক'রে
কাজ হাসিল করবার প্রয়াস,
নিজের চাহিদা পূরণের জন্য
আচার্য্যের অলৌকিক মহিমা নিরূপণে
আগ্রহ,
কিন্তু আচরণের ভিতর-দিয়ে
তপশ্চর্য্যাকে বাস্তবায়িত করতে অনিচ্ছা,—
তেমনতর স্হলে
দীক্ষা দিতে যেও না,
বরং হৃদ্য বান্ধবতা নিয়েই চ'লো,

অমনতর স্থলে
তা'দের অধ্যাত্ম উন্নতি হ'তে
কমই দেখা যায় প্রায়শঃ ;
যাজন-বোধনায়
আগে তা'দের বুঝ বা বোধকে
পরিচ্ছন্ন ক'রে
অলস-অলৌকিকতার যতরকম
চাহিদা আছে
সেগুলিকে মুক্ত ক'রে নাও—
তবেই তো দীক্ষা !

মনে রেখো—
দীক্ষা-ব্যতিক্রম
জীবনের কেন্দ্র-ব্যতিক্রমেই সাহায্য করে,
যা'তে যা'র ভাল হয়—
তা' করতেই চেষ্টা ক'রো,
আর, তাই-ই শ্রেয় ;
আবার, সনির্ব্বন্ধ আগ্রহে
কেউ যদি দীক্ষা নেয়ও,
সুনিষ্ঠ শ্রদ্ধাবনত তৎপরতায়
নিদেশগুলির বিহিত অনুশীলনে
দক্ষ হ'য়ে উঠবার দায়িত্ব
কিন্তু তা'র নিজেরই,
কারণ, ব্যক্তিগত অনুশীলন ছাড়া
যোগ্যতা বা উন্নতিলাভ
সুদূরপরাহত ;
তিরস্কারকে যা'রা
সহ্য ক'রে চলতে পারে—
অনুবর্ত্তন-তৎপরতায়,—
পুরস্কার তো তাদেরই,
প্রকৃতির উৎসুক অবদান
তা'দের জন্যই তো অপেক্ষা ক'রে থাকে। ২৪৮।

বাদ-অবাদের দায়ে প'ড়ে
ভেদাভেদের সৃষ্টি করতে যেও না,
এমনি ক'রে মানুষ যূথভ্রষ্ট হ'য়ে থাকে,
একদল অন্য দলের
অশুভাকাঙ্খী হ'য়ে থাকে ;

একাদর্শ-নিরতিতে সংহত হ'য়ে
অস্তিবৃদ্ধির ধৃতি-অনুশীলনী
কৃষ্টি-চলনে চ'লে
স্থিরশীলান্বিত হ'য়ে
সবাই মিলে একমুখী থাকতে
যত্নশীল হ'য়ো,
আর, এমনিভাবে
পুরুষানুক্রমে চলতে থাক ;

এই চলন,
তোমার অন্তঃস্থ ঔপাদানিক সংশ্রয়কে
অমনতর ক'রে তুলবে—
সার্থক সঙ্গীতি নিয়ে,—
যা'র ফলে, একদিন তোমরা
অমৃতস্পর্শী হ'য়ে উঠতে পারবে ;

নয়তো,
বিভিন্ন বিরুদ্ধ সংঘাত
ঐ উপাদানগুলিকে
সুবিন্যাসসিদ্ধ হ'তে না দিয়ে
বিচ্ছিন্ন ক'রে তুলবে ;

ইষ্টানুধ্যায়িতা নিয়ে
তৎ-সার্থকতায়
তোমার যা'-কিছুকে বিনায়িত ক'রে
তদুপচয়ী ক'রে
অস্তিবৃদ্ধির অনুশাসন-পালনে
সিদ্ধ হ'য়ে ওঠ ;

প্রতিটি কর্ম্মের সুনিষ্পন্নতায়
তাঁর ধৃতিকে
সত্তাধর্ম্মের অনুপোষণী ক'রে তোল—
পরস্পরকে হৃদ্য
ও সক্রিয় শুভ-সন্দীপনী ক'রে
ইষ্টার্থকে ঔজ্জ্বল্যে উচ্ছল ক'রে ;
চল এমনতর,
কর এমনতর—
উৎকণ্ঠ উদ্‌গ্রীবতায়,
দেখ—
অমৃত অদূরেই
তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। ২৪৯।

যা'রা প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যার বাহানা নিতে
বা দাম্ভিক উৎক্রমণী প্রয়াসে
অচ্যুত সুনিষ্ঠ কৃতিতৎপর
আত্মনিবেদনকে উপেক্ষা ক'রে
আচার্য্য গ্রহণ করে—
অনুগতিবিহীন ধারণার
খেয়াল-সংক্ষুব্ধ হ'য়ে,
তদনুচর্য্যী-ত্যাগহীন ভক্তল-ভঙ্গীতে,
বাদলুব্ধ বিকৃতির অনুশায়নায়
প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যী ধরাছাড়ার
খামখেয়ালী তর্জ্জমা নিয়ে,
নাম, যশ বা দাম্ভিক উৎক্রমণের
অভিনয় ক'রে,—
তা'রা ভক্তির ভাবালু গর্ভস্রাব ;
তা'দের এমনতর তিক্ত অনুচলন
আচার্য্যকে তো ক্ষুব্ধ করেই,
তা'দের ঐ উন্নতির প্রয়াসও
অজ্ঞ ধান্ধার অনুসেবনায়

প্রবৃত্তি-চরিতার্থী প্রস্বস্তি নিয়ে
শান্তির ভাঁওতায়
তা'দিগকে ক্ষুব্ধ ক'রে তুলতে থাকে ;
তা'রা নিজের শত্রু তো বটেই,
অন্যেরও তা'ই,
তা'দের স্পর্শেও
উন্নতি
ন্যক্কারস্পৃষ্ট হ'য়ে থাকে ;
তুমি উন্নতি যদি চাও—
অমনতর পথ কখনও অবলম্বন ক'রো না,
অমনতর লোকের সংস্রব
এড়িয়ে যত চলতে পার—
ততই ভাল,
কিংবা অসৎ-নিরোধে
ঐ প্রবৃত্তিকে ধূলিসাৎ যদি করতে পার—
নিজে সুনিষ্ঠ একমনা অনুশীলনায়
উচ্ছল ও উদ্দীপ্ত থেকে,—
তা' আরো ভাল। ২৫০।

তোমার প্রিয়পরম যিনি,
তাঁ'র প্রীতিকর্ম্মকে উপেক্ষা ক'রে
মনোজ্ঞ অনুচর্য্যাকে উপেক্ষা ক'রে
তাঁ'র তৃপণী অভিসারে
আত্মনিয়মন না ক'রে
যোগ-যাগ যা'ই কর না কেন,
লাখ তীর্থে বিচরণ ক'রে
লাখ বিভূতির প্রহেলিকায়
উদ্দাম চলনে চল না কেন—
কিছুতেই কিছু হবে না,

কারণ, তোমার অন্তঃকরণের
অন্তঃসলিলা যোগাবেগ
তাঁতে যুক্ত হয়নি,
সে-যোগ তোমাকে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে
তৎপরা ক'রে তোলেনি,
আত্মত্যাগী অনাসক্ত ক'রে
তাঁরই প্রীতিনন্দনায়
তোমাকে উৎকণ্ঠ ক'রে তোলেনি,
আবেগ-উদ্দীপ্ত অনুক্রিয়ায়
তোমার প্রবৃত্তির চলনগুলি
বিন্যস্ত হ'য়ে
সার্থক সঙ্গীতিতে অন্বিত হ'য়ে
তাঁকেই উপচয়ী ক'রে তোলেনি,
ফলে, জীবনে উপচয়ী হ'য়ে
উঠতে পারলে না,
ভারাক্রান্ত হ'য়ে
তোমার জীবনভরাকেই
আরো দুর্ব্বহ ক'রে তুললে,
তুমি অন্ধতমসায় ডুবতে চললে ;
তাই, এখনও তুমি এই চলনে চল,
বল—
'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং
প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।' ২৫১।

বৈধী-চলনকে
নিবিষ্ট তৎপরতায়
যদি পরিপালন না কর—
শাস্ত্রের অনুশাসনগুলি
বেশ ক'রে বিনিয়ে দেখে
বোধবিদীপ্ত যদি না হ'য়ে ওঠ—

কথাগুলি যদি
কথাই থাকে কেবল—
কাজে যদি তা'কে
ফুটিয়ে না তোল—
অজচ্ছল জীবন ধ'রেও
তোমাদের কা'রো কিছু
হবে ব'লে মনে কর ?
এ-কথাও মনে রেখো—
'স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ',—
তা' কিন্তু হাতে-কলমে ক'রে
আচার-ব্যবহারে ক'রে
চালচলনে ক'রে—
প্রীতি-সঙ্গতির
সন্দীপিত ঊর্জ্জনায়—
পরিচর্য্যা ক'রে
মানুষকে
অন্তরে-বাহিরে
সুসম্বৃদ্ধ ক'রে নিয়ে—
শুভ-সঞ্চারণায়,
তবে তো !
ভুয়ো করার অবদানে
ভুয়োই হয় ।:২৫২।

উত্তাল হ'য়ে ওঠ—
উন্নতির অবাধ উৎসারণায়,
কি আধিভৌতিক,
কি আধিদৈবিক,
কি আধ্যাত্মিক,
সবেরই সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
উদ্দাম উন্মাদনায়,
কোন দিক্‌-দিয়ে

কেউ দৈন্যগ্রস্ত হ'য়ো না,
আর, তোমার উন্নতির উত্তর-সাধক
ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু, যাজক, উদ্গাতা,
এদের পালন-পোষণী প্রবর্ত্তনায়
নিজেকে দৃঢ়-সঙ্কল্প ক'রে তোল—
অটুট উদ্যমে,
আর, ঐ পালন-পোষণী
অর্ঘ্য-অবদান ঋত্বিকী
পাঠিয়ে দিও—
তোমার ইষ্ট বা প্রিয়পরম যিনি
তাঁ'রই সান্নিধ্যে—
প্রতি মাসে,
একটা মুহূর্ত্তকেও
ফস্কে যেতে দিও না,
স্বাস্থ্যকে স্বস্তিপ্রসন্ন ক'রে
চিত্তকে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ক'রে
আধ্যাত্মিক নিষ্ঠায়
প্রিয়পরমে নিবদ্ধ থেকে
কৃতি ও বোধি-বিনায়নায়
উচ্ছল হ'য়ে চল,
আর, উচ্ছল ক'রে তোল
তোমার প্রিয়পরমকে। ২৫৩।

ধর্ম্ম মানেই
যা' সত্তাকে ধ'রে রাখে—
সুকেন্দ্রিক সুসংহত অন্বিত বিধায়নায়
চলা, বলা, করার ভিতর-দিয়ে
তা'র অনুশীলন করাই হ'চ্ছে
ধর্ম্মচর্য্যা ;
ধর্ম্মই যদি চাও—
ধর্ম্মকেই যদি ভালবাস—

তোমার প্রিয়পরম যিনি
বা আচার্য্য যিনি
তাঁতে একনিষ্ঠ অনুরাগ-সন্দীপ্ত হ'য়ে
তদনুচর্য্যী কৃতিদীপনায়
চলতে থাক—
তাঁ'রই মনোজ্ঞ হবার
উদাত্ত আগ্রহ নিয়ে,
এক-কথায়,
তাঁ'তে সর্ব্বতোভাবে
আলম্বিত থাক—
নিজেকে শ্রদ্ধায় সুনিবদ্ধ ক'রে ;
কত-কিছুকেই তো ভালবাস,
কিন্তু সব ভালবাসা,
ভাললাগাগুলিকে
সার্থক ক'রে তোল তাঁ'তে,
তাঁ'কেই তোমার
জীবন-মেরু ক'রে তোল,
তাঁ'রই অনুশাসন-সন্দীপিত হ'য়ে
তিনি যা' বলেন—
তদনুপাতিক চলনে চ'লে
নিজেকে কৃতার্থ ক'রে তোল,
এই কৃতার্থ হওয়ার প্রলোভন
তোমাকে যেন পেয়েই বসে ;
শুধু এতটুকু,
আর, এতটুকুতে যদি নিজেকে
প্রতুল ক'রে তুলতে পার,
আর যা'-কিছু সবই
এতেই বিনায়িত হ'য়ে উঠবে,
হবে,
পাবে,
ঈশ্বরই পরমার্থ। ২৫৪।

যদি অস্তিত্বের তেষ্টায়,
বর্দ্ধন-বিভূতির তেষ্টায়
তৃষ্ণাতুরই হ'য়ে থাক তুমি,
আদর্শ যিনি,
মূর্ত্ত কল্যাণ যিনি,
তাঁর গুণান্বিত
চারিত্রিক দ্যোতন ধারাগুলিকে
সঙ্গতিশীল সক্রিয় সার্থকতায়
আমূল পান ক'রে নাও—
এমনতর ক'রে—
যা'তে তা'র জলুস
তোমার চলন-চরিত্রেও
ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে,
বিকিরণায়
পরিবেশকে ধৃতি-পদক্ষেপে
নন্দন-দীপনায়
ক্রিয়াশীল উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে—
মূর্ত্ত কল্যাণ বা ইষ্টার্থপরায়ণ ক'রে ;
সার্থক হবে তুমি,
সার্থক হবে তোমার পরিবার,
সার্থক হ'য়ে উঠবে
পরিবেশ তোমার ;
তোমার তৃষ্ণা
প্রীতি-পর্য্যাপ্তিতে
প্রবুদ্ধ হ'য়ে
সবার ভিতর
ঐ প্রীতি-অনুচর্য্যায়
তোমাকে পরিব্যাপ্ত ক'রে তুলবে ;
তৃষ্ণা
প্রীতি-অনুবেদনায় গেয়ে উঠবে—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ !
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" । ২৫৫ ।

তোমার জীবন যাঁ'তে
কেন্দ্রায়িত ক'রে
উৎসারণশীল ক'রে তুলবে,
যাঁ'র প্রভাবে অভিষিক্ত হ'য়ে
সেইভাবে ভাবান্বিত ক'রে
তোমার যা'-কিছুকে
বিনায়িত ক'রে তুলবে,—
তাঁ'র ও তোমার মাঝে
স্বার্থ ও স্বার্থ-উদ্দেশ্যসম্পন্ন কিছু
রাখতে যেও না,
অনুশীলনও করতে যেও না,
তাহ'লে ঐ প্রভাবে তুমি
অভিষিক্ত না হ'য়ে
ঐ স্বার্থ-চাহিদার আবর্ত্তনে
আবর্ত্তিত হ'তে থাকবে,
বলবে তাঁ'র কথা,
চলবে কিন্তু ঐ চাহিদার চলনে ;
তা'তে হবেও না,
পাবেও না,
ধর্ম্মের বণিক্-বৃত্তি নিয়েই
বা ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে
লোককে দোহন ক'রেই
চলতে হবে তোমাকে,
করবেও ফাঁকি

পাবেও ফাঁকি,
মনে রেখো—
সেই কিন্তু বান্ধব তোমার—
ইষ্ট ও যা'র মাঝখানে
ঐ স্বার্থ-সন্ধিৎসা নেইকো,
আছে সে আর তিনি । ২৫৬ ।

যাহা-যাহা লইয়া
তোমার অস্তিত্ব—
তা'ই কিন্তু তোমার সত্তার অন্তর্ভুক্ত ;
জীবনীয় সঙ্গতি ও সংস্থিতি
যাহাতে বিদ্যমান—
যা'-দিয়ে বিদ্যমানতা প্রতিভাত হয়—
সেই সত্তা ;
বিহিত নিয়ন্ত্রণ-সামঞ্জস্য-সমাধানের
ভিতর-দিয়ে
সত্তাকে নিজে বোধ ক'রে—
বোধায়নী তাৎপর্য্যে
শুভ-অশুভকে নির্দ্ধারণ ক'রে
বিহিত সমাধানে
সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠ ;
যা'র প্রয়োগে
সত্তা শক্তিসম্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
তা'ই কিন্তু স্বস্তি ;
এই স্বস্তি আহরণ করতে হ'লে—
শুধু তোমাকে নিয়ে
চ'লো না কিন্তু,
সপরিবেশ
তোমাকে বিধায়িত ক'রে—
শুভপ্রসূ যা'-কিছু
তা'র স্বতঃসিদ্ধ প্রয়োগে,—

যা'তে অন্যেরও শুভ হয়,
তোমারও শুভ হয় ;
স্বস্তির সন্দীপনী মন্ত্র
সেখানে । ২৫৭ ।

তোমার জীবনে মুখ্য যিনি—
তাঁ'র তৃপ্তি ও পোষণ-রক্ষণের জন্য
আত্মস্বার্থকে ত্যাগ করতে পার না,
তাঁ'র মনোজ্ঞ হওয়ার
আত্মপ্রসাদী প্রলোভন
তোমার কাছে একটা বেকুবী বুদ্ধি হ'য়ে
অহংদীপ্ত অভিযানে
এখনও উঁকি মারছে,
পেনে ভাল লাগে,
দেবার আত্মপ্রসাদে তৃপ্ত হ'য়ে চলা,
সন্ধিৎসু চক্ষু নিয়ে
তাঁ'র শুভচর্য্যায় আত্মনিয়োগ করা—
তোমার কাছে একটা
ভ্রান্তিবিদ্রূপ হ'য়ে
মুচকি হাসির সৃষ্টি ক'রে থাকে,
অথচ তুমি সাজগোজে
আত্মপ্রসাদী প্রতিষ্ঠালাভে ব্যগ্র,
—এ-সব লক্ষণই হ'চ্ছে যে
তুমি একটা নারকীয়
ভাঁওতাবাজির সাথে
সম্বন্ধ সৃষ্টি ক'রে রেখেছ ;
প্রতিক্রিয়ায়
প্রত্যাশা যে তোমাকে বিদ্রূপ করবে না—
তা'র কারণ কোথায় ?
শুধু সাজগোজ,

মালাতিলক-ফোঁটায়
নিজেকে রঞ্জিত করলেই
সাধু হওয়া যায় না
বা সৎ হওয়া যায় না ;
চাই
শ্রেয়কেন্দ্রিক একমনা অনুনয়নে
প্রীতিপ্রসন্ন উদ্দাম অনুচলন নিয়ে
দক্ষকুশল অভিসারে
নিজেকে সার্থকতায় অভিষিক্ত করা—
উপচয়ী নিষ্পন্নতায়,
ঐ মুখ্য শ্রেয় যিনি
তাঁকে নন্দিত ক'রে তোলবার
অনুশীলন নিয়ে চলা,
তাঁর ধারণপালন ও সংরক্ষণ-কর্ম্মে
নিজেকে ব্যাপৃত ক'রে তোলা,
তবে তো সৎ,
তবে তো সাধু,
তবে তো যতি,
তবে তো সন্ন্যাসী। ২৫৮।

মানুষ নির্ভরশীল,
মানুষ কেন, সবাই,—
সে বাঁচতে চায়, বাড়তে চায়—
উপভোগ-উদ্দীপনায়,
তা'র সংস্থিতিটি কা'রও আশ্রয়ে
আধায়িত ক'রে ;
ঐ আধারের অনুপ্রেরণাই হয়
তা'র সঞ্জীবনী প্রেরণা ;
কেউ হয়তো বন্ধুবান্ধবকে আশ্রয় ক'রে
বেড়ে উঠতে চায়,

কেউ হয়তো
পিতামাতা, ভাইবোন ইত্যাদিকে,
কেউ আচার্য্যে অনুপ্রাণিত হ'য়ে ;
সে যা'কেই আঁকড়ে ধরুক না কেন—
সে বাড়তে চায়
তা'রই অনুপ্রেরণায় প্রবুদ্ধ হ'য়ে,
আশ্বাসে উদ্দীপ্ত হ'য়ে ;
তাই, বাস্তবে বন্ধুহারা যা'রা—
বাস্তব-আত্মীয়হারা যা'রা—
তা'রা নিজেদিগকে দুর্ভাগ্যই মনে করে,
তা'দের জীবনটা শ্লথস্রোতা হ'য়ে
ক্রমেই শীর্ণ হ'য়ে চলতে থাকে ;
যে-কোন রকমেই
তুমি যদি কা'রও বান্ধব হ'য়ে থাক,
তোমাকে পেয়ে যদি কেউ
উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে—
তোমার কথায়-ব্যবহারে,
আচারে-অনুপ্রেরণায়,
সে যে-ই হো'ক আর যা'ই হো'ক,
সৎ-উদ্দীপনায়
তা'কে প্রদীপ্ত ক'রে তুলতে
কসুর ক'রো না—
অসৎ যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে,
—তা'র আশাভঙ্গের কারণ হ'য়ো না,
অখ্যাতির কারণ হ'য়ো না,
তা'কে উচ্ছল চলনায় নিয়োজিত করতে
ত্রুটি ক'রো না একটুকু ;
ঐ উদ্গময়নী অনুপ্রেরণা
যা' তোমার অনুচর্য্যায়
উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠছে বা উঠেছে—
বিনা প্রত্যাশায়,—

তাই-ই উৎসর্জ্জনায় উচ্ছল ক'রে তুলবে
তোমাকে—
তা'র সত্তার আশিসধারার
অজচ্ছল কল্লোলে,
আর, সে কল্লোল-চলন
হ'য়ে উঠবে তোমার কাছে
অনুশাসিত জীবন-প্রেরণা। ২৫৯।

ইষ্টার্থপরায়ণ হও—
কৃতি-তৎপরতা নিয়ে,
ধর্ম্মনেশা অর্থাৎ ধারণ-পালনী
সম্বেগ-সন্দীপ্ত কৃতিনেশা
তোমাকে পেয়ে বসুক ;
তোমার অনুপ্রেরণার ভিতর-দিয়ে
প্রীতি-আলিঙ্গন-প্রণোদনায়
অনুচর্য্যার আকৃতি-আগ্রহ
বাক্য-ব্যবহারে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
তোমার সংস্রব-সঙ্গতির আওতায়
যে-ই আসুক না কেন,
তা'কেই উচ্ছল ক'রে তুলুক—
অন্তর-আবেগে
অস্তিবৃদ্ধি-অনুচারিণী কৃতি-পোষণায় ;
ঐ ধর্ম্মনেশা এমনি ক'রেই
তোমার প্রকৃতিকে প্রভাবান্বিত ক'রে
জীবিকা হ'য়ে দাঁড়াক,
আর, জীবিকা মানে পেশা ;
তোমার প্রতিটি বাক্-ব্যবহার
এমন-কি, সঙ্গ-স্পর্শ
তোমার পরিবেশের প্রত্যেককেই
অমনি ক'রে ক্রমে-ক্রমে

ঐ অনুপ্রেরণায়
কৃতি-উচ্ছল ক'রে তুলুক ;
এই কৃতি-যজ্ঞের হোম-আহুতি
প্রত্যেকটি অন্তরে
এমনতরই রণন-রঞ্জন সৃষ্টি করুক,
যা'তে তা'রা
কৃতিদীপ্ত তৃপ্ত-গতিসম্পন্ন হ'য়ে
সদাচার-প্রবুদ্ধ অনুনয়নে
পরস্পর পরস্পরকে
স্বতঃ-উৎসারণায় বান্ধব ক'রে তোলে ;
আর, এই আবেগ-অগ্নি
সুদীপ্ত আভায়
সব অন্তঃকরণকেই
ঊর্দ্ধগতিসম্পন্ন ক'রে তুলুক—
মরণসঙ্কুল স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতাকে
জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক্ ক'রে ;
এমনতর ক'রে তুমি
তোমার ও অন্যের
অস্তিবৃদ্ধির অনুপ্রেরণা হ'য়ে
অনেকেরই জীবিকা হ'য়ে ওঠ ;
এমনি ক'রে চল—
সঙ্কীর্ণ আত্মস্বার্থপ্রত্যাশা-পাগল না হ'য়ে,
শুভ-সন্দীপী সুগতিসম্পন্ন তর্পিত চলনে,—
দেখবে—
প্রকৃতির পরম উপঢৌকন
অর্ঘ্য-অভ্যর্থনী সামসঙ্গীতে
ঐশ্বর্য্যের পরম উচ্ছলায়
তোমাকে অঢেল ক'রে তুলছে—
সপরিবেশ,
সত্তা-স্বার্থের ব্যাপকভৃতি-পরিচর্য্যায়,
কিন্তু নিজে অকিঞ্চন থাকতে

কসুর ক'রো না ;
তোমার শুভ-কামনা
সিদ্ধার্থ-সম্বর্দ্ধনায়
সিদ্ধ হ'য়ে উঠুক,
প্রবুদ্ধ হ'য়ে উঠুক,
প্লাবনপরিস্রবা হ'য়ে উঠুক। ২৬০।

জীবনচলনায় চলতে
যা'-যা' প্রয়োজন—
ঈশ্বর তোমাকে সেগুলি দিয়ে
তোমাকে মূর্ত্ত ক'রে তুলেছেন,
আর, উৎসর্জ্জন-স্রোতা হ'য়ে
তোমার জীবনে
তিনি প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন ;
তুমি চল,
যেমন চাও, তেমনি কর ;
সব যা'-কিছুরই সম্পূরণে
তোমার সর্ব্বতঃ-তৃপ্তি আসবে তখনই—
যখনই তোমার সব যা'-কিছু
তাঁ'রই পরিচর্য্যায় লাগিয়ে
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
সম্বৃদ্ধির পথে চলতে থাকবে ;
তখন দেখবে—
অদূরেই তিনি দাঁড়িয়ে আছেন
তোমারই জন্য
অমরণ-উপঢৌকন নিয়ে,
আর, তোমাতে তিনি সার্থক হ'য়ে উঠছেন
সর্ব্ব-সঙ্গতি নিয়ে
সর্ব্বতোভাবে ;

তিনি আছেন ব'লেই
এটি সম্ভব হ'চ্ছে তোমার জীবনে,
কারণ, তোমার অন্তঃস্থ প্রাণন-দেবতা—
আত্মিক সম্বেগ—
সেই উৎসেরই স্রোতোদীপনা ;
করার ভিতর-দিয়ে হ'য়ে, পেয়ে
তাঁ'তে উৎসর্জ্জিত হ'য়ে ওঠা—
সর্ব্বতঃ-সার্থক সঙ্গতির
অন্বিত মূর্ত্তনার রস-সঙ্গতি নিয়ে,
আর, এই পথে
তাঁ'কে উপভোগ করাই হ'চ্ছে—
অমৃত-লাভ ;
লীলায়িত অমরছন্দে
নিজেকে তাঁ'রই অনুচর্য্যায়
নিরত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে—
স্মৃতিবাহী চেতনার পথে
সব দিক্-দিয়ে
সর্ব্বতোভাবে
তাঁ'কে উপভোগ করা—
অফুরন্ত সম্ভাবনায়,
সাত্ত্বিক ধৃতিপোষণার
অনাবিল উচ্ছলায় অজচ্ছল হ'য়ে ;
—এই সলীল চলনই হ'চ্ছে ঐশ্বর্য্য ;
এ-হ'তে মুক্তি চাওয়ার মানে—
পাতিত্যকেই আলিঙ্গন করা,
নারকীয় ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হওয়া। ২৬১।

নির্ভর করা মানে এ নয়কো—
তুমি ঈশ্বর বা ইষ্টের উপর
ভার দিয়ে

অলসকর্ম্মা হ'য়ে থাকবে,
আর, হঠাৎ
হোমা পাখীর ডিমের মতন
আশা পরিপূর্ণ হ'য়ে
তোমাতে উপঢৌকন লাভ করবে ;
নির্ভর করা মানেই হ'চ্ছে
সম্যক্‌ভাবে ভরণ করা,
তাঁর অনুশাসনগুলিকে
অনুচর্য্যায় ভজনদীপ্ত ক'রে তোলা,
সমীচীন সার্থকতায়
সেগুলিকে আয়ত্ত ক'রে তোলা,
আর, এই সাফল্য
তাঁতে অর্ঘ্যান্বিত ক'রে,
নিবেদন ক'রে
উৎসর্গ ক'রে
সার্থকতা লাভ করা,
তা' যদি না কর—
অলস নির্ভরতা
অলস প্রাপ্তিকেই
আহ্বান করবে,
য'ারা ফাঁকিরই অনুশীলন করে,
পায়ও তা'রা ফাঁকিই ;
তাঁর অনুশাসনগুলিকে
সর্ব্বতোভাবে
ভজন-অনুচর্য্যায় ভৃত ক'রে তোল,
তুমিও ভৃত হ'য়ে উঠবে,
নির্ভরতাও হঠাৎ এসে
তোমার চোখ ধ'রে বলবে—
'বল তো আমি কে ?'
আর, কার্য্য-কারণের সংশ্রয়ী
বিবেকভঙ্গীর

সার্থক সুসঙ্গত বোধনায়
তুমি ব'লে উঠবে—
'তুমি নির্ভরতা',
সে অমনি
চোখ ছেড়ে দিয়ে পালাবে,
এ খেলায়
আমোদ আছে মন্দ নয়কো ;
না-পারা হ'তে
পেরে-ওঠার লুকোচুরি
মানুষকে ফুল্ল ও প্রবুদ্ধই ক'রে তোলে ;
তাই, তাঁকে ভরণ ক'রে
ভজন-অনুচর্য্যায়
তাঁর নিদেশ যা'-কিছুকে
সম্যক্‌ভাবে নিষ্পন্ন ক'রে তোল,
এমনি ক'রে
নির্ভয় হ'য়ে ওঠ তুমি,
বল—
'ঈশ্বর !
তুমি আমাতে জয়যুক্ত হ'য়ে ওঠ,
দুনিয়াতে তোমার জয়-জয়কার হো'ক'। ২৬২।

যখনই তুমি
বহু দেবদেবী বা মহামানব
বা পুরুষোত্তমদিগের
পূজানিরত হ'য়ে চলছ—
আরতি-উদ্বোধনায়
নিজেকে কৃতার্থ করতে,—
কিংবা আজ একতপা,
কাল অন্য-তপা,
পরশ্ব হয়তো পরতপা
হ'য়ে চলছ,

অথচ কোন ব্যক্তিত্বেই
তুমি প্রীতি-বিভোর হ'য়ে থাকতে পারছ না,
বা বাস্তব ব্যক্তিত্বকে ত্যাগ ক'রে
শ্রেয় ভেবে অশ্রেয়কেই
অবলম্বন ক'রে চলছ,—
ঠিক বুঝো—
তোমার শ্রদ্ধা
নিষ্ঠায় নিনড় হ'য়ে ওঠেনি
তখনও ;
কিন্তু অযুত দেবদেবীই হো'ন,
বা অযুত মহাপুরুষই হো'ন,
তাঁদের পরম প্রতীক যদি
তোমার ইষ্ট যিনি,
আচার্য্য যিনি,
প্রিয়পরম যিনি—
তিনিই হ'য়ে ওঠেন,
এবং তাঁর পূজাতেই যদি
সর্ব্বতোভাবে নিয়োজিত কর নিজেকে—
যেটুকু তোমার অন্তরে সম্বল থাকে
তা'ই নিয়েই,—
তখন ঠিক জেনো—
তোমার অন্তরে কেউকেটা হ'য়ে ওঠার
আকাঙ্ক্ষা থাকবে না,
কিংবা অলৌকিকভাবে পাওয়ার
প্রত্যাশাপীড়িত হ'য়ে চলতে হবে না
তোমাকে,
চলার পথে যা' পাওয়ার
তা' পাবে ;
তাই, ঐ অনুচর্য্যা-নিরত কৃতবিদ্য চলন
তোমার ব্যক্তিত্বকে হওয়ায়
বিনায়িত ক'রে

পাওয়ার উৎসর্জ্জনে তোমাকে
উল্লোল ক'রে তুলবে,
তুমি হবে,
পাবে,
নয়তো, অন্ধতমই হবে তোমার
কেউকেটা হবার
বা প্রত্যাশা-পূরণের
আবাসস্থল। ২৬৩।

ঊনকোটি দেবতাই হো'ন,
আর, ঊনকোটি সাধু-মহাপুরুষই হো'ন
বা দু', দশ বা পাঁচ, একই হো'ন,
বৈশিষ্ট্যমাফিক তাঁদের সমস্ত গুণগুলিকে
বিশেষ বিনায়নে
ইষ্টে অন্বিত ক'রে
যদি একায়িতই ক'রে
তুলতে না পারলে,
তোমার শ্রদ্ধা বা ভক্তির স্রোত
বহুধা-বিদীর্ণ হ'য়েই
যদি চলতে লাগল,
ঐ গুণ ও চলন-চাতুর্য্যগুলি
বিনায়িত ক'রে
সার্থক সঙ্গতিতে
তোমার ইষ্ট যিনি,
প্রেয় যিনি,
বিন্যাস-বিনায়নায়
তাঁর মধ্যেই যদি সবগুলিকে
মূর্ত্তিমান না দেখতে পারলে,
বা বোধ করতে না পারলে,—

ঐ শ্রদ্ধার বিভেদ-বিকিরণা
একায়িত হ'য়ে উঠতে পারবে না
কখনও,

আর, তুমি ঐ গুণ-বোধনা
ও চলন-চাতুর্য্যগুলিকে
বিনায়িত ক'রে
অন্বিত একায়িত অর্থনায়
ঐ প্রেয়-ব্যক্তিত্বে
প্রকট দেখতে পাবে না,

তোমার অজ্ঞ-প্রজ্ঞা
আরোতর অনুবেদনায়
বিদীর্ণ হ'য়ে
অন্ধতম নিপাত সৃষ্টি করতে-করতে
চলতে থাকবে ;

তোমার প্রেয়তে বা ইষ্টতে
ধারণ, পালন ও পোষণার প্রকীর্ত্তি
কৃতবিদ্যতায় আকৃত হ'য়ে
তোমার অন্তঃ এবং বহিশ্চক্ষুতে
বিনায়ন-প্রতিফলনে
পরম অর্থনায়
সার্থকই হ'য়ে উঠতে পারবে না,

ধৃতির বাতুল চলন
তোমাকে ধর্ম্মপোষাকী ক'রে
অগ্রগামী কৃষ্ণ-পতাকার অনুসরণে
দুর্নিবার ক'রেই তুলবে ;

ঐ দেখ !
তোমার মানস-চক্ষু বিস্ফারিত
ক'রে দেখ—
তোমার স্বস্তি-গতি
কী তমসাচ্ছন্ন ! ২৬৪ ।

তুমি
লাখ প্রতিমার
পূজা কর না কেন—
উৎসব-আমোদের ধান্ধা নিয়ে,
তা'তে পূজা কিন্তু
শিষ্ট হবে না,
সার্থক হবে না,—
যদি না তোমার
নিষ্ঠানন্দিত অন্তঃকরণের
ভিতর-দিয়ে
ঐ দেবপ্রতিমার গুণগুলিকে
জীবনে
আয়ত্তীকৃত করতে না পার ;
সে-পূজা তোমার
উৎসব-আহ্লাদেরই
পূজা হবে মাত্র,
আর, তা'ও ক্রমে
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে উঠবে ;
ইষ্টনিষ্ঠ অন্তঃকরণ নিয়ে
আবেগ-অনুচর্য্যার সহিত
দেব-প্রতিমা পূজা ক'রো,
আর, তাঁ'দের
গুণ-বোধনাগুলিকে
নিজের ব্যক্তিত্বে
প্রতিফলিত ক'রে
শিষ্ট সমীচীন চলনে
চলতে থাক,
তা'তে তাঁ'রা
তোমার কাছে
পরম প্রীতিসুন্দর হ'য়ে উঠবেন,
জ্ঞাননয়ন-নন্দন হ'য়ে উঠবেন,

আর, তাঁদের
ঐ গুণগুলি
বিন্যাস-বিভূতিতে
তোমাকে দ্যুতিমান ক'রে তুলবে—
কৃতি-তৎপরতায় ;
সে-পূজা
বর্দ্ধনাই আনবে ;

মনে রেখো—
—"সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ" ;

নয়তো—
প্রতিমার জগাখিচুড়ী
কেবল বোধ ও চরিত্রে
জগাখিচুড়ী সৃষ্টি ক'রে
তোমাকে প্রবৃত্তিবিহ্বল ক'রে
সুসম্বৃদ্ধিকে
অধঃপাতের দিকেই টানবে কিন্তু,

তাই বলি—
পূজা কর
যা' পূজনীয়
তাঁকে বা তাঁদিগকে,

সঙ্গে
ইষ্টনিষ্ঠার
আবেগ-উদ্দীপনা এনে
আনুগত্য-কৃতি-সহ
তাঁদের গুণরাজিকেও
বিনায়িত বিভূতিতে
তোমার ব্যক্তিত্বে
সংস্থাপিত কর,
আর, তা'ই হবে তোমার
ব্যক্তিত্বের ঘটস্থাপন । ২৬৫ ।

শ্রদ্ধাবিগলিত আবেগ নিয়ে
তোমার সত্তাকে
যদি ইষ্টীপূত ক'রে না তোল—
সমস্ত চিন্তা, সমস্ত কর্ম্ম
ও সমস্ত চাহিদার
বিহিত ইষ্টার্থ-অনুনয়নী তৎপরতায়,
প্রবৃত্তিগুলিকে
ইষ্টীপূত উৎসর্জ্জনায়
ইষ্টানুচর্য্যী উদ্যমে
উদাত্ত ক'রে তুলে,—
দেখবে—
তোমার জীবন জঞ্জালাকীর্ণ হ'য়ে উঠেছে,
বিক্ষুব্ধ বিরক্তি নিয়ে
কোলাহলময় হ'য়ে উঠেছে,
ঐ কোলাহল-কুণ্ডলী
অর্থ-প্ররোচনায়
বিক্ষুব্ধ কর্ম্মে নিয়োজিত হ'য়ে
অবসন্নতায় মরণকেই
আবাহন ক'রে তুলেছে,
—পরিবেশের ক্ষুব্ধ সংঘাতে
নিদারুণ যন্ত্রণায়
ব্যর্থ জীবন-যজ্ঞ
মরণ-আহুতি নিয়ে
অপেক্ষা করছে,—
বাঁচা তখন মরণের কোলে,
বেঁচে থেকেও বলছ—
মরলেই বাঁচি ;
ফেরো—
অমৃত-পিপাসী হও,
নিজের যা'-কিছু সব নিয়ে
উদ্দামকর্ম্মা তপতাপদীপনায়

উচ্ছল হ'য়ে
বলতে থাক—
ঈশ্বর! সবাইকে অমর ক'রে তোল,
তোমার সেবানিরতি নিয়ে
আমরা সবাই অমৃত উপভোগ করি। ২৬৬।

মনে রেখো—
ঈশ্বর এক,
আর, প্রেরিতপুরুষ যখন যিনি আসেন—
তিনি ঐ প্রেরণারই ব্যক্তপ্রতীক,
তাই, বিভিন্ন অভিব্যক্তি নিয়ে এলেও
বস্তুতঃ তাঁ'রা এক,
তাই, ধর্ম্মও এক ;
বহু বাদ, বহু দর্শনের ঘূর্ণিতে প'ড়ে
তোমার চিত্তে
সার্থক সঙ্গতিহীন ভ্রান্তি-বিপাক
সৃষ্টি ক'রো না,
নিজেকে বিভ্রান্ত ক'রে তুলো না,
প্রেরিত প্রিয়পরমই
ঈশ্বরের ব্যক্তমূর্ত্তি,
তিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ,
ধৃতি-অনুবেদনা বা বোধনা নিয়ে
তাঁ'তে অচ্যুত-শ্রদ্ধাসম্পন্ন হ'য়ে
নিজের যা'-কিছু সব দিয়ে
তাঁ'রই অনুচর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে চল,
পরিবেশের প্রতি
তিনি যেমন প্রীতি-অনুকম্পাপরায়ণ,
অনুচর্য্যাশীল,
তাঁ'রই মনোজ্ঞ হবার
উদগ্র আগ্রহ নিয়ে

তুমি তেমনিভাবে চল—
তাঁরই উপচয়ী স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনায়
নিজেকে স্বার্থান্বিত ক'রে,
ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের
সবটুকু সম্ভাব্যতা নিয়ে,
তাঁর প্রতি রাগ-নিরত অনুগতিকে
অক্ষুণ্ণ রেখে,
ঐ তাঁরই মনোজ্ঞ হওয়ার
উদগ্র আগ্রহ যেন
তোমাকে পেয়েই বসে,
সেই চলনেই চল,
ধর্ম্মের ধৃতি-ভূমি কিন্তু এই-ই,
"যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।" ২৬৭।

ঈশ্বর মানে স্বতঃস্রোতা
ধারণ-পালনী-সম্বেগ,
তিনি শুভ-স্বরূপ,
জীবন-স্বরূপ,
তিনি তোমাতে-আমাতে অর্থাৎ সবাতে
এই সত্তাপোষণী
চেতন-সম্বেগ নিয়ে বিরাজমান—
শুভে উদগ্র আগ্রহ নিয়ে ;
ঈশ্বরকে কেউ
ঈশ্বর ব'লে ডাকুক বা না ডাকুক
তা'তে তাঁর কিছু আসে যায় না,
ব্যক্ত ভাষায়, ব্যক্ত সুরে
তিনি কাউকে বলেননি—
'আমাকে ডাক,
আমাকে ধর',
তা' ব'লেছে বরং মানুষ—এই তোমরাই,

আর, আপন মঙ্গল-কামনায়ই
তোমরা
তাঁকে ডেকে থাক,
ধ'রে থাক ;
আর, তাঁকে ডাকা মানে তা'ই করা—
যা'তে অন্তর্নিহিত
ধারণ-পালনী-সম্বেগ
সম্পুষ্ট হ'য়ে ওঠে :
ঐ সম্বেগ যদি ফুটন্ত হ'য়ে না উঠল,
ব্যক্ত ও ব্যাপ্ত হ'য়ে না উঠল—
চরিত্র ও চলনে,
সে-ডাকা সার্থক হ'ল না,
আবার, তা'র জন্যই চাই
এমন কোন শ্রেয়কে অনুসরণ করা—
যাঁ'র ভিতর ঐ সম্বেগ সুমূর্ত্ত। ২৬৮।

যিনি ঈশ্বর—
তিনি চিরদিনই প্রীতিসুন্দর,
একনিষ্ঠ ভক্তি—
যা' তোমার অন্তরে
শিষ্ট অনুবেদনায়
সুসন্দীপ্ত হ'য়ে রয়েছে—
তাই-ই তো তাঁ'র আসন ;
একনিষ্ঠ ভক্তির সহিত
ঈশদীপ্ত অনুপ্রাণনা
প্রীতিস্রোতা হ'য়ে
কৃতি-অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে,
তাই-ই তো তাঁ'র আরতি ;
সমস্ত বিশ্বের প্রতিপ্রত্যেকটি—
ঐ কৃতি-সন্দীপনার ভিতর-দিয়ে

ভক্তির উচ্ছ্বাস-আবেগে
জীবনীয় তাৎপর্য্যে
তাঁ'র আরতি করে,
তাঁ'র পূজা করে ;
নিষ্ঠাবিহীন অনুরাগ যেখানে—
সেখানে কিন্তু
অন্ধতমসারই আবাস,
নিষ্ঠা যেখানে নেই—
ভক্তির ভাঁওতা যতই কর না কেন—
তা' কিন্তু অদৃশ্য,
অবোধ্য ;
তাই বলি,
নিবিষ্ট নিষ্ঠার সহিত
ভক্তির সহজ উৎসারণায়
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
তাঁ'র আরতি কর,
পূজা কর,—
প্রত্যেকটি মানুষ
প্রত্যেকটি যা'-কিছু—
তাঁ'র বিগ্রহ
বুঝে নিয়ে,
উদ্দীপ্ত উচ্ছ্বাসে
সবাই
তৃপ্তদীপনায়
সজাগ হ'য়ে উঠবে,
তোমার ব্যক্তিত্ব হবে—
সেই পূজা-আরাধনার
জীয়ন্ত সণ্ডিল। ২৬৯।

দেবতাদের কাছে
শুধু "ভক্তি দাও" "ভক্তি দাও" ব'লে

লাখ বল আর কাঁদাকাটি কর,
তা'তে কি ভক্তি হয় ?
ভক্তি চাইতে গেলে
যাঁ'র কাছে ভক্তি চাও—
তাঁ'কে ভজতে হবে
অর্থাৎ তাঁ'র ভজন করতে হবে ;
তাঁ'র ভজন করতে হবে মানেই
তাঁ'র সেবা করতে হবে,
অনুচর্য্যা করতে হবে,
বিহিত পরিচর্য্যায়
তাঁ'কে তৃপ্ত করতে হবে ;
এই তৃপণী অনুচর্য্যাই
শ্রদ্ধা-বিগলিত হ'য়ে
নিষ্ঠা-অনুকম্পায়
অচ্ছেদ্য অনুরাগ সৃষ্টি ক'রে
ব্যক্তিত্বকে ঐ ভজন-প্রতিভায়
উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলবে,
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলবে,
উচ্ছল ক'রে তুলবে ;
ভক্তি চাইতে গেলেই
ক্রমানুচলনশীল হ'য়ে
অনবচ্ছিন্ন উচ্ছল চলনে
অন্তঃকরণের আগ্রহ নিয়ে
এইগুলি করতেই হবে—
বোধচক্ষু নিয়ে দেখে, বিবেচনা ক'রে,
উদ্দেশ্যের নির্ণয়ী তালিমে,
তাঁ'র কাছে না চেয়ে,
নিজ-দায়িত্বে সংগ্রহ ক'রে—
বিহিত ত্বারিত্যে ;
একটা নিদেশের পরিপালন,
বিহিত অনুচর্য্যা,

বিহিত তৃপ্তিকর কর্ম্ম—
এর কোন-একটা কিছুও
বাদ দিলে চলবে না ;
অমনি ক'রেই
পরিচর্য্যাকে পরিপালন কর,
ক'রে পাও,
আর, এমনতর পাওয়াই হ'চ্ছে
কৃপা-লাভ ;
আর, না ক'রে হাজার পেলেও
সে-পাওয়া কি পাওয়া হয় ?
নিজস্ব কিছু হয় ?
তাই, ভক্তি যদি চাও,
ঐ আচরণে,
ঐ করণে চলতে থাক—
ঐ অমনতর অন্তঃকরণের আগ্রহ নিয়ে
ভজন-উৎসর্জ্জনায়,
রাগরঞ্জিত আপ্রাণ সেবানুচর্য্যায় ;
অনুগ্রহ পাও—
আগ্রহ-উদ্ভিন্ন হ'য়ে ;
ভক্তিরাগরঞ্জিত হ'য়ে
তোমার ব্যক্তিত্ব
রঙ্গিল হ'য়ে উঠতেও পারে। ২৭০।

ঈশ্বর ব'লে ডাকতে ইচ্ছা করে
ডাক,
না করে, ডেকো না,
ভগবান্ বলতে ইচ্ছা করে
বল,
না করে, ব'লো না,
ঠাকুর-দেবতার ধার ধারতে ইচ্ছা করে
ধার,

নয়তো ধেরো না,
কিন্তু বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ
শ্রেয়কেন্দ্রিক হও,
শুভপরিচর্য্যী হও,
ঐ শ্রেয়কেন্দ্রিক শুভ-চর্য্যার তালিমে
আপ্রাণ হ'য়ে ওঠ,
আর, তদনুক্রিয় তৎপরতায়
দুনিয়ার পরিচর্য্যানিরত হও—
হৃদয়ের হৃদ্য-অনুকম্পার
বিতান বেদীতে
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে ;
অশুভ-নিরোধী হও,
শ্রেয়-প্রতিষ্ঠ হও,
যা' করবে
সর্ব্বসঙ্গীতি নিয়ে
অন্বিত অর্থনায়
তা'র প্রভু হ'য়ে ওঠ—
ধারণ-পালন-পরিচর্য্যায়
তা'র সব-কিছুকে বিনায়িত ক'রে ;
এই এমনতর ক'রে
শ্রেয়কেন্দ্রিক হ'য়ে চলাই হ'চ্ছে—
ঈশ্বরকে ডাকা
—তা' ঈশ্বর ব'লে কিছু স্বীকার কর
বা নাই কর,
ভগবান ব'লে কাউকে
ভজনা কর আর নাই কর,
কিন্তু একনিষ্ঠ-শ্রেয়-হারা
কখনই হ'য়ো না ;
আর, সেই শ্রেয়কে
ভগবানই বল,
প্রেয়ই বল,

আর, ঠাকুর-দেবতাই বল
বা পরম বন্ধুই বল,
বা কিছুই না বল,
কিন্তু তাঁ'তে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে ফেল,
সঙ্গত ক'রে ফেল,
অর্থান্বিত ক'রে ফেল—
বাস্তব সক্রিয়তায় ;
বুঝতে পারবে—
ঈশ্বরকে,
শিবকে
বা শুভকে
মূর্ত্ত শ্রেয়ের ভিতর-দিয়ে
কি ক'রে ডাকতে হয় ;
ঐ শ্রেয়ই হ'য়ে উঠবেন
তোমার আদি-বাক্ । ২৭১ ।

সন্ধিৎসার চক্ষু নিয়ে
সন্ধিৎসু চলনেই চলতে থাক—
সুকেন্দ্রিক আলম্বনে নিজেকে নিবদ্ধ রেখে,
প্রকৃতির প্লুতগতিকে লক্ষ্য ক'রে
তা'র বৈধী-চলনকে নির্ণয় কর—
বিহিত বিনায়নী বিন্যাসে
বেণীবদ্ধ ক'রে তা'কে ;
বিদ্যাকে জান,
অর্থাৎ যা'তে থাকে,
যেমন ক'রে থাকে,—
এই থাকবার বিধিগুলিকে নির্ণয় কর ;
আবার, অবিদ্যাকেও জান,
অর্থাৎ থাকার অন্তরায় যা'-কিছু,

থাকাকে শীর্ণ করে যা'-কিছু,—
তা'কেও জান ;
অবিদ্যাকে এড়িয়ে,
নিরোধ ক'রে,
প্রতিহত ক'রে
বা সত্তাপোষণী বিনায়নায়
বিনায়িত ক'রে
বিদ্যমানতার অনুপোষণাগুলিকে
বৈধী বিনায়ন-তাৎপর্য্যে
তোমার সত্তায় সংগ্রথিত ক'রে
পরিপুষ্ট ক'রে তুলতে থাক ;
এই বোধনাই হ'চ্ছে বাস্তব জ্ঞান,
আর, প্রকৃতির এমনতর বৈধী-অনুচলন,
যা' হ'তে বর্দ্ধনায় বিকশিত হ'য়ে ওঠে
যা'-কিছু—
বৈশিষ্ট্যানুগ চলনে,
তা'র পিছনে বিধাতার যে-প্রেরণা
প্রদীপ্ত গতিতে
স্রোতোমুখর হ'য়ে চলেছে—
তা'কে জেনে
করণীয়গুলিকে বিধায়িত ক'রে তোল,
পোষণপুষ্ট হ'য়ে ওঠ,
বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠ—
অসীমের দিকে এগুতে এগুতে
স্মৃতিবাহী চেতনার চলনকে
জাগ্রত ক'রে তুলতে তুলতে
অমর-জাগরণে ;
যা' শাশ্বত,
যা' প্রাচীনের সঙ্গে
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
বর্ত্তমানে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে'

ভবিষ্যৎ-এর দিকে
অফুরন্ত চলনে চলছে,—
তা'কে উপলব্ধি কর,
সপরিবেশ সেই চলনে চল,
উল্লোল-নন্দনায়
সামছন্দে
অমৃত আবাহনে
সবাইকে অমরদীপ্তিতে
জীয়ন্ত ক'রে তোল। ২৭২।

তুমি অকিঞ্চন হও,
অকিঞ্চনতা তোমার
স্বাভাবিক হ'য়ে উঠুক,
ঐশ্বর্য্য তোমাকে সেবা করুক,
তুমি ইষ্টীপূত গণসেবী হ'য়ে ওঠ—
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে,
আর, তোমার ঐ গণসেবা
সার্থক হ'য়ে উঠুক—
তোমার আচার্য্যে, প্রিয়পরমে, ঈশ্বরে,
তাঁ'রই
মনোজ্ঞ অনুচলন, বাক্ ও ব্যবহারে
সক্রিয় সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
আর, ক'রে তোল সকলকে,
কেউ যেন অভাবগ্রস্ত না হ'য়ে থাকে,
দারিদ্র্য, রোগ, শোক, আপদ-বিপদকে
অপসারিত ক'রে
তা'দিগকে কল্যাণযাত্রী ক'রে তোল,
শতায়ু ক'রে তোল সবাইকে,
সুপ্রজনন-বিধায়নায় দুনিয়াটাকে
অমৃতগর্ভা ক'রে তোল,

তোমার প্রার্থনা ও অনুচলন-পরিবেদনা
অমনতরই বিন্যাস-বিনায়িত
হ'য়ে উঠুক,
আর, তোমার এই সার্থকতা
ঈশ্বরে উৎসর্গীকৃত হ'য়ে উঠুক,
প্রিয়পরমে প্রবৃদ্ধপ্রসন্ন পরিক্রমায়
তাঁরই আহুতি হ'য়ে উঠুক—
তোমার ব্যক্তিত্বের যা'-কিছুকে
সার্থক ক'রে
উৎসর্জনী প্রসন্ন প্রসাদে। ২৭৩।

ঠাকুর-দেবতাকে বা শ্রেয়পুরুষকে
দান করার প্রথা মানে—
তোমার কাছে
যা' সব চেয়ে লোভনীয়,
তুমি পছন্দ কর যা' বেশী
সব চেয়ে,
তা'ই দান করা ;
ঐ ত্যাগ তোমাকে ধন্য ক'রে
বর্দ্ধনাকে বিপুল ক'রে তুলবে—
ঐ ত্যাগ যদি তোমার
তৃপ্তিপ্রদ হ'য়ে থাকে ;
আর, হামেশা তা' তোমার লোভকে
শুভ-বিনায়নে
বিনায়িত ক'রে
তোমাকে কৃতী ক'রে তুলবে,
দীপ্ত ক'রে তুলবে ;
কিন্তু যা' পছন্দ কর না,
তা' যদি দান কর,

তা' তোমার জীবনে কিন্তু
তোমার বাঞ্ছনীয় যা'
তা'তে সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলবে না,
বরং উল্টোই ক'রে তুলবে ;
তাই, যা' সব চেয়ে পছন্দ কর,
যা' লোভনীয় তোমার পক্ষে—
তা'ই আগে
ঠাকুর-দেবতাকে দান কর,
আর, তাঁ'র জন্য
যেমন যে-আগ্রহ নিয়ে
ত্যাগ করেছ,
সেই ত্যাগের ভূমিতে দাঁড়িয়ে
তাঁ'র পরিচর্য্যা-নিরত হও ;
ঐ প্রব্রজ্যা,
ঐ প্রকৃত চলন
তোমাকে
ধারণ-পালনী উৎসবে
সম্বৃদ্ধ ক'রে
সেবানিরত ভজনানন্দে
সাত্ত্বিক উদ্বোধনায়
শুভ-সুন্দর ক'রে তুলবে। ২৭৪

ইষ্টভৃতিতে যা'দের নিষ্ঠা শিথিল,
যা'দের ইষ্টভৃতি ব্যত্যয়ী
বা বিপর্য্যয়ীক্রমে চলৎশীল,
ইষ্টভৃতি জীবন-যজ্ঞের
প্রধান আহুতি ব'লে
যা'রা গ্রহণ করেনি,
বা মুখে বললেও

কাজে তা'তে তাচ্ছিল্যাই ক'রে থাকে,
ইষ্টভৃতি সম্বন্ধে
তা'র আয়-ব্যয় সম্বন্ধে
যা'দের অন্তরেই হো'ক—
আর বাহিরেই হো'ক—
কৈফিয়তের অবতারণা হয়,
ভ্রাতৃভোজ্য, ভূতভোজ্যকে
যা'রা ইষ্টভৃতির পূজা-উপকরণ ক'রে
নিবেদন করে না,
ইষ্টভৃতি ইষ্টে নিবেদন ক'রে
আত্মপ্রসাদের বদলে
যা'রা আপশোসই ক'রে থাকে,
এমনতর যা'রা—
তা'দের ইষ্টভৃতি
সত্তার প্রস্বস্তিকর হ'য়ে উঠতে পারে না ;
যদিও এমন স্থলেও
ইষ্টভৃতি করা মন্দের ভাল,
জীবনকে তা'
খানিকটা এগিয়ে দেয় যদিও,
তথাপি এমনতর ইষ্টভৃতি
ইষ্টে সার্থক হ'য়ে ওঠে না ;
ঐ ভৃতি কলঙ্ক-মর্দ্দিতই হ'য়ে ওঠে,
আর, তা'র নিবেদনও
প্রতিষ্ঠা লাভ করে না,
তাই, তা'র সার্থকতা অতি মন্থর,
ব্যত্যয় ও বিভ্রান্তির কবল-কলুষিত ;
ইষ্ট কি তা' গ্রহণ করেন ?
সে-উৎসর্গ কি জীবনে
সম্বর্দ্ধনী উৎসর্জ্জনা সৃষ্টি করতে পারে ?
—তা' কখনও নয়,
ঐ দ্বিধাদুষ্ট উৎসর্গ

তাঁ'র প্রস্বস্তির অর্ঘ্য হ'য়ে ওঠে না,
বরং হয় অস্বস্তির সাজা। ২৭৫।

তোমার জীবন-সমুদ্রে
বা এই হওয়ার সমুদ্রে
ইষ্টভৃতি প্রবাল-দ্বীপ-স্বরূপ—
যা'র উপর দাঁড়িয়ে
সপারিপার্শ্বিক তোমার জীবন-জগৎকে
এমনতরভাবে
বিনায়িত করতে পার,
যা'তে ঐ প্রবাল-দ্বীপ
প্রকৃষ্ট ব্যাপ্তিতে
বিরাট্ হ'য়ে উঠতে পারে—
ইষ্টানুগ অনুচলন-তৎপর হ'য়ে,
তদনুগ আত্মবিনায়না নিয়ে ;
আর, যতই ঝামেলা আসুক,
ঝঞ্ঝাটের ঝাপ্টা
যেমনতরই প্রবাহিত হো'ক
তোমার উপর-দিয়ে,
আগন্তুক প্রবাহ নিয়ে,—
দেখবে—
ঐ সক্রিয় বাস্তব
অর্ঘ্য-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তুমি এমনভাবে
স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে,
যা'তে ওগুলি
কিছুই করতে পারবে না তোমার,
প্রতিপদে, নিরাকরণে
নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে
বরং সেগুলিকে বিনায়িত ক'রে

শুভপ্রসূই ক'রে তুলতে পারবে :
আর, দেখবে যা'রা তা' করে না—
নিখুঁতভাবে
শ্রদ্ধা-উৎসারণী
সাংস্কৃতিক শুচিতা নিয়ে,—
তা'রা হয়তো ঝড়ের কুটোর মত
কোথায় বিক্ষিপ্ত হ'য়ে
বিধ্বস্তিতে নাজেহাল
বা অবসান হ'য়ে চলবে
তা'র ইয়ত্তাই নেইকো ;
তাই বলি,
দৃঢ়ভাবেই বলি—
যা'ই কর, আর তা'ই কর,
নিখুঁত সাংস্কৃতিক শুচিতা নিয়ে
বিনা সর্ত্তে,
বিনা কৈফিয়তে,
বিনা হিসাব-নিকাশে
শ্রদ্ধোচ্ছল স্বতঃস্বেচ্ছ আকূতি নিয়ে
অন্তর-উৎসর্জ্জনায়
ঐ ইষ্টভৃতি
প্রত্যহ নির্ব্বাহ ক'রে চল—
স্বস্তির শান্তিজল
ক্ষেপণ করতে-করতে,
ওটা তোমার দৈনন্দিন মঙ্গল-যজ্ঞ ;
ঠিক জেনো—
যা'রা ও-হ'তে তোমাকে
নিবৃত্ত করে,
তা'রা যেমনতরই শ্রদ্ধার পাত্র
হো'ক না কেন—
অজ্ঞতাবশতঃ তা'রা
শত্রুতাই ক'রে থাকে,

বজ্রের মত ভয়াল তা'রা
তোমার জীবনে। ২৭৬।

ইষ্টভৃতি

যা'রা আর্য্যপন্থী বা ধর্ম্মপন্থী—
প্রত্যেকেরই অবশ্য করণীয়,
আর, স্বস্ত্যয়নী-ব্রত যা'রা গ্রহণ করে,
তা'দের পক্ষেও তা'
আজীবন অবশ্য পালনীয়—
সম্যক্ নীতিবিধি-সহ ;
বিশেষ সদাচারপরায়ণ হ'য়ে
সুনিষ্ঠ সন্দীপনায়
প্রত্যূষে
সাংসারিক কর্ম্মে
নিয়োজিত হওয়ার পূর্ব্বেই
এই অর্ঘ্য-নিবেদন
মানুষের জীবনকে
উচ্ছল ক'রে তুলে' থাকে—
বৈশিষ্ট্যমাফিক প্রবৃত্তিগুলির ক্রমবিন্যাসে
অন্তর্নিহিত গুণ ও বোধদীপনার
ক্রম-বিনায়নে
মানুষকে কৃতি-তৎপর অনুবেদনায়
উদ্দীপ্ত ক'রে ;
তাই, ইষ্টভৃতি বা স্বস্ত্যয়নী
সুনিষ্ঠ শ্রদ্ধাদীপ্ত অন্তরে
নিত্য স্বহস্তে
ইষ্টোদ্দেশ্যে নিবেদন ক'রে—
বা অশক্ত ও অশৌচ অবস্থায়
উপযুক্ত প্রতিনিধির দ্বারা নিবেদন ক'রে—
ইষ্টার্থ-প্রয়োজনে

তাঁরই যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য
যথাসময়ে ইষ্টসকাশে
নিজেই পাঠিয়ে দেওয়া
অবশ্য পালনীয় বিধি ;

অশক্ত অবস্থায়
নির্ভরযোগ্য সপিণ্ড কাউকে দিয়ে
পাঠানো যায়,
তা'ও যেখানে অসম্ভব—
তেমনতর স্থলে
নির্ভরযোগ্য ইষ্টভ্রাতা কাউকে দিয়ে
পাঠানো চলে,
কিন্তু তা' যা'তে যথাসময়ে প্রেরিত
ও ইষ্টসকাশে
বাস্তবে উপস্থাপিত হয়—
সে-ব্যবস্থার দায়িত্ব কিন্তু
তা'র নিজেরই ;
এর ব্যত্যয়ী অনুচলন
অন্তরস্থ শ্রেয়নিষ্ঠাকে
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে
অনুশীলনাকেও তেমনতর
ক্ষুব্ধ ক'রে তোলে ;
আবার, এই ইষ্টভৃতি বা স্বস্ত্যয়নী
সময়মত না পাঠালে,
বা সামর্থ্য থাকতেও
নিজে না পাঠিয়ে
অন্য কাউকে দিয়ে পাঠালে,
অথবা অন্যেরটা সংগ্রহ ক'রে
নিজের কাছে জমা রাখলে
কিংবা পূর্ণ বা আংশিকভাবে
তা'র যথেচ্ছ ব্যবহার করলে,
ঐ ব্যতিক্রমী চলন

ঐ সম্বেগে
বিপর্য্যয়ী সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
ব্যক্তিত্বকেও
অবসাদগ্রস্ত ক'রে তোলে ;
ঐ ইষ্টার্ঘ্য
অমনতরভাবে যা'রা সংগ্রহ করে
বা যা'রা অন্যের হাতে দেয়—
উভয়েই ব্যত্যয়দুষ্ট হ'য়ে পড়ে ;
আগন্তুক যে-কোন প্রকার বিপদ-আপদে
যা'রা এমনতর করে না—
তা'রা যেখানে নির্য্যাতিত হ'য়ে থাকে—
তেমনতর স্থলে ঐ সুনিষ্ঠ ব্রতচারী যা'রা
তা'রা
দুর্ভেদ্য স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে থাকে,
আর, তা'দের আপদ্-আবর্জ্জনাগুলি
হাওয়ার ঘূর্ণিতে
কোথায় উড়ে যায়—
তা'র ইয়ত্তা নেইকো ;
তাই, এই ব্রতে কোন ব্যতিক্রম
সৃষ্টি করতে যেও না,
বিহিতভাবে যা' করণীয়
তা' ক'রো ;
কৃতি-তৎপর অনুনয়ন
প্রতিটি কর্ম্মকে
ইষ্টানুগ ধর্ম্মচর্য্যায়
সুবিনায়িত ক'রে
তোমার স্বস্তি-প্রাকারকে
সুরক্ষিত ক'রে চলতে থাকবে,
আপদ্, বিপদ্, বিপর্য্যয়, দুঃখকষ্টের
কারণ যা'-কিছু
সেগুলিকে ঘূর্ণিবাত্যার

প্রচণ্ড আবর্ত্তনের মত
কোথায় উড়িয়ে দিয়ে
তোমাকে স্বস্তি-সন্দীপ্ত ক'রে রাখবে ;
—দুনিয়ার সব মহাত্মারাই
এমনতরই ব'লে থাকেন ;
তাই, সুসন্দীপী হও,
সাধুকর্ম্মা হও,
তোমার সত্তা ও কৃতিদীপনা
ধৃতিমণ্ডিত হো'ক—
শুভ-সন্দীপনী তৎপরতায় ;
ঐ ব্রতচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তুমি ব্রতী-ব্যক্তিত্ব লাভ কর,
ব্রতচারী হ'য়ে ওঠ। ২৭৭।

তুমি যদি ইষ্টনিষ্ঠ হও,
যদি কল্যাণকৃৎ হও তুমি,
সে-কল্যাণ যে শুধু তোমাকে
অভিষিক্ত করে—
তা' নয়কো,
তা' কিন্তু তোমার সংস্রব-সম্বদ্ধ
সঙ্গতিশীল
যে-যে-ই থাকুক না কেন,
তা'দিগকেও স্পর্শসিক্ত ক'রে তোলে ;
আবার, তেমনি অকল্যাণকৃৎ হ'লে
তুমি যা'র কাছে থাক,
যা'র কাছে খাও,
যেখানে শয়ন কর,
যেখানে আড্ডা দাও
বা যা'র সাথে মেলামেশা কর,
বা তোমার সঙ্গে

সংস্রব-সম্বন্ধান্বিত যা'রা—
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে,
সবাইকেই
নৈকট্য ও দূরত্ব-মাফিক
যেখানে যেমন অভিঘাত
সৃষ্টি করতে পারে,—
তা' করতে কসুর করবে না ;
তাই, তুমি কল্যাণ করলেও
যেমন তৃপ্তি ফলস্রোতা হ'য়ে
নৈকট্য ও দূরত্ব-হিসাবে
সকলকেই নন্দনাভিষিক্ত ক'রে তোলে,—
অকল্যাণকৃৎ হ'লেও
দৈন্য-দুর্দ্দশা
নৈকট্য ও দূরত্ব-হিসাবে
যেখানে যেমন সম্বন্ধ
তেমনতরই অভিঘাত সৃষ্টি ক'রে
অল্পবিস্তর সবাইকেই
শীর্ণ ক'রে তোলে ;
তাই ভেবো না—
তোমার অকল্যাণ
তোমাতেই নিবদ্ধ থাকবে,
আর, কল্যাণও একমাত্র তোমাতেই
উচ্ছল হ'য়ে চলবে। ২৭৮।

আমি বলি—
দাগাবাজি ছাড়,
দাগাবাজি মানে প্রবঞ্চনা,
বিশ্বাসঘাতকতা ;
নিষ্ঠারঞ্জিত প্রতুল আগ্রহে
পরিচর্য্যা-পরায়ণতাকে

তোমাতে প্রকৃষ্ট ক'রে তোল ;
তোমার অন্তঃকরণ আকর্ষণ-স্হণ্ডিল
হ'য়ে উঠুক,
সেই স্হণ্ডিলে আকর্ষণীর আবির্ভাব হো'ক,
আর, কৃষ্টি
দীপন-প্রভাবে বিকিরিত হ'য়ে
তোমার চরিত্রকে প্রভাবিত ক'রে
বিভূতি-প্রভাবনায় বিকীর্ণ হ'তে থাকুক ;
ঐ অন্তঃকরণের আগ্রহ-আকুল
উদ্দীপনার ভিতর-দিয়ে
লোকচর্য্যা-নিরতি নিয়ে
তা'দের অস্তিবৃদ্ধির পরিচর্য্যায়
পরিব্যাপ্ত হ'য়ে ওঠ তুমি ;
ঐ পরিব্যাপনী আলোকমূর্ত্তি
ইষ্টায়িত কৃষ্টত্বের
আবির্ভাব নিয়ে আসুক
তোমার জীবনের প্রতিটি কানায়-কানায় ;
তুমি উচ্ছল-উদ্দাম হ'য়েও
সৌম্য-সন্দীপনায়
ধীর বোধনা নিয়ে
সবাইকে সেই প্রসাদ বিতরণ কর ;
নিজে নন্দিত হও
ও নন্দিত ক'রে তোল সবাইকে,
ঐশ্বর্য্য তোমার আরতি করুক,
বিভব তোমার বিভূতিকে
উপাসনা করুক,
হৃদয়
তোমার প্রতিটি হৃদয়ে
প্রবেশ ক'রে
প্লাবন সৃষ্টি করুক,
তুমি অমৃতমূর্ত্তি হ'য়ে ওঠ । ২৭৯ ।

শুধুমাত্র ফুল, বিল্বপত্র, তুলসী,
গঙ্গাজল ইত্যাদি দিয়ে
পূজা করলেই পূজা হয় না ;
পূজা মানে, যাঁর পূজা করছ—
তাঁর যত্ন করা,
তাঁকে সুখ্যাত ক'রে তোলা,
তর্‌তরে তীক্ষ্ম ক'রে তোলা,
আর, তা'র কলাকৌশল যা'-কিছু
তোমার ভিতরে
যত্নপূর্ব্বক জাগ্রত ক'রে তোলা,
যা'তে তা' বিবর্দ্ধনী নন্দনায়
তোমার আয়ত্তে আসে,
সব' দিক্-দিয়ে
সর্ব্বতোভাবে
নিজেকে তা'র উপযোগী ক'রে
তীক্ষ্ম, সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে
তোমার নিষ্ঠানন্দিত যত্নের
যেন এতটুকু ত্রুটি না হয় ;
এমনতর পূজাই তো
তোমার ভিতর সক্রিয় হ'য়ে উঠবে—
তোমার ধৃতি উদ্ভাসিত ক'রে ;
তুমি বুঝবে,
করতে পারবে—
সমীচীনভাবে সুনিয়োগ ক'রে তা' ;
নতুবা,
শুধু ঐ ফুল, বিল্বপত্র,
তুলসী ইত্যাদি দিয়েই যদি
পূজার সমাপন হয়,
তা' যদি তোমার ভিতর
জাগ্রত ক্রিয়া-কৌশলে
সুপরিপুষ্ট না হ'য়ে ওঠে,

সুখ্যাত না হ'য়ে ওঠে,
তোমার পূজা
ক্লীবত্বেরই একটা অনুচলন ছাড়া
কিছুই নয়কো ;
ঐ পূজার দ্যোতনা
তোমাকে
সব দিক্-দিয়ে
সুদীপ্ত ক'রে তুলতে পারবে না—
ধী ও ব্যবহারিক জগতে। ২৮০।

প্রার্থনার সময়
আত্মস্বার্থের চিন্তা ক'রো না,
ইষ্টার্থের চিন্তা কর,
ঐ চিন্তাকে উদ্দীপ্ত ক'রে
ঊর্জ্জী কৃতিমান ক'রে তোল,
এমনতরই প্রেরণা-সম্বুদ্ধ ক'রে তোল—
যা'তে তা' নিষ্পাদন না ক'রেই
তুমি থাকতে পার না ;
তাঁ'র মহিমা, আচার-ব্যবহার, গুণাবলীর
চিন্তায়
নিজেকে এমনতর প্রবুদ্ধ ক'রে তোল—
যা'তে তোমার বৈশিষ্ট্যের ভিতর
ঐগুলি স্বতঃ-সন্দীপনায়
আচরণসিদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
অনুকম্পী প্রীতি-উৎসারণায়
ইষ্টার্থসিদ্ধ সম্বর্দ্ধনী সম্বেগ নিয়ে ;
এক-কথায়, ইষ্টার্থ যা'-কিছু
তা' যেন তোমার কাছে
জীবনীয় হ'য়ে ওঠে,
স্বার্থ হ'য়ে ওঠে,

আর, সম্বর্দ্ধনা তোমার
তা'রই নিষ্পাদনের ভিতর-দিয়ে
ক্রমোচ্ছল হ'য়ে চলে ;
আবার বলি—
আত্মস্বার্থের চিন্তা করতে যেও না,
ঐ চিন্তা তোমাকে
ঐ প্রবৃত্তি-গহ্বরেই
আটক ক'রে রাখবে,
উচ্ছল উদ্দীপনায়
তোমাকে সাত্বত ধৃতিমান
ক'রে তুলবে না,
সঙ্গে-সঙ্গে অন্যের বেলায়ও
তা'কে সঙ্কীর্ণ ক'রে তুলবে ;
প্রার্থনার বীজই হ'চ্ছে—
ইষ্টচিন্তা আর
ইষ্টার্থ-নিষ্পাদনী অকাট্য
উর্জ্জী সম্বেগ,
আর, তোমার সত্তায়
তাঁ'র শুভ-পরিবেষণ—
সব দিক্-দিয়ে,
সব রকমে ;
তাই, প্রার্থনারত থাক,
আর, সবাইকে সেই সংস্রবে
সংস্রবান্বিত ক'রে তোল—
উর্জ্জনার যাজনদীপ্ত চর্য্যা-উপচারে। ২৪১।

ধর্ম্ম যেখানে
বিভেদ সৃষ্টি করে,
ব্যতিক্রম নিয়ে আসে,
হিংস্র ক'রে তোলে,—

তা'তে ধর্ম্মের নাম থাকলেও
ধর্ম্মের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না—
তা' সে হিন্দুই হো'ক,
শিখই হো'ক,
জৈনই হো'ক,
মুসলমানই হো'ক,
খ্রীশ্চানই হো'ক,
পারসীকই হো'ক,
আর, যা'ই হো'ক ;
ঈশ্বরই বল—
খোদাই বল—
আহুর মাজদাই বল—
'গড্'-ই বল—
আর, যা'ই বল,—
তিনি চিরদিনই এক,
অদ্বিতীয়
এবং সৎ-চলনশীল,
তাই, ধর্ম্ম বা ধৃতিচলনও
এক-জাতীয়,—
যা' জীবনকে
সব সময় সম্বর্দ্ধিতই ক'রে চলে,—
যা'র লক্ষ্যই একমাত্র
ঈশ্বর—
আত্মিক উৎসর্জ্জনা,
ব্যতিক্রমদৃষ্টি সেখানে নেই,
আছে—
সাত্বত সন্দীপনী অনুচলন,—
যা'র ভিতর-দিয়ে
তাঁ'র দিকে আমরা
এগিয়ে যেতে পারি—
তদনুগ নিষ্ঠা ও আচার-আচরণে ;

সাত্বত সংহতিই
ধর্ম্মের ধৃতিদীপনা,
আর, ধর্ম্মের সংস্থিতি হ'ল মৈত্রীতে—
ধৃতিবিনায়নী তাৎপর্য্যে,
জীবনীয় উৎসর্জ্জনায়। ২৮২।

বেদই বল,
কোরাণই বল,
জেন্দাবেস্তাই বল,
বাইবেলই বল,
আর, যে-কোন ধর্ম্মশাস্ত্রই বল—
বাস্তব ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
কাজে লাগিয়ে
তা'র মর্ম্মকে উদ্ঘাটন করতে
যতক্ষণ না পারছ—
ততক্ষণ ঠিকই জেনো—
তুমি কিন্তু তা'তে
অন্ধ হ'য়ে আছ ;
সেই বাক্
তোমাতে ব্যক্ত হ'য়ে
বিকীর্ণ হ'য়ে
সার্থক সন্দীপনায়
কি শুভ আনতে পারে
—তোমার বা অন্যের ?
ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি পাঠ কর—
সাত্বত অনুবেদনী তাৎপর্য্যে,
ধর, কর,
অর্থ ও মর্ম্ম উদ্ঘাটন কর,
বাস্তব ব্যবহারে
তা'র সৌকর্য্যগুলি অনুধাবন কর,

অর্থাৎ যা'-কিছু
আয়ত্ত করতে চাও—
তা' যদি অমনতর
অভিনিবেশ-অনুশীলনে
আয়ত্ত কর—
যা'-কিছু বুঝ-সুঝ
সমস্তকে
সমীচীনভাবে বিনায়িত ক'রে,
আয়ত্তে আসবে কিন্তু তাই-ই—
সঙ্গীতিশীল আওতায় এসে
ভজন-উদ্দীপী অনুবেদনা নিয়ে,
ভক্তি-মাধুর্য্যে রসাল ক'রে তুলে' ;
তুমি সার্থক হও,
ভরদুনিয়াটাও সার্থক হ'য়ে উঠুক। ২৮৩।

ধর্ম্ম যদি করতে যাও—
ধৃতি-উৎসারণী যা'-কিছু
খুঁজে-পেতে
বের করতে হবে—
ভরদুনিয়ার যা'-কিছু হ'তে—
কৃতি-তৎপরতায়,
যা' ধৃতির সমর্থক—
সন্দীপনী পরিপোষণায়
সুসংস্থ-তৎপরতায়
তা'কে বিনিয়ে নিয়ে
তোমার
জীবনবর্দ্ধনী যা'-কিছুর
পরিপোষণার জন্য
তেমনই প্রস্তুতি নিয়ে
থাকতে হবে
ক্রম-অধিগমনে ;

তাহ'লে
সংস্কৃতিই হ'চ্ছে
ধৃতি-উৎসারণার
উর্জ্জী অনুপোষক ;
তুমি পণ্ডিতই হও,
আর মূর্খই হও,
খুঁজেপেতে
যে-সব সহজ জ্ঞান
তুমি সংগ্রহ করতে পার—
নিখুঁতভাবে,—
পূর্ব্বতন ঋষি
ও শাস্ত্রানুগ সুপ্রতিষ্ঠিত বোধিবিভূতিকে
অনুসরণ ক'রে,
যে-জ্ঞান
তোমার সত্তার পক্ষে
অবসাদবিহীন
সুসন্দীপক—
আচার-ব্যবহার
চাল-চলনে
যদি সেগুলি ব্যবহার কর—
তোমার ব্যক্তিত্বের জীবনবর্দ্ধনা
তা'র পোষণ
জোগাবেই কি জোগাবে ;
তাই ব'লে থাকে—
"আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ"। ২৮৪।

জীবন চাও তো—
জীবনীয় তাৎপর্য্য যা'-যা'
সেগুলি
শিষ্ট অনুশাসনে

সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
বিন্যাস-বিনায়নে
যেখানে যেটা বিহিত
তেমনি ক'রেই
পরিচর্য্যা কর—
পারিবেশিক
জীবনীয় পরিচর্য্যার সহিত,
এমনি ক'রেই
ক্রমে
সার্থকতায় উপনীত হও,
আর, সেই সার্থকতার যা'-কিছু
জীবনের ঈশ্বর যিনি
অর্থাৎ, জীবনের ধৃতিসম্বেগ যিনি—
বৈধী বিনায়নে
সবই তাঁতে উৎসর্গ কর,—
তা' তোমার সত্তাকে যেমনতর
তেমনি ক'রেই
সাত্বত পরিবেশ যা' আছে—
যথাসম্ভব
প্রতিপ্রত্যেকটি নিয়ে ;
সার্থকতার
ঐ তো সুষ্ঠু কৃতিপূজা—
যা'
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে
সাত্বত অস্তিত্বকে। ২৮৫।

তা'কেই
জীবনীয় ব'লে জেনো—
যেমন ক'রে
যা'র ব্যবহারে

তোমার সত্তা
সুষ্ঠু ও সুন্দর থাকে,—
তা' বাক্যে, ব্যবহারে, কৃতি-উজ্জ্বনায়—
সব দিক-দিয়ে,
আর, সেইটিই ধ'রে নিও—
অন্যেরও তেমনতরই প্রয়োজন—
বিভিন্ন মাত্রায়,
অস্তিত্বের কাঠামো
যা'র যেমনতর—
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ের
অনুক্রমী তৎপরতায়—
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন—
ক্রম-বর্দ্ধন দীপনাতে
বিহিত নজর রেখে—
দেশ, কাল ও পাত্রানুগ তাৎপর্য্যে,
আর, এইরকম চলতে-চলতে
মাত্রা ও মর্য্যাদার বোধ
ক্রমে-ক্রমেই বাড়তে থাকবে,
বুঝও হবে তেমনি ;
তোমাকে কেন্দ্র ক'রে
দুনিয়ার যা'-কিছু
যেমনতর যে-অবস্থায়
সংস্থ হ'য়ে রয়েছে—
তা'র অস্তি ও বৃদ্ধিকে
মেপে-জুখে
যেখানে যেমন করলে যা' হয়—
তা'তে লক্ষ্য রেখে
শিষ্ট যা'
স্বস্তিপ্রসূ যা'
তেমনি ক'রেই চ'লো,
এই হ'চ্ছে—

জীবনীয় মোক্তা কথা,
ধৃতি-বিধায়নার কথা। ২৮৬।

মুক্তির প্রলোভনের চাইতে
ভক্তির প্রলোভনই ভাল ;
ভক্তির আছে—
অনুরাগের সহিত সেবা,
অনুশীলন,
অনুবেদনী উর্জ্জনা ;
তাই, মুক্তির প্রলোভনে
নিজেকে সবহারা ক'রে
একটা ব্যতিক্রমদুষ্ট উর্জ্জনায়
জীবনকে
ব্যাধিদুষ্ট ক'রে তুলো' না ;
মানুষ যখন নিজেকে
ধৃতি-বিনায়িত করতে পারে না—
তখনই ব্যক্তিত্ব
ব্যতিক্রমদুষ্ট হয়,
সে-ব্যতিক্রম
ব্যাধিকেই আমন্ত্রণ করে,—
তা' বহুপ্রকারের হ'তে পারে ;
আর, ব্যাধি মানেই হ'চ্ছে—
বিকৃত ধৃতি ;
তা'ই বলি—
শিষ্ট হও,
সম্বুদ্ধ হও,
নিবিষ্ট হও—
ঐক্য-তাৎপর্য্যে,
প্রীতি-বিনায়িত ক'রে,
রাগদীপ্ত অনুবেদনা নিয়ে ;

অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠার
স্রোতল সম্বেগে—
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগকে
সুসন্ধিৎসু তাৎপর্য্যে
অবধারিত ক'রে—
পরিচর্য্যায়—
শ্রমসুখপ্রিয়তায় নন্দিত হ'য়ে—
নিজেকে কৃতার্থ ক'রে তোল ;
তাই, কর—
তৃপ্তি পাবেও অনেক,
তৃপ্তি দেবেও অনেক । ২৮৭ ।

যদি ধর্ম্মকেই জানতে চাও—
তা'র সব কিছুকে জেনে
মরকোচগুলিকে
অর্থাৎ গঠন ও ক্রিয়া-বিধায়নাগুলিকে
বিনায়িত বিন্যাসে সুসংস্থ ক'রে
তা' কোথায় কেমনতর
কী ক্রিয়া নিয়ে
সংস্থান লাভ করেছে
সে-সবগুলিকেই জানতে হবে,—
তা' যা'-কিছু সবেরই ;
ধর্ম্মবিদ্ হ'তে হ'লেই
বিজ্ঞ বিজ্ঞাতা হ'য়ে
প্রাজ্ঞ অধিবেদনায়
সেগুলিকে জেনে
তা'কে যেখানে যেমনতর ব্যবহার করে—
সেই ব্যবহারের রকমসকমগুলিকে
আয়ত্ত ক'রে

ঐ বিজ্ঞানকে
নিখুঁতভাবে জেনে-শুনে
যেখানে যেমন বিহিত
তাই করতে হবে ;

ধর্ম্ম মানেই—
ধৃতি,
এই ধৃতি-বিধায়না না জানলে
যেমন ধর্ম্মকে জানা যায় না—
তা' যা'-কিছুরই হোক,
সেমনি ধর্ম্মেরও ধৃতিবিধায়না
বিহিত বিন্যাসে
সূক্ষ্ম সন্দীপনী তাৎপর্য্যের সহিত
জানতে হবে,
তবে তো ধর্ম্ম !

এই ব্যাহৃতি
এই ধর্ম্মের ব্যাহৃতি ও সংহৃতি
যিনি যেমনভাবে
আয়ত্ত করতে পারেন—
ধর্ম্মবিদ্ তিনি
তেমনি হ'য়ে ওঠেন ;

শুধু ফাঁকা আওয়াজে
চললে হবে না,

শুধু মান-অভিমান-রাগ-রঞ্জনা নিয়ে
চললেই যে
ধার্ম্মিক হওয়া যায়
তা' নয়কো,

ধর, কর, চল—
অস্খলিত নিষ্ঠা নিয়ে
ইষ্টনিষ্ঠার
মহান বেদীমূলে। ২৮৮।

ধৰ্ম্মের ধারা একই,
ভাবানুবৃত্তি—
যা'র যেমন ধাত
তা'র তেমন হ'তে পারে,
কৃতিকুশল তপশ্চর্য্যাও
ঐ তেমনতরই,—
যা' ভাবদীপনী তাৎপর্য্যে
যা'র যা'র মতন
তা'কে
বিধায়িত ক'রে থাকে,
তা'র ভিতর-দিয়ে
ইষ্টার্থ-অনুনয়ী তাৎপর্য্যে
যে বোধদীপনা
উল্লসিত হ'য়ে পড়ে—
তা'র ভাব আলাদা হ'তে পারে,
কিন্তু প্রকৃতি একই ;
তাই, ধৰ্ম্মের ভিতর-দিয়েই
ধৰ্ম্মের ধাতাকে
আমরা উপলব্ধি করতে পারি,
বিহিত ধাতা যিনি
অর্থাৎ বিধাতা যিনি—
তিনিও তা'র ভিতর-দিয়ে
বিধায়িত হ'য়ে ওঠেন
আমাদের কাছে,
তাই, মনীষিগণ ব'লে গিয়েছেন—
"ধৰ্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"
ধৃতি-বিভাবন,
ধৃতি-আচরণ,
ও ধৃতি-পরিচর্য্যা
বিধিতে নিবিষ্ট নিবেশ নিয়ে

ধাতায় বিধৃত হ'য়ে ওঠে,
ভাব ও আবেগের সহিত
কৃতিকুশল তৎপরতায়
যেমনতর
তা'র পরিচর্য্যা করবে—
তুমি হ'য়েও উঠবে তেমনি। ২৮৯।

মহামানবের কথা—
যা' তিনি দেখেন, শোনেন,
পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
পরিবেশের মধ্যে সঞ্চারিত হয় যা',
মানুষের জীবন তা'তে
উচ্ছ্বসিত থাকে ;
তাঁ'তে যদি অকাট্য নিষ্ঠা থাকে,
অনুরাগ-সন্দীপিত আনুগত্য থাকে,
শিষ্ট কৃতিসম্বেগ থাকে—
যা'র ফলে জীবনটা
শত ব্যতিক্রমকে এড়িয়ে
তাঁ'তে সন্নিবিষ্ট হয়,
তা'তে অনেক কঠিন
দুরারোগ্য রোগও
সাম্য অবস্থায় থাকে ;
দেবতার কাছে ধন্না দাও,
কিন্তু অমনতর রাগসন্দীপী
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
যদি না থাকে—
হয়তো কিছুই হবে না তোমার ;
তোমার মানস-দীপনাও
যদি তাঁ'র প্রীতিরঞ্জনায়
তরতরে থাকে—

তাঁ'র প্রতি
ঐ অস্খলিত রাগসন্দীপনা নিয়ে,
তদনুগ কৃতিসম্বেগের
সহজ উর্জ্জনায়,—
সম্ভাব্যতা সেখানে অজচ্ছল,
তখন অন্তঃস্থ
আরোগ্যকারী উর্জ্জনা
স্বতঃ-সন্দীপনায়
উৎসর্জ্জিত হ'য়ে থাকে,
তা'র ফলেই তো
তা' হয়। ২৯০।

দেখ,
শোন,
বোঝ,
ব্যতিক্রান্ত হ'য়ো না,
যা' দেখবে—
তা' বিহিতভাবে,
সব দিক-দিয়ে,
আর, বুঝবেও—
বিহিত বাস্তব সঙ্গতি নিয়ে,
সক্রিয় তাৎপর্য্যকে অনুধাবন ক'রে,
তোমার পক্ষে এবং অন্যের পক্ষে
তা' মঙ্গল কেমন !—
বুঝে
তদনুপাতিক লোকচর্য্যা করতে থেকো
তোমার পক্ষে যেমন সম্ভব ;
এমনি ক'রেই
তোমার চর্য্যানিপুণ কৃতিদীপ্তি নিয়ে
তোমাকে

সব দিক-দিয়ে
কৃতকৃতার্থ ক'রে তোল—
আত্মপ্রসাদের শুভ-নন্দনায়,—
সার্থকতাকে
তোমার অন্তরে
নন্দিত ক'রে তুলে' ;
এই অভ্যাস তোমাকে
আরোর পথে নিয়ে যাবে,—
যদি নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগ
তোমাকে সুনিষ্ঠ ক'রে তুলে' থাকে ;
আর, এই ধৃতিকে আবিষ্কার ক'রে
যতই তুমি এগোতে থাকবে
বাস্তবে,—
তুমি হ'য়ে উঠবে
তেমনি ধর্ম্মপরায়ণ, বোধদীপ্ত,
জ্ঞান-অনুচর্য্যী ;
আর, ধর্ম্ম তা'ই—
যা' অস্তিত্বকে ধ'রে রাখে
সম্বর্দ্ধনার সাথে। ২৯১।

সব মানুষ সাধারণতঃ কা'রও
বিশেষতঃ মহৎ কা'রও
জীবনের অভিব্যক্তিগুলিকে
সার্থক-সঙ্গতির পড়তায় এনে
সবটাকে দেখতেও জানে না,
বা বোধ করতেও জানে না,
বা পেরেও ওঠে না,
তা'রা দেখে এক-একটা অভিব্যক্তির
এক-এক রকম স্ফুরণা,
কিন্তু ঐ স্ফুরণার সার্থক সঙ্গতিশীল

দ্যোতনদীপ্তিগুলিকে
অন্বিত বিনায়নে বিনায়িত ক'রে
সামগ্রিক ধারণায় উপনীত হওয়া
তা'দের পক্ষে মুশকিল—
অনুকূল-প্রতিকূলের
সার্থক শুভ সামঞ্জস্যে,
কারণ,
লাগোয়া শ্রদ্ধার অনুনয়নী অনুবেদনায়
সব সময় সবাই
সংস্থিত হ'য়ে থাকতে পারে না,
তাই, ঐ স্ফুরণাগুলিকেও
সুসন্ধিৎসু অনুনয়নে
সঙ্গতিতে এনে
অন্বিত অর্থনায় সংগ্রথিত ক'রে
একটা জীবনকে আমান দেখা
তা'দের পক্ষে মুশকিলই হ'য়ে ওঠে ;
তাই, মহতের জীবনী পাঠ,
বা তাঁ'র জীবন-সম্বন্ধীয় অভিনয়
বা সবাক্ চলচ্চিত্র দর্শন ইত্যাদি
বরং তা'দের খানিকটা
অনুপ্রেরণা যোগাতে পারে,
নইলে, অশ্রদ্ধায়
দিশেহারা ভ্রান্তিমদির-ক্লান্তিতে
নিজেকে নিবদ্ধ ক'রে
ঐ সেই জীবনে
নিজের জীবনকে সংগ্রথিত ক'রে তোলা
তা'দের পক্ষে কঠিনই হ'য়ে ওঠে,
—যদিও শ্রদ্ধাপূর্ণ সঙ্গ ও সান্নিধ্যের
এতটুকু ঝলকও
জীবনকে ওলটপালট ক'রে দিতে পারে,
যদি কেউ অচ্যুত আনতি নিয়ে

তা'র প্রীতি-প্রবাহকে
সক্রিয় চলনে নিরবচ্ছিন্ন রেখে চলে ;
যিনি তোমার ইষ্ট,
যিনি তোমার আদর্শ,
বা যে-কোন শ্রেয়ই হউন,
তাঁ'র জীবনে যদি
জীবনকে লাভ করতে চাও,
শ্রদ্ধানুগ আনুগত্য নিয়ে
তাঁ'র সব স্ফুরণাগুলিকেই
সঙ্গতির অর্থনায় বিনায়িত ক'রে
অনুধাবন কর,
আর, ইষ্ট বা আদর্শের প্রতি
অচ্যুত প্রীতি নিয়ে
তোমার বৈশিষ্ট্য-অনুপাতিক
সেইগুলিকে ফলিয়ে তুলতে চেষ্টা কর—
অভ্যাসের ভিতর-দিয়ে ;
তখন তোমার জীবন বলতে বুঝবে
তাঁ'কে,
তিনিই তোমার সর্ব্বস্ব হ'য়ে উঠবেন ;
ঐ সুকেন্দ্রিক অনুরাগ-উদ্দীপনা
উচ্ছল চারিত্রিক দ্যোতনায়
দেখবে একদিন
কবির ভাষায়
তারস্বরে ঘোষণা করবে—
"আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগ রে সকল দেশ" । ২৯২ ।

তোমার দেশের ঐতিহ্যই হ'চ্ছে—
বিশ্বকর্ম্মা-পূজা,
শ্রমিক ও শিল্পীরাই

তা'তে উৎসাহান্বিত বেশী,
আমি বলি—
তোমার বিশ্বকর্ম্মা যিনি,
বিশ্বকর্ম্মার মূর্ত্ত প্রতীক যিনি,
তিনি জীয়ন্ত ব্যক্তিত্বই হো'ন,
আর, যা'ই হো'ন না কেন,
তাঁ'কে উপলক্ষ ক'রে
তুমি সেদিন যে-কাজ ধরবে—
তা' সমীচীন পরিশুদ্ধির সহিত
নিষ্পন্ন করা চাই-ই,
আর, ঐ পূত নিষ্পন্ন কর্ম্ম
ঐ বিশ্বকর্ম্মার প্রতীক যিনি বা যা'
তাঁ'তে উৎসর্গ করাই চাই,
এই উৎসর্জ্জনী আগ্রহ-অনুবেদনা নিয়ে
কর্ম্মকে তাঁ'তে অর্ঘ্যান্বিত করার
অনুশীলনাই
অন্তরকে অনুপ্রেরিত ক'রে
দক্ষ নিষ্পন্নতায়
তোমাকে আরো আরো
যোগ্যতার অধিকারী ক'রে তুলবে,
ঐ যোগ্যতাই হ'চ্ছে জীবন-অর্ঘ্য,
ঐশ্বর্য্যের পরম প্রসূতি ;
তেমনি তোমার দেবতা
ও দেবপ্রভ যাঁ'রা
তাঁ'দের যখন পূজা কর,—
সে-বেলায়ও তাঁ'দের বৈশিষ্ট্যানুগ কর্ম্ম
নিষ্পন্নতায় সুসাধিত ক'রে
তাঁ'তেই অর্ঘ্যান্বিত ক'রো,—
যোগ্যতার অনুচর্য্যায়
দ্যুতিমান যোগ্য হ'য়ে উঠবে
তখনই। ২৯৩।

প্রতিটি পরিবারে
পর্ব্বতপ্রমাণ
অর্থনৈতিক উন্নতি যদিও হয়,
কিন্তু আদর্শ-অনুগ ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অনুশীলন নিয়ে
গণ-জীবন যদি
সুসংহত সার্থক সঙ্গতির সহিত
পারস্পরিক সক্রিয় অনুচর্য্যী অনুকম্পায়
প্রত্যেকে প্রত্যেকের
ধৃতি-পরায়ণ না হয়,
অর্থাৎ দরদী
ধারণ-পোষণ-অনুচর্য্যী
না হ'য়ে ওঠে—
ঐ আদর্শ সংহিতি নিয়ে,
সমীচীন পরিণয়ে
উৎকর্ষী যোগ্যতা-সম্পন্ন জৈবী-সংস্হিতির
অধিকারী হ'য়ে,—
গণজীবন
কিছুতেই ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে ওঠে না ;
আদর্শে যা'রা সংহত হ'য়ে ওঠেনি—
স্বভাবতঃই বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওঠে তা'রা,
আর, ঐক্য যেখানে নেই—
শক্তিকেও সেখানে
অশক্ত হ'য়ে উঠতেই দেখা যায় ;
ঐ আদর্শহীন সংহতিহারা অর্থনৈতিকতার
উচ্ছলা-অনুবর্দ্ধন
ভোগ্য হয় তা'দেরই,—
যা'রা আদর্শ-সংহত
সার্থক সঙ্গতিবান হ'য়ে
পারস্পরিক অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
শক্তি ও অর্থনৈতিক উন্নতির

অধিকারী হ'য়ে উঠেছে
বা হ'য়ে আছে—
বর্দ্ধনশীল উপযুক্ত জৈবী-সংস্থিতির
আমদানী ক'রে ;
তাই, তোমাদের জীবনকে
সর্ব্বকর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
আদর্শের পূজারী ক'রে তোল—
ধর্ম্মানুগ অনুচলনে
জীবনকে তাঁ'রই নৈবেদ্য ক'রে,
ঐক্য, শক্তি, ঐশ্বর্য্যের
অঢেল উচ্ছলায়
জীবন ও বর্দ্ধনার উপভোগী হ'য়ে
সম্বৃদ্ধ চলনে চলতে থাকবে,
স্বস্তি
স্বয়ম্ভূ হ'য়ে
তোমাদের সত্তায় অধিষ্ঠিত রইবে। ২৯৪।

তুমি তোমার পরিবার-পরিবেশ সহ
যা'তে ভাল থাক,
উৎকৃষ্ট, উন্নত,
উদ্বর্দ্ধনশীল হ'য়ে চল,
কায়মনোবাক্যে
কৃতিচলনে
সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
তা'ই ক'রে চলাই
ধর্ম্ম করা বা ধর্ম্মচর্য্যা—
আর, তা' ধারণে, পালনে, পোষণে,—
যা'তে তোমার
বেঁচে থাকা,
বেড়ে চলা

উচ্ছল উদ্বর্দ্ধনায়
সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে চলতে থাকে ;
ধৰ্ম্ম মানে—
আজগবী কিছু নয়কো ;
আর, ঐ ধৰ্ম্মের বিহিত
উৎকর্ষী সংকর্ষণই হ'চ্ছে কৃষ্টি—
চিন্তা ও হাতেকলমে ক'রে
সেগুলি
সমীচীন সার্থক সঙ্গতিতে
অবহিত হ'য়ে
আরোর পথে চলতে থাকা—
উন্নতির অবাধ ক্রতিচলনে,
যা'তে তুমি
তোমার পরিবার-পরিবেশ নিয়ে
পরম সার্থকতায়
অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠ ;
এই তো হ'ল
ধৰ্ম্মের মোক্তা কথা,
আর, তা' হ'তে হ'লেই লাগে
ইষ্ট বা আচার্য্যে নিষ্ঠা,
তাঁ'তে অচ্ছেদ্য অকম্পিত অনুরাগ ;
আচার্য্য—
যিনি আচরণ ক'রে জেনেছেন,
তাঁ'কে,
তাঁ'র করণ-কারণগুলি দেখে,
জেনেশুনে,
নিজে হাতেকলমে ক'রে
নিষ্ঠানন্দিত সঙ্গতিশীল হ'য়ে
ঐ যা'-কিছুকে
তাঁ'রই সার্থক সঙ্গতিতে
বিনায়িত ক'রে

নিজের ব্যক্তিত্বকে
বিন্যস্ত ক'রে তোল ;
তা'ই তোল,
কর,
হ'য়ে সবার হওয়াকে
উচ্ছল ক'রে তোল—
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বৈশিষ্ট্যানুগ
ধর্ম্মদ একায়নী গতিতে,
অনুরতির আকুল
অনুশীলনী উন্মাদনা নিয়ে ;
তাই—
"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্
দেবাভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে"। ২৯৫।

ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু, যাজক
সবাইকে বলি—
দেখ—
তোমাদের প্রতিটি মুহূর্ত্ত
ইষ্টার্থ-অনুনয়নী অনুপ্রেরণায়
উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ও ক'রে
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত অদম্য ইচ্ছার
উৎসারণা নিয়ে
যদি প্রতিটি যজমানের
সঙ্গতিশীল-উন্নতি-অনুচর্য্যায়
ব্যয়িত না হয়,
বাস্তব উন্নতিতে
তা'দিগকে বিনায়িত ক'রে
ধর্ম্মানুচর্য্যী কৃষ্টিতে
সবাইকে যদি কৃতী ক'রে না তোল—
পারস্পরিকতার অনুবন্ধনে,

বিশেষ ক'রে বলছি—
তোমাদের বর্দ্ধনার জন্য,
তোমাদের বিপন্মুক্তির জন্য
কা'রও কোন অনুচর্য্যা
উৎসারণশীল হ'য়ে
তোমাদের আলিঙ্গন ক'রে চলবে না—
বাস্তবে তোমাদিগকে
আরো উচ্ছলায় উপচয়ী ক'রে তুলতে ;
তাই বলি—
ধাপ্পা দিও না,
তা'দের শোষক হ'তে যেও না,
পোষণায় প্রদীপ্ত ক'রে তুলো'
তা'দিগকে—
ধারণে, পালনে সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে ;
আর, এমনি ক'রেই
ঐশী-প্রসাদ তা'দিগেতে উচ্ছল হ'য়ে
ঝরণার মত তোমাদিগকে
ধারণে, পোষণে, পালনে
অভিষিক্ত ক'রে তুলুক ;
পুঞ্জীভূত ঐশ্বর্য্য
ঐশীপ্রসাদ-নন্দনায়
তোমাদিগেতে প্লাবিত হ'য়ে
প্লাবন-উচ্ছলায়
যজমানদিগকে
শুভ-প্রাচুর্য্যে প্রভূত ক'রে তুলুক—
ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্মের
অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে ;
ধাপ্পা, প্রবঞ্চনা, লুব্ধ-অনুচর্য্যা
ইত্যাদিকে বিদায় দিয়ে
অকপট কৃতি-নন্দনায়
কৃতার্থ ক'রে তোল তা'দিগকে,

আর, হ'য়েও ওঠ অমনতরই ;
ফাঁকিবাজি চলায়
আত্মসমর্থনী গালগল্প চলে,
কিন্তু ফাঁকি হ'তে কি
রেহাই পাওয়া যায় ? ২৯৬ ৮

কিছু করবে না,
শুধু গাল বাজিয়ে বেড়াবে,
ধর্ম্মার্থ-অনুশীলনায়
কোন কাজই নিষ্পন্ন ক'রে চলবে না,
ইষ্টার্থ-অনুসেবনায়
আপ্রাণ উচ্ছল হ'য়ে
নিজেকে ব্যাপৃত ক'রে তুলবে না,
অলৌকিকতার বাহানা নিয়ে
মানুষের কাছে
আপাত-বাহবা আদায় ক'রেই
চলতে থাকবে,
ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নীর
অর্ঘ্য দিয়েই খালাস,
উৎকর্ষণী অনুশীলনার
প্রয়োজনই নাই যেন—
এমনতর চলনা নিয়েও কি তুমি
চতুর চলনের
অধিকারী হ'তে চাও,
অর্থাৎ চৌকষ চলনার
অধিকারী হ'তে চাও ?
শুধুমাত্র অর্ঘ্য-ঘুষে কি
তোমার ব্যক্তিত্ব
সঙ্গতিশীল অর্থনায়
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে ?

ঈশ্বর-অনুস্রোতা ধারণ-পালন-সম্বেগ
ধৃতিমুখর তর্পণায়
কি তোমাতে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে ?
না ক'রে যদি কিছু পাও
সে পাওয়া
তোমার ব্যক্তিত্বে
আপ্ত হ'য়ে উঠবে না ;
তাই বলি, ওঠ, জাগ, কর,
আর, নিখুঁত চলনায় চলতে থাক,
পরিবেশকে অনুপ্রেরণা-উচ্ছল ক'রে
পরাক্রমী ক'রে তোল,
প্রবুদ্ধ ক'রে তোল,
প্রবৃদ্ধ ক'রে তোল ;
তা'দের সর্ব্বতোমুখীন উন্নতির
তুমি হোতা হ'য়ে ওঠ,
তোমার ব্যক্তিত্ব
সার্থক হ'য়ে উঠুক ;
তবে তো ?
চলনায় যদি তোমার ফাঁকি থাকে,
ফাঁকিই সম্বল হ'য়ে উঠবে ;
এ' কথায় কষ্ট হ'চ্ছে না তো তোমার ?
তাই, আবার বলি—
ওঠ, জাগ, কর,
আর করায় এতটুকু
যেন ফাঁক না থাকে ;
ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন,
অযুত-আয়ু হও,
অযুত আয়ুর অধিকারী
ক'রে তোল সকলকে—
অমরণ-স্রোতা হ'য়ে ও ক'রে ;
কর, চল,

'অদ্য বর্ষশতান্তে বা'—
এই অমৃতকে আহরণ করাই চাই,
ব্যর্থতার শত ঝঞ্ঝার ভিতর-দিয়ে
তোমাদের তপের আগুনে
অসৎগুলিকে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে
সত্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত হও,
অমর ক'রে তোল সবাইকে,
আর, তোমাদের সঙ্গে-সঙ্গে
আমিও হ'য়ে উঠি। ২৯৭।

ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
আর, ঐ ইষ্টার্থ-অনুসেবনাকেই
একমাত্র স্বার্থ ক'রে তোল,
আর, তাঁ'রই অনুচর্য্যী অনুনয়নে
পালনপোষণী পরিচর্য্যায়
সব-কিছু নিয়ে
নিজেকে ব্যাপৃত ক'রে তোল ;
আর, এই কৃতি-ব্যাপৃতির ভিতর-দিয়ে
বাক্য, ব্যবহার, চালচলন,
ব্যবস্থিতি, অনুশীলন ও নিষ্পন্নতায়
সর্ব্বতোভাবে তাঁ'কে উপচয়ী ক'রে
নিজে উপচয়ী হ'য়ে ওঠ—
বিদ্যায়, বিভবে, বর্দ্ধনায় ;
যতক্ষণ তুমি তোমার স্বার্থ নিয়ে
যতটুকু থাকবে,—
তুমিও তাঁ'র হ'য়ে থাকতে পারবে না
ততখানি ;
তপানুচলনে
সব দিক-দিয়ে
সব রকমে

যাঁ'তে তুমি অন্তরাসী,
অনুশীলন-অনুচর্য্যায়
তাঁ'র পালন-পোষণী হ'য়ে
যোগ্যতা আহরণ ক'রে
তাঁ'তে যুত-অনুচর্য্যা-নিরত হওয়াই
তোমার জীবনের কৃতি-সন্দীপনা
হ'য়ে উঠুক,
আর, কৃত-কৃতার্থ হও—
তাঁ'তেই তুমি,
তাঁ'রই সম্বর্দ্ধনার শুভ-অভিসারণা নিয়ে ;
তাঁ'র যা' প্রিয়,
তা' তোমার কাছে প্রিয় হ'য়ে উঠুক,
অশুভ, অপ্রিয় যা' তাঁ'র
তা' বর্জ্জন কর,
নিরোধ কর—
তাঁ'কে স্মিত-ফুল্ল ক'রে ;
—ঐ হ'চ্ছে তাঁ'র বাস্তব পূজা ;
এতে দুঃখকষ্ট, আপদ্-বিপদ্,
জ্বালা-যন্ত্রণা যা'ই আসুক না কেন,
তা'কে এড়িয়ে
বিনায়িত ক'রে
ব্যবস্থিত ক'রে
তোমার স্বস্তি-চলনকে অব্যাহত ক'রে তোল,—
এই হ'চ্ছে সুখ ও শান্তির একমাত্র পন্থা ;
এর খাঁকতি যা'র যেখানে যতটুকু—
অসুখীও সে সেখানে তেমনি,
উদ্বর্দ্ধনাও তা'র তেমনি শীর্ণ,
জীবন-সংগ্রামে শ্লথ বিরক্তিতে
বিক্ষুব্ধ হ'য়ে
সে ক্রমশঃই
নিজেকে জীর্ণ, শীর্ণ ক'রে

মরণ-পরামৃষ্ট ক'রে তুলবে ;
কিছু না—
এতটুকু;—
তাঁকেই নিতান্তই আপনার ক'রে নাও,
তেমনি কর,
বাক্য, ব্যবহার, চালচলনে তেমনই চল—
বাস্তবে উপচয়ী উচ্ছল হ'য়ে ! ২৯৮ ।

তোমরা যতই বিকৃত চলনে চলবে,
কুৎসিত আচরণে অভ্যস্ত হবে—
ঐ প্রবণতাকে উদগ্র ক'রে তুলে',—
তা' যেমনতরভাবে
তোমাদের সত্তায়
সঙ্গতিলাভ করতে থাকবে—
পুরুষ-পরম্পরায় আচরিত হ'য়ে,—
অন্তঃস্থ জীবন-জনি
যা' জীবন-স্ফুরণার মূল ভিত্তি,
বিশেষ সঙ্গতি নিয়ে
বিনায়িত গুচ্ছে
সংযোজিত হ'য়ে
যা' অবস্থান করছে,
অবস্থা-অনুক্রমে সেইগুলি
ঐ বিকৃতি-পরামৃষ্ট হ'য়ে
সন্তানসন্ততির ভিতরে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে ;
ফলে, তা'দের আয়ু, সুস্থতা,
অনুচলন, পছন্দ, প্রবণতা ও গঠনাদিও
বিকারপ্রাপ্ত হ'য়ে চলতে থাকবে,
রোগ, শোক, জরা-মরণ ইত্যাদিও
তেমনতর রকমে

আধিপত্য করতে থাকবে,
উৎকর্ষ-অনুদীপনায়
তা'দের কোন হাতই থাকবে না,
জীবনে
বিক্ষোভ, ব্যতিব্যস্ততার হাত হ'তে
রেহাই পাবার ফুরসত
তা'দের কমই জুটবে ;
কিন্তু সুকেন্দ্রিক হৃদয়গ্রাহী
শ্রদ্ধা-উচ্ছ্বসিত উদ্‌গ্রীব আগ্রহ নিয়ে
সক্রিয়ভাবে
পুরুষানুক্রমে
যতই তোমরা সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকে
ঐ সার্থকতায় বিনায়িত করতে থাকবে—
সদাচারে নিজেদের সর্ব্বতোভাবে
বিনায়িত ক'রে,
শ্রেয়শ্রদ্ধ আকুল উন্মাদনায়
সক্রিয় থেকে,
বাক্য, ব্যবহার, সহ্য, ধৈর্য্য,
অধ্যবসায়ী অনুচলনে
শ্রেয়ার্থে নিজেদের সার্থক ক'রে তুলে',—
এবং ঐগুলি যতই
সত্তা-সঙ্গতি লাভ করবে—
ব্যক্তিত্বে চারিত্রিক বিকিরণা
সৃষ্টি ক'রে,—
তোমাদের অন্তঃস্থ জনি-বিন্যাসও
ক্রমশঃ অমনতর হ'য়ে উঠবে ;
পুরুষ-পরম্পরায়
এই সুকেন্দ্রিক কুলাচার-অন্বিত অনুচলনে
ও বিহিত বিবাহের ভিতর-দিয়ে
যে-ব্যক্তিত্বে উপনীত হ'য়ে উঠবে
তোমরা,—

সেই ব্যক্তিত্বে
ঐ শ্রেয়-আশীর্ব্বাদ-মণ্ডিত হ'য়ে
তোমাদের সুস্থ জনির অধিকারী ক'রে
শতায়ুর অধিকারী ক'রে তুলবে—
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী
অনুচর্য্যী অনুচলনে
প্রতিটি পারিপার্শ্বিককে উদ্দীপ্ত ক'রে,
তা'দের জীবনকে ঐ পথে
বিনায়িত করতে করতে ;
ক্রমশঃই স্বস্তির
অধিকারী হবে তোমরা,
ক্রমশঃ স্বস্তির অধিকারী হবে
তোমাদের পারিপার্শ্বিকের প্রতিপ্রত্যেকে—
ঐ অনুচলনে আকৃষ্ট
ও অভ্যস্ত হ'তে হ'তে। ২৯৯।

মন্ত্র মানেই হ'চ্ছে—
যা'র মনন ও অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
তাৎপর্য্যে উপনীত হওয়া যায়—
অব্যক্তের একটা ব্যক্ত সমাবেশ নিয়ে ;
আর তাই, মন্ত্রকে
অনেকে নামও ব'লে থাকেন ;
নাম মানে, নামীতে আনত হ'য়ে
যা'র অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
তাৎপর্য্য-অধিগমনে
তদনুগ ক্রিয়া ও অর্থ-সমন্বিত ক'রে
তাত্ত্বিক সমাবেশে
তা'র ব্যক্ত প্রতীকে উপনীত হ'য়ে
প্রতিটি পর্য্যায়ের বিন্যাসের সহিত
সুষ্ঠু ন্যাসে সঙ্গত ও বিনায়িত হ'য়ে

অর্থাৎ সুসংস্থ হ'য়ে
সর্ব্বতোমুখী অবগতি
সম্ভব হ'য়ে উঠতে পারে
বা হ'য়ে থাকে,
আর, তাই তা' মন্ত্র,
কারণ, ঐ কৃতিমুখর আনতি-উদ্বুদ্ধ
মননের ভিতর-দিয়ে
তাৎপর্য্যে উপনীত হ'য়ে
তা'র বাস্তব অর্থ
উপলব্ধি করা যায় ;
তাই, মন্ত্রের তাৎপর্য্য-উদ্ঘাটনই
বাস্তব অনুশীলন—
যা'র ভিতর-দিয়ে
ঐ অর্থ-অবগতি ঘ'টে উঠতে পারে ;
যেমন বটগাছের একটি বীজ,
সেইটিই হ'ল ঐ বটগাছের বীজসূত্র,
আর, বিভিন্ন উপাদান ও উপকরণের
সহযোগ ও সমবায়ে
ক্রমাধিগতিতে
সে বটবৃক্ষে পরিণত হ'ল,
ছোট হ'তে বড় পর্য্যন্ত
তা'র প্রত্যেকটি পর্য্যায়ে
বিহিত বিন্যাসে বিনায়িত হ'য়ে
ক্রমান্বয়ে সে ঐ পরিণতি লাভ করল ;
এই বীজের অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
বীজগণিতের মত
বীজ-বিকাশ-পর্য্যায়গুলিকে
একায়িত ক'রে
সার্থক অন্বিত সঙ্গীতিতে
সমষ্টিতে সমীচীন অধিগমন
অর্থাৎ সমগ্র বটগাছটিকে

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানাই হ'চ্ছে—
ঐ মন্ত্রসূত্রের বাস্তবায়িত
তাত্ত্বিক তাৎপর্য্য-অনুধাবন ;
আর, বিহিত অভ্যাসের ভিতর-দিয়েই
এটা সংঘটিত হ'য়ে থাকে। ৩০০।

তুমি নারী,
তুমি বরেণ্য পুরুষে পরিণীতা হ'য়ে
ঐ বরেণ্য ব্যক্তিত্বে
যদি সর্ব্বতোভাবে
রঙ্গিল না হ'য়ে উঠলে—
বিহিত বাস্তব তাৎপর্য্যে,
অনিন্দ্য তৃপ্তি ও পরম সার্থকতা নিয়ে,
আনুকূল্য-প্রসূ যা'-কিছু
তাতেই
সক্রিয় অনুরাগ-অনুচর্য্যা-সম্পন্ন হ'য়ে
প্রতিকূল যা'-কিছুকে
লহমায় বর্জ্জন ক'রে,—
তোমার জীবন কিন্তু সেখানেই ব্যর্থ ;—
তোমার সত্তা
বরেণ্য-বর্দ্ধনায়
উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে পারবে না,
তিনি তোমার অহঙ্কার হউন,
তোমার বৃত্তি-প্রবৃত্তি হ'য়ে উঠুন,
তাঁর মনোজ্ঞ চলনাই
তোমার জীবনের তপস্যা হ'য়ে উঠুক,
আর, তোমার সমস্ত প্রবৃত্তি
ঐ বরেণ্য-অনুচর্য্যায় নিয়োজিত হ'য়ে
আত্মনিয়মনে বিচর্চ্চিত হ'য়ে উঠুক,
এখানেই তোমার সতীত্ব ;

ঐ বরেণ্য-সত্তায়
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
যে-ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হ'ল—
বিদ্যমানতাকে বিধায়িত ক'রে,—
সতীত্বের মরকোচ ওখানেই ;
তোমার ঐ সার্থক-রঙ্গিল চরিত্র
তোমার স্বামীকে
তাঁর মনোজ্ঞ অনুরঞ্জনায়
অনুরঞ্জিত ক'রে তুলুক,
আর, তা' সার্থক হ'য়ে উঠুক ইষ্টে,
তুমি ধন্য হ'য়ে ওঠ তাঁতে ;
ঐরকম যতটা হবে,—
তুমি সুখীও হবে ততটা,
অর্থ, ঐশ্বর্য্য
বা ভোগবিলোল-বিলাসিতায়
সে-সুখ পাবে না ;
তেমনি ঐ বরেণ্য-পুরুষ যদি
তা'র প্রিয়পরমে, ইষ্টে বা আচার্য্যে
সুনিষ্ঠ অনুক্রিয় তৎপরতায়
প্রীতি-সন্দীপনী অনুচর্য্যা নিয়ে
অমনতরভাবে রঙ্গিল হ'য়ে না ওঠে,
তা'র পুরুষত্বই
ধুক্ষামণ্ডিত হ'য়ে ওঠে—
আভিজাত্যের সক্রিয় সন্দীপনায়
লোলক্রিয় হ'য়ে ;
তাই, ঐ সুকেন্দ্রিক শ্রেয়-তৎপরতায়
আপ্রাণ শ্রেয়ানুগ মনোজ্ঞ চলনে
নিজেদের সার্থক ক'রে
যে-জীবন লাভ করবে তোমরা,—
তাই-ই কিন্তু অনুশীলন-অনুনয়নী
বরেণ্য-বিভাদীপ্ত

বিনায়িত ব্যক্তিত্বের
শিবসুন্দর মূর্ত্তি ;
তোমাদের সত্তা অভিব্যক্তি লাভ করুক
শিবসুন্দরে—
সমস্ত বৃত্তি, সমস্ত প্রবৃত্তির
সুক্রিয় প্রেরণায়
প্রবুদ্ধ আগ্রহে ;
নারী ও পুরুষ !
তোমাদের সার্থকতা ঐ-ই,
তোমরা সার্থক হ'য়ে ওঠ—
ঐ জীবনে জীবন্ত হ'য়ে। ৩০১।

তোমার জীবনের ধৃতি যা'—
ধর্ম্ম যা'—
তা'র অনুপোষণী ক'রে
আপূরণ-তৎপরতায়
যা' করতে পারবে,—
তা'ই কিন্তু ধর্ম্মাচরণ ;
আর, এই করাটা
পরিবেশ ও পরিবারের ভিতর
উচ্ছল অনুপ্রেরণায়
যতই প্রতিষ্ঠা করতে পারবে—
উপকরণ ও উপাদানের
আচার ও ব্যবহারের
দেশকাল-পাত্রানুগ
বিহিত বিনায়িত তাৎপর্য্যে,—
তুমিও কল্যাণের অধিকারী
হ'য়ে উঠবে ততই ;
সঙ্গে-সঙ্গে অশুভ যা'-কিছু,
অকল্যাণকর যা'-কিছু,

তা'কেও জানতে হবে
এমনতরভাবে
যা'তে তুমি কোনমতেই
পরামৃষ্ট না হ'য়ে ওঠ,
সহজ সুবিনায়নে
তা'দিগকে নিরাকরণ করতে পার,
নিরোধ করতে পার,
বা শুভদ ক'রে ব্যবহার করতে পার ;
এমনি ক'রে সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
সুকেন্দ্রিক অনুনয়নী তৎপরতায়
যে অনুশীলনী চলন,
সোজা কথায়
তা'কেই কৃষ্টি বলা যেতে পারে,
আর, এর ভিতর-দিয়েই
মানুষ তা'র ব্যক্তিত্বকে
সুব্যবস্থ বোধনায় সন্দীপ্ত রেখে
নিষ্পন্নতার কৃতী দীপনায়
পারস্পরিক সার্থকতায়
অর্থান্বিত সঙ্গতির সহিত
আরো আরোর পথে
দিব্য পদক্ষেপে চলতে পারে,
আর, ঐ বহুদর্শিতার
সার্থক সঙ্গতিই হ'চ্ছে—
তোমার পাথেয় ;
আবার, যে ব্যক্তপুরুষের
একায়নী শ্রদ্ধোষিত অনুচর্য্যার
ভিতর-দিয়ে
তোমার জীবন-বিশ্বের
প্রতিটি যা'-কিছুকে
বিনায়িত ক'রে
সার্থক সঙ্গতিতে অর্থান্বিত ক'রে

একসূত্রে অনুনীত হ'য়ে উঠছ—
অনুশীলনী তৎপরতায়,
কল্যাণের কল-অভিসারে.
তিনিই তোমার ব্যক্তপুরুষ, ইষ্টদেবতা ;
আর, ঐ ইষ্টীপূত অনুনয়নায়
সঙ্গতির সুবিনায়নী
তাত্ত্বিক তথ্যের ভিতর-দিয়ে
সার্থক বোধিসূত্র-সমন্বিত
ধারণ-পালনী-ধৃতি-উৎসারণা
তোমার ব্যক্তিত্বে আবির্ভূত হবে যখন—
বিশ্বের যা'-কিছুর সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
ব্যক্ত প্রতীকে
ঐ ইষ্টদেবতায়,—
তখন ঐ ইষ্টই রূপায়িত হ'য়ে উঠবেন
ঈশ্বরে—
তোমার কাছে ;
আবার, এই ঈশিত্ব সার্থক হ'য়ে
সুবীক্ষণার প্রেয়সূত্রের ভিতর-দিয়ে
যে-উৎসর্জ্জন সৃষ্টি ক'রে তুলবে—
পরম-পুরুষার্থে,
সেই অর্থান্বিত উপলব্ধ ব্যক্ত প্রতীকই
পরম-পুরুষার্থে উজ্জীবিত হ'য়ে উঠবেন—
তোমার সমক্ষে। ৩০২।

অন্নপানাদির জন্য
উদ্ব্যস্ত হ'য়ে উঠো না,
পরিধেয় কিছুর জন্যও নয়,
বরং ঈশ্বরপ্রীতির উৎকণ্ঠায়
আগ্রহ-উচ্ছল হ'য়ে ওঠ,
জীবন তাঁ'রই আশিস্-প্রবাহ,

জীবন আছে ব'লেই
পানাহার ও পরিধানের প্রয়োজন,
দেখ না, পশুপক্ষীরা
কেমনতর সৌন্দর্য্যে
শোভান্বিত হ'য়ে থাকে !
তা'রা তো সঞ্চয় করে না,
চরে, করে, খায়,
আর, তা'তেই পোষণপুষ্ট হ'য়ে থাকে
তা'রা ;
তুমি যতটুকু দীর্ঘ,—
উৎকণ্ঠা-বিপন্ন হ'য়ে
তা'র একটুও কি বাড়াতে পার ?
দেখ না,
জলায় পদ্মগুলি কেমন ফুটে থাকে!
জঙ্গলার ফুলগুলি !
যা'র জীবন অতটুকু স্থায়ী,
ঝ'রে যায়,
শুকিয়ে যায়,
প'ড়ে যায়,
ঈশ্বর তা'কেও যদি অতখানি
সুন্দর ক'রে তুলতে পারেন,—
তাঁ'র প্রতি তোমার অদম্য প্রীতি
কতখানি কী ক'রে তুলতে পারে,
তা' কি পরিমেয় ?
তাই, তোমার খাওয়া-পরা নিয়ে
উৎকন্ঠ উদ্ব্যস্ত হ'য়ো না,
পরমপিতা কা'র কী প্রয়োজন
সবই জানেন,
আর, বিনায়িত
বৈধী-চলনের ভিতর-দিয়ে
সবাই তা' পেয়ে থাকে,

তাই, অন্বেষণ কর তাঁকেই
প্রতিটি যা'-কিছুতে,
তাঁ'রই অনুগতি-সম্পন্ন হও,
তুমি যা' চাও—
তোমাকে উপচে
পরিবেশেও তা' বিস্তারলাভ করবে ;
তাই, কালকে কী হবে—
তা'র জন্য ব্যস্ত-বাগীশ হ'য়ো না,
আজকে যা' করবার
তা' নিখুঁতভাবে কর—
তোমার কৃতি-অনুগতিকে
স্বতঃ-স্রোতা রেখে,
উপাসনায় অর্থান্বিত ক'রে,
আর, কালকের সমস্যাও
এই চলনে সমাধা হ'য়ে উঠবে—
তোমার যত্নে যত্নশীল হ'য়ে। ৩০৩।

ইষ্টীপূত হ'য়ে ওঠ—
সব ভাবে, সব রকমে,
অচ্যুত আগ্রহ-উদ্দীপ্ত
সক্রিয় রাগসম্বেগ নিয়ে,
তাঁ'রই মনোজ্ঞ হবার অনুচলনে
আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে করতে ;
স্মরণ রেখো—
কর্ম্মক্ষেত্রই তপঃক্ষেত্র,
আর, তাই-ই ধর্ম্মক্ষেত্র—
ধর্ম্মপরিচর্য্যার ক্ষেত্র,
কুরুক্ষেত্র ;
যদি সত্তাকে পালন-পরিচর্য্যায়
সুসংরক্ষিত ক'রে

ব্যক্তিত্বকে
বর্দ্ধনায় উন্নীত করতে চাও,
তবে তোমাকে জীবিকা-অর্জ্জনী
যে-কোন বিষয় বা ব্যাপারে
আত্মনিয়োগ কর না কেন,
ঐ ধৃতিচলনকে কাঁটায়-কাঁটায়
পরিপালন কর—
সক্রিয়, তৎপর
নিষ্পন্নতায় অবাধ হ'য়ে—
ইষ্টার্থী বিনায়নায়,
সমীচীনভাবে তা'র অন্তরায়গুলিকে
বিশেষভাবে
নিয়ন্ত্রণ ক'রে ও নিরোধ ক'রে,
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
বিনায়িত করতে করতে ;
তুমি ব্যবসাজীবী হও,
চাকুরীজীবীই হও,
বা যে-কোন কর্ম্মজীবীই হও না কেন,
দক্ষকুশল তৎপরতায়
তা'র ধৃতিকে বজায় রেখে
বর্দ্ধনায় উচ্ছল ক'রে
নিষ্পন্নতায় ক্ষিপ্র হ'য়ে
সুব্যবস্থ সমীচীনতায়
সবগুলিকে
বিনায়িত ক'রে তোল—
ঐ ইষ্টার্থী শুভ-বিন্যাসে,
সার্থক সুসঙ্গীতিতে
সব যা'-কিছুকে অন্বিত ক'রে ;
এই তপস্যা,
এই ধর্ম্মচর্য্যা
তোমার জীবনে যতই

সুসিদ্ধ হ'য়ে উঠতে থাকবে,—
বিজ্ঞ হ'য়ে উঠবে তুমি তেমনতরই,
আর, কৃতি-প্রেরণা
কৃতার্থতায় সমাসীন ক'রে
প্রজ্ঞা-প্রদীপ্তির পরম অর্ঘ্যে
বিশোভিত ক'রে তুলবে তোমাকে,
জীবনে সার্থক হ'য়ে উঠবে তুমি,
আর, এই সার্থকতা
একসূত্রসঙ্গতি লাভ ক'রে
ব্রহ্মণ্যদেবকে আবাহন করবে,
ব্রাহ্মী-বোধনায়
উচ্ছল হ'য়ে উঠবে তুমি :
এই ইষ্টীপূত সুনিবদ্ধ অনুচলন
উপচয়ী অর্থনায়
তোমাকে শ্রদ্ধা-উৎসারিত ক'রে
ঐ ইষ্টে সংন্যস্ত ক'রে তুলবে,
তুমি কৃতী সন্ন্যাস লাভ করবে,
উচ্ছল সাম-আহ্বান
গীতিস্রোতা হ'য়ে
স্তবন-দীপনায় ব'লে উঠবে—
"নমস্তে নমস্তে বিভো ! বিশ্বমূর্ত্তে !
নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্ত্তে !
নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য !
নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য !";
কর্ম্ম যেখানে অলস, নিষ্ক্রিয়—
ধর্ম্মও সেখানে ক্লীবত্ব-বিলোল,
সত্তাও অপধ্বংস-পরামৃষ্ট। ৩০৪।

আজগুবী ধর্ম্মমত্ততা নিয়ে
আজগুবী তত্ত্বের অবতারণা ক'রে

মানুষকে বিভ্রান্ত ক'রে তোলার মত
আত্মপ্রতারণা কিছুই নেইকো ;
ধর্ম্ম মানেই হ'চ্ছে—
নিজের মত ক'রেই অন্যকে
ধারণে, পালনে, পোষণে
কৃতিসন্দীপনায়
সন্দীপ্ত ক'রে তোলা,
আর, যে-উপায়ে
যেমন ক'রে তা' হয়,
সন্ধিৎসু বোধ ও বিবেচনা নিয়ে
ধীর অনুবেদনায়
সেগুলিকে দেখে-বুঝে
তেমনি ক'রে চলা—
সুযুক্ত সার্থকতায়,
সুসম্বদ্ধ কৃতিচর্য্যা নিয়ে ;
চল এমনতর,
সুখী হবে,
অন্যকেও সুখী করতে পারবে ;
ফাঁকিবাজী দাম্ভিক ধার্ম্মিকতায়
সাত্বত ধৃতি নাই,
তোমার সত্তার কোন ফয়দা নাই,
আর, তা'কে জীবনধর্ম্মও বলে না ;
যা' করতে
যেমন ক'রে যা'-যা' করতে হয়,
আর, যেমন ক'রে
যা' হয় ও থাকে—
তা'ই করাই তা'র ধর্ম্ম,
আর, তা'র জন্য
যে ধৃতি-অনুবেদনা,
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত মদির আকাঙ্ক্ষা,
সার্থক মাঙ্গলিক অনুনয়নে

ধারণ-পালন-পোষণা—
তা'ই হ'চ্ছে আসল ধর্ম্ম-অভিনিবেশ ;
তাই, আবার বলি—
ধর্ম্মের নামে কতকগুলি
অপধর্ম্মের সৃষ্টি ক'রে
নিজে ফাঁকে প'ড়ো না,
অন্যকেও ফাঁকিতে ফেলো না,
তা'তে সাত্ত্বিক শুভ-সম্বর্দ্ধনা নাই ;
আর, যা'তে তা' নাই
তা' করা মানে—
জীবনকে বঞ্চিত ক'রে তোলা,
আর, পাপ মানেও তা'ই ;
তাই, তথাকথিত ধর্ম্ম
ধর্ম্ম নয় কিন্তু,
তা'কে যা'রা ধর্ম্ম ব'লে গ্রহণ করে—
তা'রাও ধার্ম্মিক নয় কিন্তু,
অন্ততঃ সাত্বত-ধর্ম্মী নয়কো । ৩০৫ ।

যে বা যা' আছে,
থাকে ও থাকতে চায়
তা'র যা'-কিছু সব নিয়ে,
—এই থাকার উপাসনার অনুসেবনই হ'চ্ছে—
এই থাকার পরিচর্য্যা,
যা'তে থাকতে পারা যায়
তা'রই পরিচর্য্যা ;
এমনতর কেউ যদি বলে—
'আমি নাস্তিক',
তা' কিন্তু ঠিক কথা নয় ;
থাকে, বাঁচতে চায়,
অথচ নাস্তিক বলে—

তা' কিন্তু নাস্তিকতার ভান মাত্র ;
এই থাকাকে
যে নাই-ই ক'রে তুলতে চায়,—
আর, এই ভাবনাই যেখানে
দার্শনিক তত্ত্ব ও সাধনা—
তা'কে পাগলামি বলবে
না, আর কী বলবে ?

আমি বলি—
তুমি থাক,
আর, তা'ই কর
যা'তে চিরদিন থাকতে পার—
তোমার যা'-কিছু সব নিয়ে,
সবাইকে নিয়ে ;
মিথ্যা নাস্তিকতার বাহানা নিয়ে
নিজে বিভ্রান্ত হ'য়ে
মানুষকে বিভ্রান্ত করতে যেও না,
অলস ও ত্রুটিসঙ্কুল করতে যেও না ;
আমি লাখবার বলি—
তুমি থাক,
আরো, আরো থাক,
আর, যা'তে সবাই থাকে
তাই-ই কর ;
তোমার আদিম উপাসনাই কিন্তু
এই থাকার,
তাই, এই থাকাকে বাড়িয়ে তোল
সব দিক-দিয়ে,
সর্ব্বতোভাবে,
সার্থক সাত্বত সঙ্গতি নিয়ে
অঢেল হ'য়ে
অজচ্ছল চলায় ;
এই অস্তির স্মৃতিবাহী চেতনার

উদয়ন-অর্ঘ্যে
নিজেকে পূত ক'রে তোল,
আর, ঐ পূত শান্তিজলে
সবাইকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল,
কৃতী ক'রে তোল,
সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল,
অযূত আয়ুর অধিকারী ক'রে তোল ;
অস্তিত্বের কাছে,
সত্তার কাছে,
এই অস্তিত্বের কেন্দ্রপুরুষ যিনি
তাঁ'রই বিকিরণী ঐশ্বর্য্যের কাছে,
ধারণ-পালনী সম্বেগের কাছে
আমার নতজানু প্রার্থনা—
তোমরা বেঁচে থাক,
সম্বর্দ্ধিত হও
সর্ব্বতোভাবে—
সন্তানসন্ততি, পরিবার-পরিবেশকে নিয়ে,
পরিস্থিতির কোলে। ৩০৬।

ইষ্ট বা আদর্শের পাদপীঠ-মূলে
অর্থাৎ তাঁ'র অবস্থিতির
বেদীমূলে
বা কোন দেবতার আসনমূলে
সঙ্ঘ-কর্ত্তৃক সমবেতভাবে আহূত ও অনুষ্ঠিত
প্রার্থনা-উৎসবে
বা ধর্ম্মযজ্ঞে
যেখানে তদনুধ্যায়ী যা'রা
তা'দের সমবেত
উপস্থিতি ও অনুচর্য্যা ইত্যাদির প্রয়োজন—
এমনতর কোন অনুষ্ঠানকে

কখনও ভিন্ন-ভিন্ন ক'রে
বা ব্যবচ্ছেদ ক'রে
তজ্জাতীয় কিছু করতে যেও না,
এতে তোমাদের আন্তরিক সম্প্রসারণা
ব্যাহত হ'য়ে উঠবে,
পারস্পরিক অনুবেদনা
খাঁকতিগ্রস্ত হ'য়ে উঠবে ;
এমন-কি, যা'দের পক্ষে
সেখানে যোগ দেওয়া
কোন কারণে
বাস্তবিকভাবে অসম্ভব,—
পূজা-প্রার্থনা বা অমনতর অনুষ্ঠান
তা'রা যেন তখন
সমবেতভাবে আলাদা ক'রে না-করে ;
তা'দের অন্তঃকরণের
অনুধ্যায়নী অনুবেদনা তখন
যেন ঐ অনুষ্ঠানেরই অনুধ্যানে
সমাহিত থাকে ;
তখন তা'রা যা'ই করুক,
অন্তর-বাহিরের দৃঢ় সংহতিতে
কোনপ্রকার ব্যত্যয়ী বিভেদী চিন্তাও
যা'তে না আসে—
এমন ক'রেই তা' প্রতিপালন করা উচিত ;
যা'রা অমনভাবে
সেগুলি নিষ্পন্ন না ক'রে
পৃথকভাবে নিজেদের মত নিষ্পাদন করে,—
তা'রা সঙ্ঘ-সভ্য আখ্যায়
আখ্যায়িত হওয়ার
উপযুক্ততা হ'তে
ব্যতিক্রান্তই হ'য়ে থাকে,
এবং ঐ বেদী-উপনিষণ্ন প্রসাদ হ'তেও

তা'রা বঞ্চিত থাকে,
ফলে, পারস্পরিকতার প্রীতি হ'তেও
বঞ্চিত হ'য়ে থাকে তা'রা ক্রমশঃ ;
তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি
দূরনিবদ্ধ ক'রে
একটু অনুধাবন করলেই বুঝতে পারবে—
কেমনতর কী জাতীয় ব্যতিক্রমকে
তা'রা আহ্বান করছে,
আর, জাতীয়তার বিরুদ্ধেও বা
কেমনতর সংঘাত সৃষ্টি করছে ;
যদি প্রসন্ন হ'তে চাও,
প্রসাদপূর্ণ হ'তে চাও,
প্রীতি-মাধুর্য্যে প্রতিষ্ঠিত থাকতে চাও,
অনুচর্য্যা-নিরতি নিয়ে
ইষ্টার্থ-অর্থনায়
নিজেকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে চাও,—
অমনতর ইষ্টার্থ-প্রতিদ্বন্দ্বী
ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যাপারে
কখনই আত্মনিবেশ ক'রো না,—
নিজে তো নষ্ট পাবেই,
অন্যকেও করবে,
মনে রেখো—
সাবধান ! ৩০৭ ।

নেহাত বেকুব
আত্মপ্রতারক না হ'লে,
আত্মবিনায়নী বোধনা
সংঘাত-সন্তপ্ত হওয়ায়
ভীতি না থাকলে,

ব্যক্তিত্বকে বিচ্ছিন্ন ক'রে
ব্যত্যয়ী প্ররোচনায়
প্রলুব্ধ না হ'লে,—
কেউ আকাশস্থ নিরালম্ব
ঈশ্বরের কল্পনায়
"যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি''—
এই প্রবৃত্তির
অনুচর্য্যা-নিরত হ'য়ে
তথাকথিত উপাসনা-উর্ব্বর
মস্তিষ্ক নিয়ে চলতে
তৃপ্তিলাভ ক'রে থাকে না ;
কারণ, ব্যাপ্তি যদি
ব্যক্তিত্বে সমাহিত হ'য়ে
ধারণ-পালনী সম্বেগ-সন্দীপ্ত
গুণ-নির্ঝরে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে না উঠল—
বিশেষ মূর্ত্তনা নিয়ে,
সবিশেষে নির্ব্বিশেষকে
আহ্বান ক'রে,
তা'র তৃপ্তিই বা কোথায় ?
প্রীতিই বা কোথায় ?
আরাধনা, উপাসনাই বা তার কী ?
আর, কী বাস্তব দাঁড়ায়ই বা সে
আত্মবিনায়ন ক'রে
নিজেকে
উৎকর্ষী সাংস্কৃতিক উদ্দীপনায়
উন্নত ক'রে তুলতে পারে—
বাস্তব বোধনার
অন্বিত সঙ্গতির সন্দীপ্ত অর্থনায়
সার্থক ক'রে,
নিজের সত্তার অর্থকে

উদ্বর্দ্ধনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে
বাস্তব কৃতী চলনে
ঐ বোধবেদীতে সমাসীন
মূর্ত্ত ভগবানে,
মূর্ত্ত দেবতায় ?
তোমার মূর্ত্ত আচার্য্য যিনি,
মূর্ত্ত দেবতা যিনি,
তাঁতে সুনিষ্ঠ নিরতি নিয়ে
প্রতিটি বাস্তব যা'-কিছুতে
ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়—
কৃতি-পরিচর্য্যায়,
ঐ ইষ্টার্থ বহন ক'রে
তাঁরই প্রতিষ্ঠায়
প্রতিটি অন্তরে
তুমি সার্থক হও,
তোমার দুনিয়াও
সার্থক হ'য়ে উঠুক ;
হাওয়ার লাড়ুতে
কিন্তু তোমার
পেট ভরবে না ;
তোমার ঐ প্রসাদনন্দিত ব্যক্তিত্ব
আকাশ, বাতাস, জ্যোতিষ্ক, ধরণী—
এই যা'-কিছুতে
পরিব্যাপ্ত হ'য়ে
বাস্তব বোধদীপনায়
উৎকর্ষ-চলনে চলন্ত থাকুক ;—
প্রভুর সেবা ক'রে
প্রভুত্বে তুমি
অবগাহন কর,
আর, এতে তুমি
ঠাহরই করতে পারবে না—

তুমি কিছু হয়েছ
বা তোমার কিছু হয়েছে। ৩০৮।

তোমার ইষ্টই হউন,
আচার্য্যই হউন
বা প্রেষ্ঠ বা শ্রেয়-প্রেয়ই হউন,
এঁদের মধ্যে যাঁকে
শ্রেয়-আচরণশীল ব'লে দেখ, জান,
আর, জেনে বিবেচনা কর,
বোঝ,
যাঁর অনুচর্য্যাই তোমার আত্মচর্য্যা,
তাঁর যে-কোন স্বতঃ-প্রণোদিত
অবদানই হো'ক—
তা'র প্রতি যদি যত্ন ও পূরণপালনী
অভিনিবেশহারা হও,
এবং এই ত্রুটিতে
তোমার অন্তঃকরণ যদি
টনটন ক'রে না ওঠে,
তবে জেনো—
তোমার নিষ্ঠা বা প্রীতি
তাঁর ব্যক্তিত্বে নয়কো,
যা'-দিয়ে তোমার প্রবৃত্তিস্বার্থ আপূরিত হয়
তা'তে—
কিন্তু তাঁর নিজস্ব যা'-কিছু তা'তে নয়কো,
তোমার শ্রদ্ধাপূত প্রীতিবন্ধন
তাঁতে নাই তখনও,
তাই, প্রিয়র প্রীতি-অবদান
যে কতখানি জীবনীয়,
কতখানি উচ্ছ্বাস-উচ্ছল,
কতখানি উৎসৃজনী

তা' তুমি বুঝতে পার না ;
ঠকবার নিশানাই ঐ অযত্ন,
আপন-বোধের পরিচর্য্যা না করা ;
প্রিয় যা'তে তৃপ্ত হন,
আনন্দিত থাকেন,
তদ্বিষয়ে যত্ন,
চেষ্টা,
সংরক্ষণী অনুচর্য্যা,
প্রীতিনিষ্ঠ পরিরক্ষণী আপোষণা
তোমার জীবনকে আপোষিত ক'রে তুলবে,
তাঁ'র নিদেশবাহী আচরণ
তোমাকে আচারমণ্ডিত ক'রে তুলবে
সাত্বত সৌকর্য্যে,
জীবনীয় উচ্ছলতায় ;
আগন্তুক অনেক আলাই-বালাই
তোমার ঐ চর্য্যাকে
ব্যাহত ক'রে তুলতে পারে,
বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলতে পারে,
কিন্তু তোমার হৃদয়ের প্রীতি-আকৃতি
যদি বাস্তব হয়,
অটুট উচ্ছলস্রোতা হয়,—
সেগুলি তা'কে একটুও টলাতে পারবে না,
ব্যাহত ক'রে তুলতে পারবে না ;
তাই বলি—
তাঁ'র যত্ন নাও—
সুসন্ধিৎসু অনুচর্য্যা-প্রাণনায় ;
ঐ প্রীতি-অবদানকে
তাঁ'রই পুণ্য-পরশ ব'লে
হৃদয়ে অনুভব কর,
সুব্যবস্থিতির সহিত
তা'কে সংরক্ষিত কর,

যেন তা' না হারায়,
না নষ্ট হয়,
ঐ পুণ্যস্রোতা আকূতি যেন
বংশানুক্রমিকভাবে
অমনতরই
শ্রদ্ধাসন্দীপনা নিয়ে চলতে থাকে ;
সব দিক্-দিয়ে
সর্ব্বতোভাবে
তাঁকে বরণ কর,
ঐ বরণ তোমাকে
আবরিত ক'রে তুলবে ;
আবার বলি—
ঐশ্বর্য্য তোমার আরতি করুক,
তুমি অকিঞ্চন থাক—
তোমার প্রেষ্ঠে,
আপ্রাণ পরিচর্য্যী
কৃতিদীপনা নিয়ে। ৩০৯।

ধারণ-পালনী সম্বেগ
যখনই ইষ্টীপূত নিষ্ঠানন্দিত
সাধু উদ্যমে
তোমার ভিতরে প্রভাব বিস্তার করে—
অন্তরের আকূতি-আগ্রহ নিয়ে,
কৃতি-কল্যাণ-উৎসারণায়,
সঙ্গতিশীল অনুক্রমণায়,—
তখনই ঐশী-ইচ্ছাই
তোমার ভিতরে প্রভাবান্বিত হ'য়ে থাকে ;
অন্তঃস্থ ঐ ধারণ-পালনী সম্বেগই
ঐশী-প্রবাহ
ঐশী-ইচ্ছা,

আবার, ঐ ধারণ-পালনী সম্বেগ
যখনই প্রবৃত্তি-চাহিদা-বিকৃত হ'য়ে
অসৎ-অভিসন্ধিতে আত্মপ্রকাশ করে,
তা' তখনই শাতনরাগদীপ্ত হ'য়ে
অসৎ-কর্ম্মেই তোমাকে
নিয়োজিত ক'রে থাকে—
অসৎ ধৃতি নিয়ে ;
—তাই, তুমি ভালই কর
আর মন্দই কর,
ঐ সম্বেগের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণে
বা বিকৃত নিয়োজনায়ই
তা' ক'রে থাক ;
তোমার চাহিদার অকৃত্রিম
আগ্রহ-উন্মাদনায়
নিষ্পন্ন করার আকূতি নিয়ে
আত্মনিবেদনী কৃতিদীপনায়
সুসন্ধিৎসু অনুচলনে
ঐ নিষ্পাদনী অর্ঘ্যে
যখনই যেমন ক'রে
তুমি অন্বিত হ'য়ে চলবে,
তোমার গতিও হবে তেমনতর ;—
আর, এটা সব বেলায়—
প্রকৃতিতে, বিশেষে,
ব্যষ্টিতে,
সমষ্টিতে ;
তাই, তুমি তাঁতেই অর্থাৎ ইষ্টেই
আত্মনিয়োগ কর—
যিনি তোমার মূর্ত্ত ঈশ্বর,
তঁদনুচর্য্যাই তোমার জীবনে
প্রথম ও প্রধান হ'য়ে উঠুক—
সেবাসন্দীপী কৃতিচলনে,

আর, ঈশ্বরেচ্ছা
তোমার সমস্ত ব্যক্তিত্বে
ঘোষণা করতে থাকুক—
ঈশ্বরের জয় হো'ক ;
তাই বলি শ্রীভগবানের কথা—
"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত !
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥" ৩১০।

প্রেষ্ঠ বা প্রিয়পরমের নিকট থেকে
যা' পাও,
বা তিনি যা' দেন,
প্রীতি-আগ্রহ নিয়েই
তা'কে রক্ষা ক'রো,
পরিচর্য্যা ক'রো—
চিরন্তন নিষ্ঠা নিয়ে,
কৃতি-উৎসারণায় ;
আর, তুমি
প্রাণের আগ্রহ-উন্মাদনা নিয়ে
চিত্তের আবেগ-উদ্দীপনী উদ্যোগে
যা' তাঁকে দেবে,
তা' তাঁ'রই আশীর্ব্বাদ-আহূতি ক'রে
তোমার জীবনের শ্রেয়-অর্চ্চনী
নৈবেদ্যের মত
তাঁ'কে দিও ;
দেখো—
কখনও আপশোস না আসে,
দুঃখ না আসে,
অনুতাপ না আসে,

ঐ নিবেদন যেন তোমাকেও
সঙ্গে-সঙ্গে
তাঁ'রই নৈবেদ্য ক'রে তোলে—
তা' চিরন্তনের জন্য ;
আবার, তাঁ'র সহজ অনুচর্য্যা-নিরতি নিয়ে
সতর্ক সন্ধিৎসু অন্তরে
তুমি তো থাকবেই,
তা' ছাড়া
তুমি যেমন করলে,
যেমন হ'লে,
যেমন বললে,
তিনি তৃপ্ত হ'য়ে ওঠেন,
বা তোমাকে তিনি
যেমনতর নিদেশ দেন,
ফল কথা, তোমার যেমনতর অনুচর্য্যা পেয়ে
তিনি সুখী হন,
—সব যা'-কিছুকে
অর্থাৎ তোমার প্রবৃত্তির চাহিদা-মত
সব যা'-কিছুকে
এমন-কি, কর্ত্তব্য ব'লে
যেগুলি মনে কর
তোমার নিজের,
সেগুলিকেও উপেক্ষা ক'রে
তাঁ'রই জন্য নিজের সাত্বত চর্য্যাকে
বিহিতভাবে সংরক্ষিত ক'রে,
বৈধানিক সুস্থতা নিয়ে
সমীচীন ত্বারিত্যে
এমন-কি, তাঁ'র প্রয়োজনের পূর্ব্বেই
যা'তে নিষ্পাদন করতে পার,
তা' করবেই কি করবে—
তোমার সত্তার সামগ্রিক ব্যবস্থিতির

অনুনয়ন ও বিনায়নকে
বিনিয়োগ ক'রে ;
এতটুকুও ত্রুটি ক'রো না,
আর, তা' চিরদিনই করবে,
এও চিরন্তনের জন্য,
এই তিনটি চিরন্তনী যা'-কিছু
জীবনের প্রতিষ্ঠা ক'রেই
চলতে থাকবে,
আর, এই চলনে চলতে গেলে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
যেমনতর বিনায়িত ক'রে চলতে হয়,
তা' করবেই করবে,—
এমনতর নৈষ্ঠিক সদাচরণী চলন
তোমার সত্তাকেও
শুভ-সমৃদ্ধির সহিত
চিরন্তনের পথেই
এগিয়ে নিয়ে চলতে থাকবে—
ক্রম-পদক্ষেপে । ৩১১ ।

অস্তিত্ব-সংরক্ষণায়
অনুরাগ সবারই,
এই অস্তিনিহিত সত্তায়
প্রীতি সবারই ;
তাই, সত্তাসম্বর্দ্ধনী যা'-কিছু
তা' সবারই সরাসরি স্বার্থ,
সাত্বত চলন সেই জন্য
সকলেরই আকাঙ্ক্ষিত ;
আর, মানুষের সাত্বত সম্পোষণার
কেন্দ্রপুরুষই হ'চ্ছেন আচার্য্য,—
যিনি নিজের আচরণের ভিতর-দিয়ে

সাত্বত সম্বর্দ্ধনা ও সংরক্ষণার
উপায়গুলি অবহিত আছেন ;
আর, যেমন চলনের ভিতর-দিয়ে
যেমন করণের ভিতর-দিয়ে
এই অস্তিত্ব বা সত্তা
আপালিত হয়,
আপূরিত হয়,
আপোষিত হয়,
এক-কথায়, বিধৃত হয়,
ধারণ-পালন-পোষণে
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
তা'ই হ'চ্ছে ধর্ম্ম ;
এই ধারণ-পালন-সম্বেগের উৎস যিনি
তিনিই ঈশ্বর,
ঈশ্বর মানেই হ'চ্ছে—
আধিপত্য যাঁ'র আছে,
আর, আধিপত্য মানে কিন্তু
ঐ ধারণ-পালনী আবেগ, সম্বেগ বা প্রবৃত্তি ;
এই ধারণ-পালনী সম্বেগ
সত্তার অন্তরে আবির্ভূত হ'য়ে
তা'কে ধৃতিপোষণায়
সংরক্ষিত ক'রে থাকে ব'লেই,
তিনি সবারই অন্তরে
অধিষ্ঠিত থাকেন ;
আবার, এই অধিস্থিতির মরকোচ
অর্থাৎ যেমন ক'রে যা' করতে হয়,
চলতে হয়,
আচরণের ভিতর-দিয়ে
নিজেকে আপূরিত করতে হয়—
তা'র বেত্তাপুরুষই হ'চ্ছেন বাস্তব আচার্য্য,
তিনিই পুরুষোত্তম,

মূর্ত্ত ঈশ্বর তিনিই ;
আবার, ঐ আচার্য্যে সম্যক্ স্থিতি
অর্থাৎ নিষ্ঠা ও তাঁর নিদেশ-পালন
মানুষকে সার্থক সঙ্গতিশীল ক'রে—
সক্রিয় বিন্যাস-বিনায়নে
তা'র সংস্থিতিকে সংস্থ ক'রে
এই অস্তি বা অস্তিত্বকে
বর্দ্ধনপুষ্ট ক'রে তোলে—
শ্রদ্ধাপূত, নিষ্ঠা-সংক্ষুব্ধ
তৃষ্ণার তরতরে সম্বেগে
জীবনকে কৃতিমুখর ক'রে,
অনুশীলন-তৎপর ক'রে ;
ঐ আচার্য্যই মানুষের পরমেষ্টি,
যুগপুরুষ তিনি,
তিনিই পরম-পুরুষ ;
তাই, নিষ্ঠানন্দিত অনুচলনে চল—
আবেগ-উদ্দীপ্ত কৃতিমুখর অনুরাগ নিয়ে ;
তাঁকে অনুসরণ কর,
অনুভব কর,
সঙ্গতিশীল সার্থক বিনায়নে
নিজেকে বিনায়িত করতে থাক,
আর, এমনতর ক'রেই
অমৃতের অধিকারী হও ;
—এই হ'চ্ছে মোক্তা কথা । ৩১২ ।

মানুষ যতদিন আদর্শনিষ্ঠ,
ভাবদীপ্ত, অনুপ্রাণিত কৃতিচর্য্যা
নিয়ে চলে—
মহৎ, পারস্পরিক পরিচর্য্যা নিয়ে,
আবেগ-নিরতি-উচ্ছল হ'য়ে,—

তত‌দিন উন্নতির দিকেই চলতে থাকে—
ঐ ভাবাবেগ-সম্বুদ্ধ কৃতি-পরিচর্য্যী
আবেগ-উচ্ছলতায়
নিজেদের নিয়ন্ত্রিত করতে-করতে,
নিজেদের বাক্য, ব্যবহার, আচার,
চাল, চলন, চরিত্রকে
ঐ অনুপ্রাণনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে ;
যত সঙ্ঘাতই আসুক
যদি তা'রা ভেঙ্গে না পড়ে,—
উন্নতির দিকে চলতেই থাকে,
দেশ উন্নতিমুখর হ'য়ে চলে—
তদনুগ সদাচারী আত্মনিয়ন্ত্রণ-প্রবোধনায় ;
আবার, তা'রা যখন থেকে যতই
ভেঙ্গে পড়তে থাকে,—
তখন থেকেই
অবনতি ও তমসার অন্ধতম তলে
ক্রমে-ক্রমে নিমজ্জিত হ'তে থাকে,
দুর্ব্বল, অসহায়,
পারস্পরিক সঙ্গতিহারা হ'য়ে
একটা বিচ্ছিন্ন বেকুব বিহ্বলতায়
স্বার্থসন্দীপ্ত স্বেচ্ছাচারিতার
আশ্রয় নিয়ে
ক্রমেই অবনতির অন্ধতময়
প্রবেশ করতে থাকে—
সাত্বত সম্বর্দ্ধনাকে
নির্ব্বোধ বি-দিশায় বিলুপ্ত করতে করতে ;
তখন প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যাই
তা'দের প্রধান নায়ক হ'য়ে ওঠে,
সে-নায়ক
একটা চরিত্রহীন নারকীয় পন্থায়
সমস্ত দেশকে

অনুশাসিত করতে করতে
অধঃপাতের দিকে
এগিয়ে নিয়ে যায় ;
কিন্তু তা'রা উদ্ধার পায় তখনই
যখন থেকে—
ঐ আদর্শনিষ্ঠ অনুচলনে
নিজেদের প্রদীপ্ত ক'রে
সমস্ত পরিবেশকে
ঐ সাত্বত সন্দীপনায়
প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে—
বাস্তব কৃতিচলনে ;
এমনি ক'রেই ওঠাপড়ার ভিতর-দিয়ে
গড়িয়ে গড়িয়ে
যা'-কিছু সব নিয়ে
মানুষ চলতে থাকে—
উন্নতি-অবনতির সংঘাতের ভিতর-দিয়ে ;
তাই, যদি উন্নতিই চাও,
আদর্শ-অনুগতিতে
নিজেকে প্লাবিত ক'রে তোল,
আর, সেই অনুচলনে
তোমার পরিবেশকে
পরিপ্লাবিত ক'রে তোল—
অমোঘ কৃতিচলনে সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে,
পরিবেশ, পরিস্থিতির ঐ অমনতর নিয়ন্ত্রণে,
অসৎ যা'-কিছুকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে,
সৎ যা'-কিছুকে উচ্ছল ক'রে
সন্ধিৎসু সতর্ক চলন নিয়ে,—
যা'তে পিছিয়ে না যাও কিছুতেই ;
উন্নতি অবাধ হ'য়ে
তোমার জীবনস্থণ্ডিলে বসবাস করবে,
প্রতিটি জীবন নিয়ে তুমি

ঐ আদর্শ-সার্থকতায় উচ্ছল হ'য়ে উঠবে,
ভেবো না। ৩১৩।

ঈশ্বরের দয়ায় সব হয়—
তা'র তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
তাঁ'র ধারণ-পালন ও পোষণ-সম্বেগসিদ্ধ
আকূতি-উন্মাদনা
যখন মানুষের অন্তরে জেগে ওঠে,
সে তখন কৃতি-সন্দীপনায় উচ্ছল হ'য়ে
বিশেষ বিনায়নে চ'লে
যা'তে ঐ নিষ্পাদন-সুসিদ্ধ হ'য়ে ওঠে,—
তা'ই ক'রে থাকে ;
এই করার ভিতর-দিয়েই
সে উন্নতির অধিনায়ক হ'য়ে ওঠে ;
আবার, কৃতি-শৈথিল্য বা ব্যত্যয়ে
অবনতিতে অবশায়িত হ'য়ে থাকে ;
ঐ উন্নতির ধাতাই হ'চ্ছে—
এই ধারণ-পালনী সম্বেগের
সুসিদ্ধ অন্তঃস্থ অধিগমন,
যা' আকূতি-উদ্দীপ্ত উন্মাদনার
ভিতর-দিয়ে
জীবনকে তৎপ্রণোদনায়
উদ্দীপ্ত ক'রে
কৃতি-সন্দীপনায়
নিষ্পাদনী আত্মপ্রসাদের
অধিকারী ক'রে তুলে' থাকে ;
আর, অহৈতুক কৃপা মানে
করার ভিতর-দিয়ে
কোন-কিছু হ'য়ে চলেছে—
তুমি তা' জান না,

হেতু না-জানা, না-বোঝা সত্ত্বেও
তা' তোমার সম্মুখীন হ'ল—
তা' প্রাকৃতিক কৃতি-সম্বেদনার
ভিতর-দিয়েই হো'ক
বা তোমার করার ভিতর-দিয়েই হো'ক ;
তাই, দয়া পেতে হ'লেই
পরম দয়াল যিনি,
আগ্রহ-উন্মাদনা নিয়ে
তাঁকে অনুসরণ করতে হবে—
অবিচ্ছিন্ন প্রণোদনা নিয়ে,
আর, তা'তে তোমার অন্তঃস্থ আকূতিও
স্ফীত উদ্দীপনায়
বোধ ও কৃতি-অনুশীলন-প্রবুদ্ধ
হ'য়ে উঠবে,
দয়া উৎসারণ-অনুকম্পায়
তোমাকে প্রসার-উচ্ছল ক'রে
চলতে থাকবে। ৩১৪।

এলোমেলো, অগোছাল
প্রবৃত্তিরঙ্গিল চলনে
চললেই হবে না,
হওয়ার প্রথম ও প্রধান হ'চ্ছে
অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ হওয়া,
ধৃতিচলনে স্বস্তিপ্রসন্ন হ'য়ে চলা,
সঙ্গে-সঙ্গে চাই—
কুশলকৌশলী ঊর্জ্জীতেজা
পরাক্রমশালী হ'য়ে
অসৎ-নিরোধী হ'য়ে চলা,
প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়কে
সজাগ সম্বুদ্ধ ক'রে

বোধবাহী ক'রে তোলা ;
শুধু একটা কাঠের পুতুলের মত
সাধু সেজে ব'সে থাকলে চলবে না,
ধৃতি-অনুশীলন-প্রতুল হ'য়ে
স্বস্তিপ্রসন্ন শিষ্ট চলনে
কৃষ্টির উপাসক হ'তে হবে,
ঐ অভ্যাসে অভ্যস্ত হ'তে হবে,
যথাসম্ভব হাতে-কলমে
সেগুলিকে আয়ত্ত ক'রে চলতে হবে,
তোমার বাক্যকে
সজাগ, সুন্দর, তেজস্বী ক'রে তুলে'
প্রত্যেকের অন্তরস্পর্শী ক'রে তুলতে হবে—
চেতনার প্রাণনোদ্দীপনায়
প্রত্যেকের হৃদয় মধুময় ক'রে তুলে' ;
এমনি ক'রেই
প্রত্যেকের আত্মীয় হ'য়ে উঠতে হবে—
প্রতিপ্রত্যেককে আত্মীয় ক'রে তুলে,—
অর্থাৎ, আত্মার ধারয়িতা, পালয়িতা
হ'য়ে উঠতে হবে,
সত্তার ধারয়িতা হ'য়ে উঠতে হবে,
স্বার্থ হ'য়ে উঠতে হবে ;
তোমাদের চলনগুলি যদি
এমনতরভাবে
বাস্তবায়িত ক'রে না তোল,—
পরবর্ত্তী যা'রা গজিয়ে উঠেছে
বা গজাবে,
তা'দের অদৃষ্টলেখাকে
সুশীল, পরাক্রমব্যঞ্জক সুলেখায়
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারবে না,
বিধ্বস্ত হবে তুমি,
বিধ্বস্ত হবে তোমার সন্তানসন্ততি,

আর, বিধ্বস্তির আগুনে জ্বলতে জ্বলতে
সারা হবে তোমার দেশ,
যা'র প্রথম সহ্ণিডলই হ'চ্ছে
তোমার জন্মভূমি ;
তাই, বিশেষ ক'রে বলছি—
এখনও ওঠ,
এখনও জাগ,
এখনও কর,
নিজে অলসক্লীব না হ'য়ে
পুরুষত্বকে আবাহন কর,
তোমার সমস্ত বিধান
ঐ পুরুষত্বে বিনায়িত হ'য়ে
পুরুষকারে অঢেল হ'য়ে উঠুক ;
এই হ'চ্ছে আসল ধৃতিমন্ত্র,
যা' তোমার স্মৃতিচলনে উচ্ছল হ'য়ে
সব যা'-কিছুকে
উত্তাল সম্বৃদ্ধিতে
সম্বেগশালী ক'রে তুলবে—
সব যা'-কিছুকে নিয়ে ;
স্মরণে রেখো—
না-পারার কৈফিয়তে
রক্ষা নেইকো,
তাই, তা'তে ধৃতিও নাই,
স্বার্থও নাই। ৩১৫।

মানুষ চলতে চায়,
বলতে চায়,
বুঝতে চায়,
জানতে চায় কেন ?
কারণ, তা'র অন্তঃস্থ সমস্যাগুলিকে
বিনায়িত ক'রে

শুনে, বুঝে, সুঝে
সুনিশ্চিত স্বস্তি-চলনে চ'লে
তা'কে সঙ্গতিশীল ক'রে নিয়ে
অন্তরের বিচ্ছিন্ন বোধগুলিকে
বিনায়িত ক'রে
নির্দ্ধারণ করতে চায়—
তা'র বাঁচবার ও বাড়বার পথ কী!
নিরোধ করতে চায়
ঐ বাঁচবার ও বাড়বার বিরুদ্ধ যা'-কিছুকে ;
তাই দেখতে পাবে—
সাধারণতঃ মানুষের
দেখবার, শুনবার, বুঝবার
এক-কথায়, সমস্যা-সমাধানী প্রবৃত্তি বহুত ;
আর, এর ভিতর-দিয়ে
তা'র অন্তঃস্থ গ্রন্থিগুলির
এলোমেলো ভাবগুলিকে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে বিনায়িত ক'রে
সেদিকে চ'লেফিরে
কৃতী হ'য়ে
সে কৃতার্থ হ'য়ে উঠতে চায় ;
আর, এ যা'র যত যেমনতর
ত'ার ঐ আগ্রহও তেমনই,
অন্ধ, বোবা, বধির হ'য়ে থাকা
তা'র পক্ষে ভীষণ কষ্টপ্রদ ;
তাই, বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
দেখে, শুনে, বুঝে
তা'র বৃদ্ধিকে অকাট্য ক'রে তুলতে চায় ;
আবার, যা'র অন্তঃস্থ সংস্কার যেমনতর,—
ভাববৃত্তিকেও সেই রঙে রাঙিয়ে
বেছে বেছে সেই চলনকেই
ঠিক ক'রে নেয় ;

থেকে—
বাঁচাবাড়ার আকৃতি নিয়ে
তরঙ্গায়িত তরতরে আগ্রহকে
উচ্ছল ক'রে

অন্তরের
উদ্গ্রীব সন্ধিৎসা-আকৃতি নিয়ে
উদ্বিগ্ন হ'য়ে সে যে চলতে থাকে,—
তা'র মরকোচই ওখানে,
তাই, কথা-বার্ত্তা, আচার-ব্যবহারে
তা'র ঐ উৎকণ্ঠ উদ্বিগ্নতাকে
যে যত প্রশমিত করতে পারে—
সমস্যার মীমাংসার দিকে আশ্বস্ত ক'রে,—
সেও প্রসন্ন হ'য়ে থাকে
তা'র প্রতি তেমনই ;

আর, তা'র ঐ ক্রমচলনকে
মুসড়ে দিয়ে
ঐ উৎকণ্ঠ উদ্বিগ্নতাকে
যতই কঠোর ক'রে কেউ তোলে,—
বিরক্তও হয় সে তা'র প্রতি তেমনই ;
তাই, তা'র ঐ উৎকণ্ঠ উদ্বিগ্নতাকে
অবহেলা ক'রো না,
মীমাংসায় সরল ক'রে তোল,
আশায় উচ্ছল ক'রে তোল,
তা'র ঐ অন্তঃস্থ উৎকণ্ঠ উদ্বিগ্নতার
অবসান ক'রে দিয়ে
চলবার পথকে
পরিষ্কার ক'রে দাও ;
সুকৃতির পরিচলনে পরিচ্ছন্ন হ'য়ে
অন্তরের শঙ্কিত বেদনার
অবসান হ'য়ে উঠুক তা'র ;
তুমি ধন্য হও অমনি ক'রে—

শুভ-সন্দীপনায়
তা'কে কল্যাণযাত্রী ক'রে,
দায়িত্বশীল অনুবেদনায়। ৩১৬।

অসুবিধা দেখে ঘাবড়ে যেও না,
হতবুদ্ধি হ'য়ে যেও না,
জীবনের ধর্ম্মই এই—
অসুবিধাকে অতিক্রম ক'রে
বাঁচতে চায়,
বেড়ে উঠতে চায় ;
বোধ ও বীর্য্যকে উদ্দীপ্ত ক'রে
ইষ্টনিষ্ঠ আনুগত্য ও কৃতি নিয়ে
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
বিবেকবুদ্ধির কুশল তাৎপর্য্যে
অসুবিধাকে অতিক্রম ক'রে
চলতে থাক ;
আর, তা' হ'তে
সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
কুড়িয়ে নাও—
শক্তিমত্তার সহিত
ঐ বোধ-বিবেক-উৎসারিণী জ্ঞানপ্রভা ;
শিষ্ট কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যের সহিত
বিনায়নী তৎপরতায়
এগুলিকে কুড়িয়ে নিয়ে
বিবেচনার সহিত
বিনিয়োগ করতে থাক,—
যেখানে যেমন প্রয়োজন
সেই রকমে,
আবার তা'র মধ্য হ'তেও
নতুন কিছু যদি পাও,

সেগুলিও
ঐ বহুদর্শিতায়
সার্থক বিনায়নে
গ্রথিত ক'রে রাখবে ;
আবার কর,
আবার ধর,
আবার কর,
আবার ধর,
আবার কর,
ধাপে ধাপে
এমনি ক'রেই
সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
স্বর্গ-সন্দীপনায়
চলতে থাক,
সার্থক হবে—
তা' সব দিক্-দিয়ে । ৩১৭ ।

যে-জাতি
যে-ধর্ম্মেই
ধর্ম্মান্তরিত হো'ক্ না কেন—
ঐ দেশেরই
সন্তান-সন্ততি তা'রা,—
তা' লাখো মিশ্রণের ভিতর দিয়েও ;
ধর্ম্মের খতিয়ানে
জাতি ভাগ হয় না,
রাষ্ট্রও ভাগ হয় না ;
যদি ভাগ করতে চাও—
বহু খণ্ডে বিভক্ত করতে হবে,
এমন-কি—
প্রতিটি ভিটামাটিকেও

ঐ ব্যতিক্রমেই বিভাজিত ক'রে
দুষ্ট উন্নয়নে
তাঁ'দিগকে
আলাহিদা ক'রে তুলতে হবে,
যা'র ফলে—
ব্যক্তি-সংহতি
কিছুতেই ঘ'টে উঠবে না ;
ধর্ম্ম—
প্রত্যেক ব্যক্তির
তাৎপর্য্য বহন ক'রে থাকে—
সম্বর্দ্ধনী উদ্বর্দ্ধনায় ;
ধর্ম্মে যেখানে বিভাজন আছে—
সে-ধর্ম্ম
শাতন-অভিদীপ্ত,
সেখানে
সংকীর্ণতাই হবে তোমার
শাতন-আশীর্ব্বাদ ;
তাই, ধর্ম্মে
কোন কালেই
ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করতে যেও না,
প্রত্যেক ধৃতির
চেতন-অভিদীপনাই হ'চ্ছে—
তা'র পরিবেশ,
যে যেমন
যা'ই হো'ক না কেন,—
সে যেমনতর
তেমনি ক'রে তা'র মানুষগুলি
নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে থাকে—
নিজস্ব বৈশিষ্ট্যানুপাতিক ;
তাই, ধর্ম্মের অভিদীপনায়
বা অছিলায়

কোন ব্যক্তি, জাতি বা রাষ্ট্র
বিভাজিত হ'তে পারে না,
বিভাজিত হওয়া মানেই
সে-ধর্ম্ম
ব্যতিক্রমেরই স্রষ্টা হ'য়ে থাকে—
বিচ্ছিন্নতার
অভিশাপ সংগ্রহ ক'রে ;
ধর্ম্মাচরণ, কুলাচার—
যা' পিতৃপুরুষের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত,—
তা'কে ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে
অভিশপ্ত জীবন
কখনই লাভ করতে নেই ;
প্রেরিত, অবতার পুরুষ, ধর্ম্মনিয়ন্তা
তোমরা যে নামেই
তা'দের অভিহিত কর না কেন,—
তা'রা যদি
ব্যতিক্রমবিসৃষ্ট হয়—
তা' কিন্তু
সর্ব্বনাশকেই আবাহন ক'রে থাকে,
বিচ্ছিন্নতাকেই আবাহন ক'রে থাকে,
ব্যতিক্রমকেই
শিষ্ট আসন দিয়ে থাকে ;
নিজের
আন্তরিক উৎসর্জ্জনা নিয়ে
নিবিড় মনোনিবেশে
চিন্তা ক'রে দেখ—
সেটা কতখানি অবৈধ ;
তাই, দেখ, বোঝ, শোন,
শুনে—
সুষ্ঠু যা'
তা'ই কর—

চিন্ময়ী চিন্তার
স্রোতল চলনে,
বিবেক-বিনায়িত উৎসর্জ্জনায়। ৩১৮।

নিজে খতিয়ে দেখ না—
করেছই বা কী!
হবেই বা কী!
নিষ্পাদনী তাৎপর্য্যে—
নিষ্ঠানন্দিত রাগদীপনী
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
উল্লাসনন্দনী
প্রীতি-অনুকম্পা নিয়ে
নিখুঁতভাবে
যেমন ক'রে যা' করতে হয়
তেমন ক'রে কি কিছু করেছ—
যে হবে?
মুখে ভূতুড়ে ধাপ্পায়
ভগবানের নাম নিয়ে
অনেক প্রার্থনা করেছ!
জান না কি!—
ভগবানের তাৎপর্য্যই হ'ল
তিনি ভজমান,
সেবারাগনন্দিত
প্রীতিচর্য্যার
হোমবহ্নি,
মুখে
ভগবান্ ভগবান্ করলে—
কিছু করলে না—
আর সব হ'য়ে গেল!

আর, বলছ—
ভগবানকে কত ডাকলেম
আমার কিছুই হ'ল না ;
ভগবানের নাম নিয়ে
জ্ঞানদীপ্ত সুবীক্ষণী তৎপরতায়
যেখানে যেমন বিহিত
তেমনি ক'রে
ক'রে দেখ—
হয় কি না !
প্রথম সম্পদ্ই হ'চ্ছে—
নিষ্ঠানন্দিত আনুগত্য,
কৃতিসম্বেগ-উচ্ছল
শ্রমপ্রিয় তৎপরতা,
আর, একে
যেমনভাবে বিনায়িত ক'রে
তুমি যা' করবে,
আমি তো বুঝি—
তা'ই করা যায় ;
বিহিতভাবে ক'রে দেখ,
ভজন বাদ দিয়ে
ভগবান,
মাংস বাদ দিয়ে
মানুষ যেমনতর
তেমনি নয় কি ?
ওঠ,
জাগো,
ধর,
কর,
নির্ব্বন্ধ-নিষ্পাদনে
সুফল নিয়ে এসো,
প্রাপ্তি

বিভূতি হ'য়ে
তোমার ভিতর
উচ্ছল হ'য়ে উঠবে ;
ইষ্টনিষ্ঠানন্দনা
তোমাকে পেয়ে বসুক ;
আর, 'ভূত' যদি
পেয়ে বসে,
আর, তা'র চলনেই যদি চল—
কী হবে বল ?
ফাঁকা আওয়াজে
কি সব চলে ?
ভাগ্য মানেও কিন্তু
ভজন,
ভজন যেমন
ভাগ্যও তেমন। ৩১৯।

ইষ্টনিষ্ঠায়
অটুট থাক,
অস্খলিত থাক,
নিটোলভাবে
তাঁ'র নিদেশ
পালন ক'রে চল—
তাড়ন-পীড়ন-ভর্ৎসনা
যা'ই আসুক না কেন,
সব
প্রীতি-উদ্যমে সহ্য ক'রে,
কৃতি-উৎসারণা নিয়ে,
ইষ্টনিষ্ঠায় অটুট থেকে ;
যাঁ'রা সৎপুরুষ
তাঁ'দের কাছে যাও,

সেখানে ব'সো,
আলাপ-আলোচনা ক'রো,
যা' তোমার পক্ষে
আহরণযোগ্য—
তা' আহরণ কর,
কিন্তু নিজে সব সময়
অটুট থেকো—
ঐ ইষ্টনিষ্ঠায় ;
ইষ্টত্যাগ—
মহাপাপের,
ও একটা
আত্মঘাতী
উদ্দাম অভিসার,—
যা' মানুষের
নিষ্ঠানন্দিত ধৃতি-উৎসারণাকে
নষ্ট ক'রে দিয়ে
তা'কে
বিকৃত ব্যভিচারদুষ্ট ক'রে তোলে ;
যা'দের
ইষ্টনিষ্ঠা নেই,
ইষ্টানুগ ক্রিয়াকলাপ নেই,
ইষ্টে
প্রীতি-উৎসারণা নেই,
তা'রা যদি
সৎলোকও হয়—
তা'ও কিন্তু সংঘাত-সন্দীপী,
ইষ্টনিষ্ঠাকে
তা'রা
বাড়িয়ে দিতে পারে না,
ভঙ্গুর ক'রে তুলতে পারে—
জাহান্নমের পথ

আরোতম
স্বচ্ছন্দ ক'রে তুলে',
সাবধান থেকো তা'দের থেকে ;
ইষ্টনিষ্ঠানন্দিত
সৎপুরুষ যাঁ'রা—
তাঁ'রা কিন্তু
অন্য রকম,
সৎ-এর আভাস
যেখানেই আছে—
সেখানে তাঁ'রা ভক্তিমান
ইষ্টপুরুষ যিনি
তাঁ'কে ব্যাহত ক'রে
কখনও
তাঁ'রা কা'রো
ভ্রান্তি উৎপাদন করেন না,
কিন্তু ভ্রান্ত যে
সে
যে-আচারদুষ্টই হো'ক্ না কেন—
তা'র ভ্রান্তি নিরাকরণ ক'রে
তাঁ'রা তা'কে
সন্দীপ্ত ক'রে তুলে'
ইষ্টার্থ-অনুবেদনায়
জাগ্রত ক'রে তুলে' থাকেন ;
তাই বলি—
সবার কাছে যাও,
সবার সাথে আলাপ কর,
সবার সাথে প্রীতি রাখ,—
নিজের ইষ্টার্থকে
অটুট রেখে ;
যিনি ইষ্টপুরুষ—
তিনি যখনই আসেন,

তখনই কিন্তু
সবারই তিনি ইষ্ট—
মঙ্গল-উৎসর্জ্জনা,
নন্দনার
সন্দীপনী সুপ্রভা,
কাল তাঁকে
ক্ষুণ্ণ করতে পারে না,
বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। ৩২০।

নিদেশবাহী
পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তোমার
ইষ্টনিষ্ঠা-আনুগত্য
ও কৃতি-সন্দীপনাকে
অটুট উচ্ছল ক'রে চ'লো—
শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্যে ;
আর, সুসন্ধিৎসু
ধী-তৎপরতা নিয়ে
সুবীক্ষণী তাৎপর্য্যে
যা' করবে—
তা'তে লেগে যাও,
আর, লেগে যাওয়া মানেই—
অনুশীলন করা,
ক'রে ক'রে
সমস্ত ভুলচুককে
তাড়িয়ে দিয়ে
কোন-কিছুকে
নিটোলভাবে
বাস্তবায়িত উৎসর্জ্জনায়
মূর্ত্ত ক'রে তোলা—

তোমার পক্ষে যেমন,
সবার পক্ষে তেমনি—
যা'র যা'র রকমে
তা'র তা'র তেমনতর ;
হতাশ হ'য়ো না কিছুতেই,
ব্যর্থতার দূরবীক্ষণার
ভিতর-দিয়েই
সার্থকতাকে দেখে নাও,
আর, সেই পথেই চল,
যদি হতাশ হও—
তোমার দূরবীক্ষণাও
স্তিমিত হ'য়ে উঠবে,
আর, এই করতে গেলেই
চাই ঝোঁক বা রোখ,
অস্খলিত উন্মাদনা,
পরাক্রমী ঊর্জ্জী তৎপরতা ;
এই ঝোঁক, রোখ
বা পরাক্রম না থাকলে
সব যা'-কিছু
শিথিল চলনে চলতে থাকবে ;
শিথিল চলনের তাৎপর্য্য—
তোমার কৃতিস্রোতটাকে
তমসাচ্ছন্ন ক'রে চালানো ;
ঐ পরাক্রমী চলন
তোমার কাছেও
সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
আর, পরিবেশের কাছেও তা'
তেমনি হ'য়ে উঠুক ;
তোমার করার ভিতর-দিয়ে,
ভাবের ভিতর-দিয়ে,
ঝোঁকের ভিতর-দিয়ে—

যে রোখালো সন্দীপনা
উপ্‌চে ওঠে,—
তোমাকে তা' তো
কৃতি-তাৎপর্য্যে
উৎসজ্জিত ক'রে রাখেই,
অন্যের ভিতরেও তা'
স্বতঃ-সঞ্চারণায়
সঞ্চারিত হ'তে থাকে,
তা'দের ভিতরেও
কিছু-না-কিছু
অমনতর উৎসর্জ্জনার সৃষ্টি হয়,
ঐ শ্রেয়নিষ্ঠা,
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমপ্রিয় তৎপরতাকে
অভ্যাসে
এস্তামাল ক'রে চ'লো,
আর, তা'
তোমার ব্যক্তিত্বে মূর্ত্ত হো'ক—
কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে,
আর, ঐ কৃতি-সন্দীপনা
সঞ্চারিত হ'য়ে
তোমাকে
উর্জ্জী ক'রে তুলুক্—
ভজনদীপনী তাৎপর্য্যে ;
তোমার জীবনও
সঙ্গে-সঙ্গে
সার্থক হ'য়ে উঠুক্,
আর, ঐ সার্থকতা
উপহার দাও—
তোমার প্রিয়পরম—
ইষ্টের চরণে

অঞ্জলি দিয়ে :
এমনি ক'রেই
পায়ে-পায়ে
তুমি অমৃতত্বের দিকে
এগিয়ে চল—
সঞ্জীবনী সত্তা
আহরণ করতে করতে । ৩২১ ।

তুমি যে-ই হও আর যা'ই হও,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
সিদ্ধ সৎ-আচার্য্য-নিদেশ
যদি কখনও
শ্রদ্ধোষিত উন্মাদনাতে
পরিপালন না কর,
অবজ্ঞাতেই হো'ক—
আর, তাচ্ছিল্য ক'রেই হো'ক—
আত্মসংক্ষুব্ধ স্বার্থ-পরিচর্য্যার
ব্যাপৃতি নিয়ে
তা'কে গৌণ ক'রেই হো'ক,—
মুখ্য-উদ্দীপনায়
বিশেষ ত্বারিত্য নিয়ে
ঐ অনুজ্ঞা বা নিদেশ
কৃতিচলন-তৎপরতায়
যদি বিহিত সমাধানে
নিষ্পন্ন না কর
বা না করতে পার,—
ঠিক জেনো—
জীবনে মস্ত বড় একটা সুযোগ হারালে ;
যে-সুযোগ
বিহিত সঙ্গতির সহিত

অনুশীলন-তৎপরতায়
বোধিকে সজাগ বিনায়নে বিন্যাস ক'রে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
অর্থাৎ বিকাশ-বিভবকে
উন্নতি-উচ্ছল ক'রে তুলত,—
তুমি হারালে তা',
তোমার ভজন-সম্বেগ
ব্যত্যয়ী চলনে
পিছিয়ে চলতে লাগল ;
কুশলকৌশলী দক্ষতা
তন্দ্রাতুর মন্থরতায়
তোমাকে আবিষ্ট ক'রে
অপগতির পথেই
নিক্ষেপ করতে লাগল ;
এই চলন ক্রম-তাৎপর্য্যে
ধীরে-ধীরে
তোমার অন্তর্নিহিত আপশোস-উদ্দীপনাকেও
ক্রমশঃ নিস্তেজ ক'রে তুলতে
কসুর করতে লাগল না ;
একটা ব্যতিক্রম বহু-ব্যতিক্রম
সৃষ্টি করতে করতে
তোমার জীবনে
তা'দের পসার জমিয়ে তুলে'
ব্যক্তিত্বকে বিহ্বল ক'রেই
চলতে লাগল ;
শ্রেয়ার্থ বা ইষ্টার্থকে
অর্থাৎ ইষ্ট বা আচার্য্য-স্বার্থকে
যদি কোনক্রমে
অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য বা গৌণক্রিয়
ক'রে তোল—
ত্বারিত্যকে অবহেলা ক'রে,—

তা'তে তোমাকে ঐ রকমই
ক'রে তুলতে থাকবে,
জীবনে চলবেও ঐরকম ;
একটা সুযোগ হারানো
বহু সুযোগ অবজ্ঞা করার পাল্লায়
টেনে নিয়ে যায় কিন্তু ;
তাই বলি, সাবধান !
নিদেশ পেলে—
তা' কোনক্রমে অবজ্ঞা না ক'রে
বিশেষ ত্বারিত্যের সহিত
নিষ্পন্ন ক'রে
আচার্য্যে উপঢৌকন দেওয়া হ'তে
তোমাকে বঞ্চিত ক'রো না,
এমন-কি, অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তুলতেও
কসুর ক'রো না—
শুধু ভাবে নয়,
হাতেকলমে—
বাস্তবে । ৩২২ ।

ধর্ম্ম মানে—
যে-অনুশীলনা
সত্তাকে ধারণ করে,
পালন করে,
পোষণে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে—
তা' তোমারও যেমন, অন্যেরও তেমন,
আর, এইগুলিই হ'চ্ছে ধর্ম্মাচরণ,
এই ধর্ম্মের প্রধান কীলকই হ'চ্ছেন
আচার্য্য,
তাঁকে অগ্নিমুখ বলা হয়,
তিনিই মানুষের মূর্ত্ত কল্যাণ,
শুভ-সন্দীপনার পরম হোতা,

শ্রদ্ধোচ্ছল নিষ্ঠায়
আচরণের ভিতর-দিয়ে
অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
এই বিধিগুলিকে উন্মোচিত ক'রে
তদনুগ চলনে অনুপ্রেরিত করেন ব'লেই
তাঁকে আচার্য্য বলা হয় ;
এমনতর আচার্য্যই প্রিয়পরম,
আর, প্রিয়পরম যিনি—
আচার্য্যদেরও আচার্য্য,
পরম আচার্য্য,
তাঁকেই প্রেরিতপুরুষ বলা হয়,
অবতার-পুরুষও বলা হয়,
কারণ, তাঁতে ঐ প্রজ্ঞার অবতরণ
হ'য়ে থাকে ;
তাই, এই প্রিয়পরম আচার্য্যই হ'চ্ছেন
ধর্ম্মাচরণের শ্রেয়-কেন্দ্র ;
তাঁতে সুনিষ্ঠ হ'য়ে
একাগ্র অনুবেদনায়
তাঁর নিদেশগুলির
অনুশীলন করাই হ'চ্ছে—
যজন ;
আবার পরিবেশকে
অমনতরভাবে অনুপ্রেরিত ক'রে
তা'দিগকেও ঐ অনুশীলনায়
ব্রতী ক'রে তোলাই হচ্ছে—
যাজন ;
যতই এগুলি সম্যক্‌ভাবে
অনুষ্ঠিত হবে,
অনুশীলন-অনুচর্য্যায়
নিখুঁত হ'য়ে উঠবে—
সার্থক সঙ্গীত নিয়ে,—

তোমার ব্যক্তিত্বে
কৃতিমুখর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার
আবির্ভাব হবে তেমনতর ;
আর, এর গোড়ার কথাই হ'চ্ছে—
আচার্য্য-অনুসেবনা,
প্রত্যহ প্রত্যূষে দৈনন্দিন কর্ম্ম
অনুষ্ঠানের পূর্ব্বেই
আচার্য্যভৃতি বা ইষ্টভৃতি নিবেদন ক'রে
তাঁতে বাস্তবে অর্ঘ্যান্বিত
ক'রে তোলাই হ'চ্ছে—
আচার্য্য-অনুসেবনা ;
আর, ঐ ধর্ম্মানুশীলন-অনুচর্য্যার
ভিতর-দিয়ে
যতই তুমি বাস্তবে সম্বৃদ্ধ হ'য়ে
উঠতে থাকবে—
সব দিক্-দিয়ে,
ইষ্টভৃতিও তোমার তেমনি
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠতে থাকবে—
সম্যক্ তৎপরতা নিয়ে ;
আর, ইষ্টভৃতির
অনুশীলন-অনুচর্য্যায়
যা'-কিছুকে সার্থক সঙ্গতিশীল ক'রে
বাস্তব নৈপুণ্যে
ব্যক্তিত্বের ব্যাপ্তি
যতই বেড়ে উঠতে থাকবে,—
কৃতিসম্বেগ উচ্ছল হ'য়ে
জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে
তেমনতরই বিনায়িত ক'রে
সার্থক সঙ্গতিতে অর্ঘ্যান্বিত ক'রে
তোমার আচার্য্য বা ইষ্টদেবতাকেও
তাত্ত্বিক মূর্ত্তনায়

তোমাতে
আবির্ভূত ক'রে তুলতে থাকবে তেমনি—
প্রাজ্ঞ মূর্চ্ছনায়,
অর্থনার ছান্দিক দ্যোতন তাৎপর্য্যে ;
এর ভিতর অলস অলৌকিকতা
যতই তোমাকে আচ্ছন্ন ক'রে তুলবে,
অলস অনুচর্য্যা যতই তোমাকে
শ্লথ ও ভাবালু ক'রে তুলবে,
সম্যক্ কৃতিদীপনা হ'তে
যতই তুমি স'রে দাঁড়াবে,—
সুব্যক্ত তাত্ত্বিক মূর্চ্ছনা
সাত্ত্বিক সঙ্গতি নিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্বে
মূর্ত্তি লাভ করতে
তেমনই শ্লথ ও সঙ্কীর্ণ হ'য়ে উঠবে ;
এই হ'চ্ছে টোটকা কথা,
যজন, যাজন, ইষ্টভৃতির
টোটকা অর্থ,
জীবনের টোটকা উচ্ছ্বাস ;
ঠিক মনে রেখো—
না ক'রে,
বাজে বায়নাক্কায়
গাল বাজিয়ে বললে
যে, সার্থক সঙ্গতিশীল কিছু হ'য়ে উঠবে,—
তা' নয় কিন্তু,
তুমি হাতেকলমে কিছু
ক'রে উঠতে পারবে না,
বাচক ভাগবতই
মুখর হ'য়ে চলবে তোমাতে,
ক্লীবত্ব গোপন অন্তরে
বসবাস করবে। ৩২৩।

ধর্ম্মই হো'ক,
আর, কোন বাদই হো'ক,
এই ধর্ম্ম বা বাদের যত প্রকারই
সৃষ্টি কর না কেন,
যে-ধর্ম্ম বা যে-বাদ নিয়েই
থাক না কেন তুমি,
ঈর্ষ্যা, দ্বেষ বা প্রীতিদ্বন্দ্বের
জ্বালাময়ী জ্বলন নিয়ে
যতই তুমি ঘুরে বেড়াও না কেন,
দেশপ্রেমিকই হও,
আর, দেশের শত্রুই হও না কেন,
ভাল-মন্দ
ন্যায়-অন্যায়—
যা'তেই তুমি
যেমনতর নিরত হ'য়ে
আত্মতৃপ্তি বা আক্রোশের
সরবরাহ ক'রে চল না কেন,
সবই কিন্তু তোমার 'তুমি'র জন্য,
ঐ সত্তার জন্য ;
যতদিন বা যতক্ষণ পর্য্যন্ত
সাত্বত নিয়মনী অনুচলন
তোমাকে পেয়ে না বসছে,
ততক্ষণ তোমার
সব চেষ্টাই ব্যর্থ কিন্তু ;
যা'র জন্য যত কিছু করছ—
তা' বিধিমাফিকই হো'ক,
আর, অবিধিমাফিকই হো'ক,
ভেবে কি দেখেছ—
তুমি কী চাও ?
আর, চাওয়াটাই বা কেন ?
আর, এ চাওয়াতেই বা লাভ কী ?

লাভ-লোকসান যা' হয়—
তা' তো তোমার,
তোমার এই সত্তার ;
সত্তা বেঁচে থাকতে চায়,
উপভোগ করতে চায় ;
আঁতিপাতি ক'রে যেমন বুঝছ
তা'ই করছ—
তা' সত্তাপোষণের জন্যই হো'ক,
বা সত্তাকে খরচ ক'রে
প্রবৃত্তিপোষণের জন্যই হো'ক ;
কিন্তু বেশ ধীইয়ে দেখো—
তুমি চাও সত্তারই তৃপ্তি,
সত্তারই পুষ্টি,
সত্তারই সংরক্ষণা—
সর্ব্বতোভাবে ;
তাই, সব দিক্-দিয়ে
সর্ব্বতোভাবে
যদি সাত্বত চলনে না চল,
সাত্বত ধৃতি যদি
সর্ব্বতোভাবে
তোমার আরাধ্য না হ'য়ে ওঠে,
তা'র পালন, রক্ষণ ও পরিপোষণ
যদি তোমার
সত্তাপোষণী উপকরণ
না হ'য়ে ওঠে,
যা'ই কর—
তুমি সুখী হ'তে পারবেই না ;
তুমি চাও বাঁচতে,
বাড়তে,
ঐ বাঁচাবাড়াটা অটুট রেখে
চলতে,

জরাগ্রস্ত হও,
মর—
এ তুমি চাও না,
কেউই চায় না ;
এই বাঁচার উপকরণ জোগায়
তোমার পরিবেশ,
এই পরিবেশ যদি
শুভ-সম্বর্দ্ধনী না হ'য়ে ওঠে তোমার,—
ক্রমক্ষয়িষ্ণুতা তোমাকে দিনদিনই
জড়িয়ে ধ'রে
অবশ ক'রে তুলতে চাইবে,
—পরাক্রম ও ওজোদীপ্ত
চলন নিয়ে
সম্বর্দ্ধনায় সুস্রোতা হ'য়ে
চলতে দেবে না তোমাকে
কিছুতেই ;
তাই, ভাব,
বোঝ,
যদি ভাল লাগে—
সাত্বত অনুচর্য্যাকে
জীবনের পরম বিভব ব'লে
ধ'রে নাও ;
আর, ইষ্টীপূত সাত্বত অনুচলনে
পরিবেশকে
পরিস্থিতিকে
শুভ-পোষণায় সন্দীপ্ত ক'রে তোল,
বাঁচাবাড়াকে সব দিক্-দিয়ে
সম্বর্দ্ধনায়
আবাহন করতে থাক ;
জীবনের পাল্লা
এমনি ক'রে বেড়ে যা'ক,

বাড়িয়ে তোল তা'কে,
তোমার পরিবেশ ও পরিস্থিতি
সব দিক্-দিয়েই
জীবনে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
এমনি ক'রেই শুভ-সুন্দরে
পরিব্যাপ্ত হও,
প্রত্যেকটি সত্তাকে
অধিষ্ঠিত ক'রে তোল তা'তে ;
পারগতা-প্রসূত
স্বতঃস্রোতা
স্মৃতিবাহী চেতনাদীপ্ত
এই জীবনস্রোত
সবার জীবনে ব্যাপ্ত হ'য়ে
তোমাকে সাত্বতপুরুষ
ক'রে তুলুক । ৩২৪ ।

দেবতার পূজা-আরাধনার
অব্যবহিত পূর্ব্বে বা সময়ে
গান-বাজনা করতে যেও না,
তা' তোমার মনন-প্রেরণাকে
বিক্ষিপ্ত ও ব্যতিক্রমদুষ্ট
ক'রে তুলতে পারে ;
অন্তরে ইষ্ট বা আচার্য্যগুরুকে
জাগ্রত ক'রে
সেই সন্দীপ্ত অনুপ্রেরণায়
সেই ভাববৃত্তি-দ্যুতি নিয়ে
দেবতাকে স্মরণ কর,
অর্থাৎ তাঁ'র চলন-চরিত্র
ও গুণগরিমাকে
অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে

আয়ত্ত করতে যত্নশীল হও ;
তাঁর গুণরাজিকে মনন কর,
আর, সেগুলিকে
সার্থক সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
তোমার অন্তরে উচ্ছল ক'রে তোল—
এমনতরভাবে
যা'তে তোমার আচরণ ও চরিত্র
তাঁতেই অভিষিক্ত হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ অভিষিক্ত সম্বেদনা
তোমার অন্তরে
এমনভাবে প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে—
যা'তে তোমার অনুচলনও
ক্রমে-ক্রমে
ঐ তপোনির্য্যাসে
তদনুক্রিয় হ'য়ে ওঠে,
নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ওঠে,
আর, তদনুবেদনী অনুপ্রভাও
সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
তোমার আচরণ ও চরিত্রে
বিনায়িত হ'য়ে ওঠে—
সুসঙ্গত, সুযুক্ত, সমীচীন
বিনায়নী সার্থকতায়,
আর, তা'রপর তোমাতে
ঐ ইষ্টীপূত ফুটন্ত প্রেরণা
বোধ-কৃতিদীপনায়
বিসৃষ্ট হ'য়ে
তোমার সাত্বত চরিত্রকে
যেন প্রভাবান্বিত ক'রে তোলে—
তা' চিন্তায়, বোধে,
বলায়, করায় ও চলায় ;
তাঁকে মনন করা মানে কিন্তু

তাঁ'র রূপসহ
প্রতিটি বিশেষ গুণগরিমাকে
বিশেষ কৃতিদীপনার সহিত
চিন্তা করা—
অনুশীলন-অভ্যাসে
তদনুগ প্রত্যেক যা'-কিছুকে
হাতেকলমে আয়ত্ত করা ;
তুমি তাঁ'র যা'-কিছু মনন কর,
তা'র প্রত্যেক যা'-কিছুকে
স্বতন্ত্র ও সামগ্রিকভাবে
হাতেকলমে কাজের ভিতর-দিয়ে
ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা কর
অর্থাৎ মক্স কর,
ভুলভ্রান্তি হ'লেও তা' ছেড়ো না,
ক্রমশঃ শুদ্ধ করতে চেষ্টা কর—
অর্জ্জুনের ধনুর্ব্বেদ-সাধনার মত,
ঐ করাই সার্থক ক'রে তুলবে—
তোমার ঐ কর্ম্মঠ বোধনাকে
বিন্যাস-বিভূতি নিয়ে
ঐ দেবতার দেবব্যক্তিত্বের পরিভাবনায় ;
তাই, পূজা-আরাধনার
মননশীল ভাবমূর্চ্ছনার পরে
গান-বাজনা, রং-তামাসা
যা'ই কর না কেন,
তা' যেন তা'রই ইন্ধন হ'য়ে
তোমার সাথে
তোমার পরিবেশকেও
ঐ মহিমায়
মহদ্ভাবে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে,
ভাব মানে কিন্তু ঐ হওনক্রিয়া
অর্থাৎ তাঁ'তে গুণান্বিত হ'তে

যেমন যেমন করতে হয় তা'ই ;
অর্চ্চনার অর্থ বা সার্থকতা কিন্তু
ওখানে ;
পূজা-অর্চ্চনার সময় যেমনতর,
সন্ধ্যা-প্রার্থনা ও ইষ্ট-আরাধনার
বেলায়ও তাই-ই ;
ইষ্ট-আরাধনা
বা ইষ্ট-নির্দ্দেশিত তপঃক্রিয়া মানে
পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলনে
তাঁর নির্দেশগুলিকে বাস্তবায়িত করা—
তা' চরিত্রে, কার্য্যে,
এক-কথায়, বাস্তবে,—
তাঁ'র চলন-চরিত্র, আচার-ব্যবহার
ও কথাবার্ত্তাকে
আত্মীকৃত করা ;
আরাধনা মানেই হ'চ্ছে—
শ্রদ্ধাসন্দীপ্ত অটুট অনুরাগ নিয়ে
কোন-কিছু অনুশীলন করবার প্রয়াসে
তৎপর হওয়া—
সক্রিয়ভাবে,—
কী কোন্ রকমে নিষ্পাদন করা যায়
তা' বিহিত সমীচীনতার সহিত
অনুভাবন ও অনুধাবন ক'রে
বাস্তব পরিবেদনায়
নিখুঁতভাবে সংসিদ্ধ করা,
নিষ্পাদন করা,
অংশক্রমে সঙ্গতিশীল সংসাধনে
সামগ্রিকভাবে সেটাকে সুসিদ্ধ ক'রে
আয়ত্তে আনা ;
তুমি যা'ই কিছুই কর না,
ঐ আরাধনাকে

এমনতরভাবেই পরিচালিত ক'রে
তা'র নিষ্পত্তি বা সমাধান করবে ;
তোমার অন্তর
আরাধন-স্রোতা হ'য়ে চলুক—
সব করায়, সব চলায়, সব ধরায়,
সব যা'-কিছুর সুনিষ্পত্তিতে
ব্যক্তিত্বের সজীব শুভ-বিন্যাসে ;
যা'ই আরাধনা করতে যাও না কেন—
তা'র পদ্ধতি কিন্তু এই ;
কিন্তু মনে রেখো—
ব্যতিক্রম-নিয়ন্ত্রিত-আচার্য্য-অর্চ্চনা
বা আরাধনা
ব্যতিক্রম বা বিভ্রান্তিরই স্রষ্টা । ৩২৫ ।

ধর্ম্ম এক,
আর, ধর্ম্ম মানেই হ'চ্ছে
তেমনতর চলন-বলন,—
যা' নাকি সত্তাকে
ধারণ, পালন ও বর্দ্ধন ক'রে
চলতে থাকে,
আর, সেই আচরণে চলাই হ'চ্ছে—
ধর্ম্মাচরণ ;
এই ধর্ম্মাচরণ—
যে যেমনই হো'ক্ না কেন
যে ভাষাভাষীই হো'ক্ না কেন,
সকলের পক্ষে এক-জাতীয়,—
যা' অনুসরণ ক'রে
দেশকালপাত্রানুপাতিক
মানুষ
ঐ ধৃতি-উৎসারণে

উৎসারিত হ'য়ে
সত্তাকে
ধারণ-পালন-বর্দ্ধনে
শিষ্ট ও সুষ্ঠু সম্বেদনার সহিত
লোকপ্রীতি-সহ
সাম্য-যোজনায়
নিজেকে ও নিজ-পরিবেশকে
সর্ব্বতোভাবে
সুষ্ঠু সম্বর্দ্ধনার দিকে
এগিয়ে নিতে পারে,
আর, এর ভিতরেই আছে—
ধৃতি-বিধায়নার
সমীচীন দর্শন,
মানে, যে-বিধায়না মেনে চ'লে
বা পরিপালন ক'রে
সম্বর্দ্ধনাকে
সুষ্ঠু তাৎপর্য্যে উচ্ছল ক'রে
তুলতে পারা যায় ;
আর, ধর্ম্মের মূলকেন্দ্রই হ'চ্ছেন
সেই আচার্য্য—
যিনি আচরণ ক'রে
এই তুকগুলি জেনে-শুনে
নিজে পরিপালন ক'রে
সার্থকতায় পদক্ষেপ করেছেন ;
আর, ঐ ধর্ম্মের বিন্দুই হ'চ্ছে—
প্রাজ্ঞ জ্ঞানই হ'চ্ছে—
সেই পরম সাত্বত সন্দীপনাকে জানা,
যা' জেনে
যা'র নিয়মনে
ঐ সম্বর্দ্ধনাকে
সুষ্ঠু সৌকর্য্যে বিনায়িত ক'রে

সার্থকতায় উপনীত হওয়া যায়,
আর, তা'র পথই হ'লেন—
ঐ জ্ঞাতা যিনি,
যিনি আচার্য্য,
আর, তিনিই হ'চ্ছেন—
'গড্'ই বল,
ঈশ্বরই বল,
ব্রহ্মই বল,
আর, যা'-ই বল—
বাচনিক তাৎপর্য্যে
যাঁকে ইঙ্গিত করা যায়,
এইতো হ'ল কথা ;
তাহ'লে ধরতে গেলে
আমরা সবই
ঐ অল্লা বল,
বিষ্ণু বল,
বা ঈশ্বরই বল,—
ঐ সেই একেরই উপাসক,
উপাসক মানে—
অস্খলিত নিষ্ঠায়
আচার্য্যনৈকট্যে সমাসীন হ'য়ে
শিষ্ট সম্বর্দ্ধনায়
আচার-ব্যবহার,
চালচলন, কথাবার্ত্তা
সব যা'-কিছু দিয়ে
যা'তে উপস্থিত থাকতে পারি—
এই জীবনকে
অজচ্ছল দৈর্ঘ্য-সন্দীপনায়
নিয়ন্ত্রিত ক'রে,
অর্থাৎ বহুকালব্যাপী
নিজেকে গ'ড়ে

স্বস্থ, শুদ্ধ ও সুন্দর ক'রে ;
সমস্ত পরিবেশের
প্রাণন-দীপনা হ'য়ে
এবং পরিবেশের প্রত্যেককে
প্রাণনদীপনা ক'রে
ঐ একসন্দীপনী তাৎপর্য্যে
নিজেকে সুব্যবস্থ ক'রে
চলতে থাক—
তা' কথায়-কাজে,
চিন্তায়-চলনে—
সব দিক্-দিয়ে,
এইতো হ'চ্ছে ব্যাপার ;
জীবনপ্রেরণার মূলকেন্দ্র
সবারই কিন্তু এক,
তাই, একই আমাদের উপাস্য,
আর, তাঁ'র দিকে
যে যেমন ক'রে
এগিয়ে যেতে পারে—
সার্থকতাও সেখানে তেমনি
বিজলী-বিভায়
চরিত্রে উৎকীর্ণ হ'য়ে থাকে—
ঐ আচরণ-দুন্দুভির
চারিত্রিক বিনায়নী
চর্য্যাপূর্ণ সৌষ্ঠব-সৌন্দর্য্যে ;
আর, সার্থকতা তো তা'ই,
তা' কিন্তু সবারই ;

বাস্তব জগতে
এখনও হয়তো দেখতে পাবে—
একজন আর্য্য,
একজন মুসলমান ঋষি,
একজন খ্রীষ্টান ঋষি,

একজন হিন্দু ঋষি
এক দাঁড়ায় চলছেন,
বাস্তবে তাঁরা সবাই আর্য্য,
আর, আর্য্য মানে
ইষ্টনিষ্ঠ আত্মোৎকর্ষণী অনুশীলন নিয়ে
যাঁরা চলেছেন—
সত্তাঘাতী সঙ্ঘর্ষ
ও ব্যভিচারকে এড়িয়ে,
সবারই কথা,
সবারই রকম,
সবারই চালচলন ও আচার-অনুনয়ন
এক ধাঁচের—
অনুভূতির উদাত্ত চলনায়,
তাঁদের ভাষা হয়তো বিভিন্ন হ'তে পারে ;
এঁদের পরিচর্য্যায়
কোন হিন্দুও মুসলমান হয় না,
কোন মুসলমানও হিন্দু হয় না,
কোন হিন্দু খ্রীষ্টানও হয় না,
বা কেউই কিছু হয় না,
জাগে—
বিন্দুতৎপর অভিজ্ঞান
অর্থাৎ জ্ঞানদীপ্ত অভিদীপনা ;
এ সামাজিক অভিজ্ঞান নয়কো,
বরং সম্যক্ ধারণায়
সমাধির ধী-ঐশ্বর্য্য,
যেমন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন লোকের
বিভিন্ন দর্শনে
যে-সমস্ত অভিজ্ঞান—
তা' যাঁরা কৃতী
সুষ্ঠু সাধক—
তাঁদের সবারই

এক অভিনিবেশের
বিদীপ্ত অভিকম্পন,—
যা' জ্ঞানদীপান্বিত ;
এর দাঁড়াই হ'চ্ছে—
অন্তর এবং বাহিরের
বৈধী-অনুচলনদীপ্ত কৃতি-আলোক ;
যে যা'র ঐতিহ্যকে
যদি মেনে চলে,
সদাচারকে মেনে চলে যদি,
তুল্য ঘরে যদি বিয়ে করে,
প্রধানতঃ গোত্রসমন্বয় যদি ঠিক থাকে,
বিকৃত বিবাহ যদি না হয়,
খাদ্যাখাদ্য
সদ্‌বিনায়নায় সংগ্রহ ও ব্যবহার করে
এবং কুলাচার, ধর্ম্মাচরণ ইত্যাদি
সুনিষ্ঠ তাৎপর্য্যে মেনে চলে—
নিষ্ঠানিবেশ ও ভক্তি নিয়ে,
বিক্ষেপগুলির দ্বারা বিকৃত না হ'য়ে,
অবস্থামত লোকচর্য্যী তৎপরতায়,—
তা'রা যা'ই হো'ক—
হিন্দুই হো'ক,
মুসলমানই হো'ক,
খ্রীষ্টানই হো'ক—
তা'রা একধর্ম্মী,
কা'রো সাথে কা'রো দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না,
তা'দের সাথে
আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সবই হ'তে পারে—
জাতি, বর্ণ ও দেশে
বিধ্বস্ত না হ'য়ে ;
আর, দ্বন্দ্ব থাকলে তখনই বুঝবে—
তা'রা দ্বন্দ্বাত্মিক অনুচলন নিয়ে চলে,

আর, দ্বন্দ্বাত্মিক চলনে যা'রা চলে—
তা'রা ব্যভিচারকেই
আচার ব'লে ধ'রে নেয়,
আন্তরিক আত্মানুশাসন
তা'দের অন্তরে কিন্তু কমই ;
আবার বলি, শোন—
খাদ্যাখাদ্যের 'পরে নির্ভর করে
জীবনীয় সংস্থিতির সুষ্ঠু উপকরণ,
তাই, আচার-নিয়ম
এবং খাদ্যাদির অনুনয়ন
যা'তে বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ হ'য়ে ওঠে—
সাত্ত্বিক স্বাস্থ্য-আপূরণী হ'য়ে ওঠে,
রাজস বা অন্ততঃ তামস আহার
কিছুতেই না হয়,
এমনতরভাবে
ব্যক্তিগতভাবেই হো'ক,
পারিবারিকভাবেই হোক,
সেগুলিকে বিধায়িত ক'রে নিয়ে
শিষ্ট ধৃতিপ্রসূ যা'
তা'র আপূরয়মাণ হ'য়ে ওঠে—
তেমন ক'রে চ'লে
কৃষ্টিকে বিনায়িত ক'রে
তা'র সার্থকতাকে
ব্যক্তিত্বে প্রতিফলিত ক'রে নিয়ে
চলতে হবেই কি হবে,
আর, নিজ-নিজ সৎ-কুলাচারগুলিও
তদনুগ যা'তে হয়—
তাই-ই করতে হবে ;
সে-সবগুলি না ক'রে
যা'ই কর না,—
ব্যর্থতা

কুফল-উদ্‌গারী ব্যাদানে
সত্তাকে, সমাজকে, জাতিকে—
তা' সে যে-ই হো'ক না কেন,
তা'র ধ্বংস-আবর্ত্তনে
খান-খান ক'রে ফেলবে ক্রমশঃ,
তাই সাবধান! ৩২৬।

তুমি যা'ই কও
আর যেমনই হও,
ফল কথা—
তোমার দুনিয়ায়
ধর্ম্ম ছাড়া কিছু মান না—
বাস্তবভাবে,—
তা' ধর্ম্মের নামেই হো'ক,
আর, অস্তিত্বের নামেই হো'ক,
কারণ, তুমি বাঁচতেও চাও,
বাড়তেও চাও,
বেঁচে থেকে
বেড়ে ওঠাই হ'চ্ছে—
তোমার অন্তরের
আবেগ-উচ্ছল উৎসর্জ্জনা ;
কিন্তু এ কথা কি বোঝ না ?—
ঐ ধর্ম্ম
বিধিবিনায়নী উৎর্জ্জনী
অনুক্রিয়ার ভিতর-দিয়ে
মানুষের ধৃতিকে
অক্ষুণ্ণ ক'রে তোলে
বা তুলতে চেষ্টা করে ?—
তা'
অস্তিত্বের নামেই হো'ক,

আর, ধর্ম্মের নামেই হো'ক ;
আর, ধর্ম্ম মানেই হ'চ্ছে—
ধৃতিপালিনী বিধায়না—
যা'র অবলম্বন
বাঁচাতেও সাহায্য করে
সম্বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে,
তা' না হ'লে যে
কিছুতেই কিছু হয় না—
তা' কি তুমি বোঝ না ?
তা' বেশ বোঝ ;
না খেয়ে
না ঘুমিয়ে
না ক'রে যে
বাঁচা যায় না—
তুমি কি বলতে চাও যে
তা' তোমার ধারণায় নাই ?
আপদ্-বিপদে তুমি কি
আপদ্ হ'তে ত্রাণ পাওয়ার যেগুলি—
তা' করতে বিরত থাক—
মাথায় যেমনভাবে যা' আসে ?
বোধবিজ্ঞ
যদি না হও,—
অস্তিত্বরক্ষায়
এতটুকু আগ্রহশীল
দূরদৃষ্টিও যদি না থাকে,—
আর, দূরদৃষ্টি থেকেও
যদি তা'তে
নিষ্ঠানন্দনা না থাকে—
অস্খলিত ঊর্জ্জনায়,—
তাহ'লে ক্রমবর্দ্ধনায়
উচ্ছলিত হ'য়ে উঠবে কী ক'রে

তোমার জীবন—
যে-জীবনের সাথে
ঐ বিধির
ওতপ্রোত সম্বন্ধ!
তা' না হ'লে
যে বাঁচা যায় না—
তা' কি জান না?
অসুখ হ'লে
ঔষধ খেতে হয়,
ঘুম পেলে
ঘুমাতে হয়,—
তা' কি বোঝ না?
বাঁচতে হ'লে
বিধি মানতে হয়,
আচার-ব্যবহার মানতে হয়—
যে-মানার ভিতর-দিয়ে
অস্তিত্ব
কুলপরম্পরায়
শিষ্ট সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে,
সবার সাথে
এ বোধগুলি থাকা উচিত,
আবার বিধি মানেও—
বি-ধা—
বিহিতভাবে যা' ধারণ করে;
তুমি তো পশু নও,
জানোয়ারও নও,—
যদিও পশু বা জানোয়ারেরও
বাঁচার বোধ আছে;
একটা পিঁপড়েকে যদি
লাঠি দিয়ে তাড়া করার
ভয় দেখাও—

সেও দৌড়ায়
আত্মরক্ষার জন্য ;

এই আত্মা—
যা' মানুষের জীবন-সম্বেগ
বা জগতের জীবন-সম্বেগ—
তা' সংরক্ষিত করতে
যা' যেমনতরভাবে লাগে,
তা' না করলে কি
সত্তাকে সংরক্ষণ করা যায় ?
তা'কে কি
উচ্ছল করা যায় ?

এটার মানে কী
বোঝ তো ?

ধর্ম্ম মানে কী—
সত্তা বা মানে কী—
আত্মা বা মানে কী—
প্রাণন-প্রদীপনার
মানেই বা কী—
এগুলি কি তুমি বোঝ না ?

যদি না বুঝে থাক—
তোমার মত দূরদৃষ্ট
আর কে আছে ?
তুমি কি একটা
জানোয়ারেরও অধম নও ?

জীব-জানোয়ারগুলি—
কা'র পক্ষে কী জীবনীয়—
তা' কি বোঝে না ?

তোমার বিকার যদি
এতই অঢেল হ'য়ে থাকে—
যা' তোমার জীবনীয় নয়
তা'তে লুব্ধ আবেশ নিয়ে

চ'লতে থাক,—
পালন-পাতিত্য
তোমার কি হয় না ?
তুমি কি
জীবনের প্রবঞ্চনা ক'রে যাচ্ছ না ?
কেন ?
তুমি যা' চাও—
তা' পেতে যা' করা লাগে
তা' করবে না,
অবৈধ উপায়ে যা' করণীয়
তা' করতে বরং রাজী,
সংরক্ষণার
সুসন্দীপনাসিদ্ধ
সংবোধনার যেগুলি—
বিধিবিনায়িত বৈশিষ্ট্যের
ধারণপালন-উৎসর্জ্জনার যেগুলি—
কৃতি-সোহাগে
সেগুলিকে
পরিপালন ক'রে চল না ;
যা' পালন ক'রে না চলছ—
তা' সংরক্ষিতও হয় না,
তোমার জীবনকে
উদ্যোগশীল ক'রেও তোলে না ;
কেন জীবনকে
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে তুলছ ?
তা'ই কর—
যা'তে তোমার ভাল হয়—
অন্যের মন্দ না ক'রে ;
অন্যের মন্দ ক'রে
নিজের ভাল করাও তো—
নিজের পরিবেশকে

বিষাক্ত ক'রে তোলা,
যা'রা বাঁচতে চায়—
সে বিষাক্ত সন্দীপনা
কেন সহ্য করবে ?

তাই বলি—
তুমি চাও তো
কর, কর, কর ;
আর, যদি না চাও—
না-চাওয়া যদি
না-করা নিয়ে আসে
তবে তা'ই পাবেই,
তোমার পরিচয়ও তেমনি—
যেমন পাওয়া উচিত
তা' পাবেও ;
তোমার পূর্ব্বতন ঋষিরা—
হাতে-কলমে ক'রে
জীবনীয় সঙ্গতিশীল
তাৎপর্য্যী অনুনয়নে
জীবনকে যাঁ'রা
সংগ্রথিত ক'রে তুলেছেন—
ইচ্ছা হয় তো,
তাঁ'দিগকে
নমস্কার কর,
নতশিরে
তাঁ'দের অনুশাসনবাদ গ্রহণ কর,
কাজে ফলিয়ে তোল ;
ফলিয়ে তুলবে যত—
ফলও পাবে তেমনি,
শিষ্ট সম্বেদনায়
যা' ফলিয়ে তুলবে না—
সে-ফলে

ফলবান ক'রে তুলবে
কে তোমাকে ? ৩২৭।

অনেকবার অনেকরকমে বলেছি,
আবার বলি—
নিষ্ঠাতৎপরতা নিয়ে
দৈনন্দিন জীবনযজ্ঞে
প্রথম আহুতি হ'চ্ছে ইষ্টভৃতি,
আর, ঐ নিষ্ঠা-আকৃত তৎপরতায়
স্বস্তির পথে চলাই হ'চ্ছে—
স্বস্ত্যয়নী ;
স্বস্ত্যয়নী মানে হ'চ্ছে—
ভাল থাকার পথে চলা,
আর, ঐ দক্ষ চলনার দক্ষিণাস্বরূপ
ইষ্টসান্নিধ্যে
নিয়মিত অর্ঘ্য-নিবেদন,
যে-অবদানকে সম্বল ক'রে
ঐ নিষ্ঠা-তৎপরতায়
সারাদিনটি চলা যায়—
ঐ পাঁচটি নীতি-বিনায়িত পথে ;
ইষ্টভৃতিই বল,
আর, স্বস্ত্যয়নীই বল,
তা' যতক্ষণ না বিধিমাফিক
ইষ্টকে বাস্তবভাবে অর্পিত হ'চ্ছে
বা নিবেদিত হ'চ্ছে,
ততক্ষণ তা'
ইষ্টভৃতি বা স্বস্ত্যয়নী
হ'য়ে ওঠে না ;
আর, ইষ্টভৃতি বা স্বস্ত্যয়নীর
কোনরকম কৈফিয়ত নাই,

হিসাব-নিকাশ নাই ;
ঐ দেওয়া বা ঐ দান
ঐ ইষ্টপুরুষেই
সার্থক হ'য়ে ওঠে—
তোমার ঐ নিষ্ঠা-আকৃত অন্তরের
বাস্তব নিবেদন-তৎপরতায় ;
এই ইষ্টভৃতি
আর স্বস্ত্যয়নী
যা'দের যেমনতর নিয়তক্রমে চ'লে থাকে,
ঐ সম্বেগ
ধৃতি-নিয়মনায়
তেমনতরই নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে থাকে,
আর, শুভপ্রসূও হ'য়ে ওঠে তা'
তা'দের কাছে অমনতরই ;
কারণ, তোমার ঐ সশ্রদ্ধ নিষ্ঠা-প্রণোদিত
আকৃত অনুরাগ
বাস্তব দক্ষ অর্ঘ্যে
তাঁ'তে অর্পিত হ'য়ে
তোমার বোধনদীপনায়
চলার অর্থকে
তাঁ'তে
সঙ্গতিশীল অন্বিত ক'রে তুলে' থাকে,
আর, এই-ই হ'চ্ছে
ইষ্টে রাগযোজনার প্রভাব ;
আর, অনিয়ত যা'রা—
তা'দের পক্ষে
তেমনই ন্যূন-ফলবাহী তা',
কারণ, 'স্বাতী নক্ষত্রের জল
পাত্র বিশেষে ফল',
যেখানে যেমনতর পড়বে—
তোমার ব্যক্তিত্বও

প্রভাবান্বিত হবে তেমনতর ;
ওর সার্থকতাই কিন্তু
ইষ্টসান্নিধ্যে নিবেদন করায়,
তা'র একচুল এদিক-ওদিক হ'লেই
খাটবে না কিন্তু,
তা' ইষ্টভৃতি হবে না,
স্বস্ত্যয়নী হবে না ;
এমন-কি, ইষ্টার্থে
যে-কোন প্রকার নৈবেদ্য
নিবেদন কর—
তাঁ'রই শুভ-কামনায়
তাঁ'রই পরিপোষণায়—
সবগুলি
তাঁ'রই শুভ-সান্নিধ্য লাভ করলেই
সার্থক হ'য়ে ওঠে,
নইলে নয়,
ওতে কোন স্বার্থবুদ্ধি থাকলে
তাই-ই কিন্তু
কল্যাণের প্রতিবন্ধক হ'য়ে ওঠে,
ঐ পূত-প্রভাব
তা'তে বক্রগতিই লাভ করে ;
তাই, নীতি হ'চ্ছে—
ইষ্টসান্নিধ্যে
ইষ্টসকাশে
ইষ্টপ্রীত্যর্থে
নিবেদন করা ;
সব চেয়ে শ্রেয় হ'চ্ছে—
নিজে গিয়ে দেওয়া,
যেখানে তা' সম্ভব নয়,
ঐ অমনতর পূত অন্তঃকরণে
ডাকঘরের মারফতে

পাঠিয়ে দেওয়া—
যা'তে ইষ্টসান্নিধ্যে পৌঁছানোর
ডাক-রসিদ পেতে পার ;
এই ডাক-রসিদ যখন তুমি
হাতে পেলে—
ঐ ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী
বা যে-কোন নৈবেদ্য-নিবেদনই হো'ক,—
তা' সার্থক হ'য়ে উঠল
তখন থেকেই তোমার কাছে,
এর কোন ব্যতিক্রম, ব্যত্যয় বা অন্যথা
করলে চলবে না,
বিভাজন করলে চলবে না,
স্বার্থ-সন্ধিক্ষু গর্ব্বেপ্সায়
ভাগ-বাঁটোয়ারা করলে
চলবে না,
এটা পেঁছানো চাই তাঁ'রই কাছে
তাঁ'রই যদিচ্ছা ব্যয়ের জন্য ;
এইতো ইষ্টভৃতি বা স্বস্ত্যয়নীর
তুক বা মরকোচ,
যা'র ভিতর-দিয়ে
দৈনন্দিন কৃতি-উৎসারণা
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে
ইষ্টে সঙ্গতি লাভ ক'রে
অন্বিত সঙ্গতির অর্থনায়
বিনায়িত হ'য়ে চলে—
আগন্তুক অশুভ অত্যাচারগুলিকে
নিরোধ ক'রে,
এড়িয়ে,
বর্দ্ধন-সার্থকতার সমন্বয়ী ছন্দে ;
ইষ্টভৃতি মানে হ'চ্ছে—
ইষ্টকে ভরণ করা,

ধারণ করা,
পালন করা,
পোষণ ও পূরণ করা,
আর, এই ধারণ-পালন-পোষণ ইত্যাদি
যাঁ'তে প্রত্যক্ষভাবে
সার্থক হ'য়ে ওঠে—
তোমার এই নিবেদন তাঁ'তে,
তাঁ'রই জন্য,—
যে-নিবেদনের প্রতি-প্রভাব
তোমাতে বিকীর্ণ হ'য়ে
ভাস্বর বিভায়
তোমার সত্তাকে
শিবসুন্দরে
সংস্থিত ক'রে তুলতে পারে ;
ইষ্টের অবর্ত্তমানে
তাঁ'র সন্তানসন্ততির মধ্যে
সুনিষ্ঠ আচারবান
তৎচর্য্যাপরায়ণ উপযুক্ত যিনি
তৎসকাশে,
কিংবা অভাবে, সুনিষ্ঠ আচারবান
তৎচর্য্যানিরত উপযুক্ত শিষ্য যিনি
তৎসকাশে
ঐ ইষ্টপ্রীত্যর্থে
ইষ্টভৃতি
পাঠাতে হবে ;
এমনতর নিষ্ঠা,
এমনতর আকৃতি,
এমনতর অনুরাগের সহিত
ইষ্টভৃতির অনুশীলন
ক'রে চল—
যা'তে তোমার জীবনে

তা' অব্যর্থ হ'য়ে ওঠে ;
এর কোনপ্রকার খাঁকতি কি
তোমার সত্তাকে সার্থক করতে পারে ?
ঐ খাঁকতির ফাঁকের ভিতর-দিয়ে
ফাঁকিই ঢুকে পড়ে,
তা' আবার বজ্রকঠোর বিক্ষেপে
তোমার অদৃষ্টকে
দুরত্যয়া ব্যামূঢ় জড়িমায়
জড়িত ক'রে তুলতে পারে—
নিয়তির কুটিল বিনায়নায়,
ঐ ব্যতিক্রম বা ব্যত্যয়ে
গা ঢাকা দিয়ে। ৩২৮।

বিভিন্নতা
বিভোর সন্তর্পণায়
বৈশিষ্ট্যগুলিকে
আলাহিদাই ক'রে রেখেছে ;
প্রত্যেকে
নিজে বাঁচতে চায়—
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে
উচ্ছল সন্দীপনায়,
সব যা'-কিছু তা'র আছে
তা' নিয়ে
বিস্তার-বিভবে
বিস্তৃত হ'য়ে উঠতে চায় ;
সব বৈশিষ্ট্যের ভিতরেই আছে—
জীবন-সন্দীপনা
জীবনীয় সার্থকতা,
প্রত্যেকেই
থেকে—বেড়ে

পরিপুষ্ট হ'য়ে
উচ্ছল হ'তে চায় ;
এই উচ্ছল হ'তে চায় ব'লেই
থাকতে তা'র ভাল লাগে,
সম্বর্দ্ধিত হ'তেও ভাল লাগে,
ঐ থাকবার
সম্বর্দ্ধিত হবার পরিচর্য্যা
সে যেখানে পায়—
সেইদিকেই আনত হ'য়ে ওঠে,
গাছপালাও
যে-দিক্-দিয়ে
সূর্য্যরশ্মিকে
ভাল উপভোগ করতে পারে—
সেইদিকেই আনত হ'য়ে পড়ে ;
জীবন-পরিচর্য্যায় কিন্তু
সবারই সমস্বার্থ,
এত বিভিন্নতার ভিতরেও
সব বিভিন্নতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে
প্রত্যেকে স্বার্থবান হ'য়ে ওঠে—
যা' হ'তে সে তা'র
জীবনীয় সম্বর্দ্ধনার উপকরণগুলি
পায়,
পেয়ে থাকতে পারে,
সম্বর্দ্ধিত হ'তে পারে ;
আসল কথাই হ'ল—
জীবনচর্য্যা,
ধৃতিচর্য্যা—
তা' প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য-মতন,
এই বৈশিষ্ট্যগুলি
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
বিশেষিত হ'য়ে ওঠে তখনই—

যখন
যে-পরিচর্য্যা সে পায়
উপভোগ করে—
তা'তে সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
থাকায় অস্খলিত হ'য়ে ;
আবার, সে
তা'র পরিবেশের যা'-কিছু হ'তে
যেমন জীবনীয় সাড়া নেয়,
জীবনীয় আহরণ যা' করে—
উদ্দাম উদ্দীপ্ত হ'য়ে পড়ে সে
তেমনি ক'রেই ;
এই যে পরিচর্য্যা
এই যে দরদী অনুকম্পা,
মানুষ সাধারণতঃ একেই
ভালবাসা বলে,—
যা' কৃতিচর্য্যার হোম-আহুতিতে
উচ্ছল হ'য়ে ওঠে ;
তাই বলি—
নিজের দরদদৃষ্টি নিয়ে
সবাইকে দেখ,
দুঃখকষ্টের
নিরসন-প্রতীক হ'য়ে ওঠ,
পরিচর্য্যায়
পরিবর্দ্ধিত ক'রে তোল সবাইকে,—
কার্য্যকারণের সম্বন্ধকে
বিহিতভাবে বিনায়িত ক'রে
বুঝে,
আর, দেখে নিও—
এই সাত্বত
শুভ-পরিচর্য্যী যিনি,
যিনি—

অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠ
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ ও শ্রমসুখপ্রিয়তার
উল্লোল নিবেশ নিয়ে চলেছেন,
সবাই সেদিকে
আনত হ'য়ে উঠছে—
ক্রমে-ক্রমে ;

এমনি ক'রেই তুমি
পরিব্যাপ্ত হ'য়ে উঠবে
সব-যা'-কিছুর মধ্যে—
মানুষ হ'তে গাছপালা—
পশুপক্ষী—
সব তা'র মধ্যে—
ঐ অনুকম্পী
দরদী পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে,
তোমার প্রতিষ্ঠা
উৎসুক নন্দনায়
অপেক্ষা করবে—
তোমার জন্য ;

তাই, আমি বলি—
ঐ ইষ্টনিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
যা' শ্রমসুখপ্রিয়তার
ঊর্জ্জনী আবেগ নিয়ে
চলন্ত হ'য়ে
তোমাকে অমনতর ক'রে তুলেছে,—
তাই আছে ব'লে
পারছ,
ভ্রষ্ট ক'রে তুলতে পারছে না,
তোমার নিবিষ্ট
অনুগতি বা অনুরতিকে
ভাঙ্গতে পারছে না,
ঐ পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে

তোমার ব্যাপন-সম্বেগও
ততই বেড়ে যাচ্ছে ;
তাই, বল—
নন্দনার স্ফূর্ত্ত আবেগ নিয়ে—
'ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ !'
আর, নিবিষ্ট অনুপ্রাণনতায়
তাঁকে ছড়িয়ে দাও—
প্রতিটি ব্যষ্টির ভিতর
ব্যাপ্তি-উর্জ্জনায় ;
এইতো—
সার্থকতার
পরম উৎস। ৩২৯।

শ্রৎ মানেই সত্য,
আর, সত্য মানেই সতের ভাব,
অস্তিত্বের ভাব—
বাস্তবতার ভাব—
যা' মূর্ত্ত,
আর, একেই যেমন ক'রে
যেখানে ধারণ করতে হয়—
তা'ই করাই হ'চ্ছে শ্রদ্ধা,
এই শ্রৎ বা সত্যকে বাদ দিয়ে
যে-শ্রদ্ধা
সে-শ্রদ্ধা কিন্তু অলীকে শ্রদ্ধা—
যা'র বাস্তবতা নেই,
যা বাস্তবিক নয়
এমন কিছুকে ধারণ করা ;
তাই, শ্রদ্ধার কথা বলতেই বোঝা যায়
এই সত্যকে,

এই সতের ভাবকে
ধারণ করা,
পোষণ-পরিচর্য্যায়
তা'কে পরিচ্ছন্ন ক'রে
পরিপুষ্ট হওয়া ;
এই বাস্তব যা'—
কিংবা কোনরকমে যা'র
বাস্তব রূপ, গুণ বা ক্রিয়া আছে—
এক-কথায় অস্তিত্ব আছে—
তা'কে ধারণ ক'রে
পোষণ-পরিচ্ছন্ন ক'রে
নিজে পরিপুষ্ট হওয়াই হ'চ্ছে
শ্রদ্ধার তাৎপর্য্য ;
এই শ্রদ্ধা সত্তানুগুণা,
সত্তা যে-বৈশিষ্ট্যে
যেমনতরভাবে
বাস্তবে রূপায়িত হ'য়ে
যা' হয়েছে—
তা'কে তেমনি ক'রে
ধারণ, পালন, পোষণে
উপযুক্তভাবে
পরিচ্ছন্ন ক'রে
পুষ্ট ক'রে
তোমার ধৃতিকে
পুষ্ট পরিচ্ছন্নতায়
পরিবর্দ্ধিত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে—
শ্রদ্ধার মৌলিক তর্পণ ;
তাই, সত্তাকে শ্রদ্ধা কর,
বাস্তবে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে যা'
কোনরকমে
যেখানে যেমনতর হ'য়ে—

সে সূক্ষ্মই হো'ক
আর স্থূলই হো'ক, —
তা'কে ধ'রে
সত্তাপোষণী-পরিচর্য্যায়
তা'কে পরিপুষ্ট ক'রে তোল,
সবাইকে সম্বৃদ্ধ ক'রে
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠ—
অসৎ যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে
উদ্দীপনী তৎপরতায় ;
সাত্বত যা',
সৎ যা',
সত্য যা'
তা'ই শ্রবণীয়,
পুণ্য,
তাই, তা'কে শ্রৎ বলা হয়েছে,
আর, তা'কে ধারণ-পোষণ-অনুচর্য্যায়
পরিপুষ্ট ক'রে তোলাই
তা'র ভজনা,
তা'ই তা'র প্রতি ভক্তি,
এক-কথায়, সত্তার ভজমান হ'য়ে চলাই
ভক্তি,
আবার, ঐ শ্রদ্ধায় একান্ত তৎপর হ'য়ে
কৃতিমুখর সন্দীপনায়
তা'র আরাধনা ক'রে
নিরন্তরতা নিয়ে
নিজের মত ক'রেই
অন্যকে পুষ্ট ও প্রদীপ্ত ক'রে চলাই হ'চ্ছে
ধর্ম্ম,
তাই, যেনাত্মনস্তথান্যেষাং
জীবনং বর্দ্ধনঞ্চাপি ধ্রিয়তে
স ধর্ম্মঃ ;

ইষ্টায়নী একাগ্রতা নিয়ে
কল্যাণ-স্রোতা হ'য়ে
তাঁতে সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল সবাইকে,
ঐ সম্বর্দ্ধনা তোমাকে
সব দিক্-দিয়ে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলুক,
আর, অমৃতের অধিকারী হ'য়ে ওঠ
তোমরা। ৩৩০।

সঙ্ঘ-পুরুষ-ব্রতী যাঁ'রা,
সঙ্ঘ-পুরুষ-পরিচর্য্যাই যাঁ'দের
ব্রত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে,
এক-কথায়, তাঁ'রই স্বার্থপ্রতিষ্ঠা
যাঁ'দের একমাত্র লক্ষ্য,
অর্থাৎ কোন শ্রেয়-ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র ক'রে
তাঁ'র আদেশ ও উপদেশ-অনুযায়ী
ব্যক্তি ও বিষয়কে
সুব্যবস্থ নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়িত্ব-গ্রহণে
আত্মোৎসর্গ করেছেন যাঁ'রা—
সক্রিয় স্বতঃস্বেচ্ছ
আগ্রহ-আবেগ-অনুদীপনায়,
—উন্নতির অনুনয়নী তৎপরতায়
শ্রেয়ার্থে অনুপ্রেরিত ক'রে
ঐ শ্রেয়-আচরণগুলিতে
তৎপর ক'রে তুলে'—
ঐ শিষ্যদেরই হো'ক
বা সদস্যদেরই হো'ক—
ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগতভাবে
কর্ম্মনিরতি পরিচালনায়

আচারে-ব্যবহারে
শ্রেয়চর্য্যী ক'রে তোলবার অনুচর্য্যায়
নিজেদের নিরত ক'রে তুলেছেন যাঁ'রা,—
তাঁ'দের প্রধান কর্ত্তব্যই হ'চ্ছে—
অচ্যুত, অকাট্য শ্রদ্ধানুরতির সহিত
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
ঐ শ্রেয়কে অবলম্বন ক'রে চলা—
প্রীতি-উৎসারণী আবেগ নিয়ে,
আত্মস্বার্থ বা অহঙ্কার
যা' ঐ কর্ম্মের অন্তরায়—
তা' বিসর্জ্জন দিয়ে
বা ব্যাহত ক'রে
নিজেকে সুব্যবস্থ ও সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে
বাক্য, ব্যবহার ও আচরণের ভিতর-দিয়ে
আত্মবিনায়নে তৎপর হ'য়ে ওঠা ;
এই তৎপরতা
যে চারিত্রিক দ্যুতির উন্মেষ ক'রে তুলবে
তাঁ'দের ব্যক্তিত্বে—
সেইগুলিই হ'চ্ছে শ্রেয়-বিকিরণা,
যা'তে লোকসমূহ মুগ্ধ-অনুপ্রেরণায়,
আশান্বিত উদ্বর্ত্তনা নিয়ে
তদনুগ আচরণে তৎপর হ'য়ে ওঠে ;
তা'ছাড়া, প্রতিটি ব্যষ্টির বিশেষত্বকে
নির্দ্ধারিত ক'রে
শ্রেয়-সন্দীপনায়
আত্মচর্য্যী ও পরচর্য্যী ক'রে তুলতে হবে
প্রত্যেককে ;
এই তুলতে গেলেই
দোষদর্শিতাকে মুখ্য ক'রে না-ধ'রে
গুণদর্শিতাকেই মুখ্য ক'রে ধরতে হবে—
অসৎ-নিরোধী তৎপরতা নিয়ে,

দোষগুলিকে লঘু ক'রে
তা'দের সম্মুখে ধরতে হবে ;
এবং তা' যে সহজ-নিরাকরণ-যোগ্য
বেশ ক'রে বুঝিয়ে
আশান্বিত ও প্রবৃত্ত ক'রে তুলতে হবে
তা'দিগকে ;
দোষগুলিকে যদি মুখ্য ক'রে ধর,
এবং তা'দিগকে লঘু প্রতিপন্ন না কর,—
তবে কিন্তু তা'রা
ভারাক্রান্তই হ'য়ে উঠবে,
উন্নতির লুব্ধ আকর্ষণ
তা'দের পেয়ে বসবে না ;
সঙ্গে-সঙ্গে শ্রেয়-শ্রদ্ধা
তা'দের মধ্যে এমন বাড়িয়ে তুলতে হবে,
যা'তে ঐ শ্রদ্ধা
নিরেট ও অকাট্য হ'য়ে ওঠে
তা'দের জীবনে ;
দোষ-সমালোচনার
দুরাগ্রহ আবেগকে প্রশমিত ক'রে
গুণে তা'রা কতখানি
মহত্ত্বে তা'রা কতখানি
সেগুলিকে প্রকৃষ্টভাবে ধরতে হবে
তা'দের চিত্তপটে ;
মনে রেখো—
শ্রেয়ার্থ যা'তে সার্থক হ'য়ে ওঠে,
ঔচিত্যও তোমার উজ্জ্বল তা'তে ;
ঐ অমাত্য যা'রা—
তা'দের আচার, ব্যবহার, চালচলন
এবং ঐ শিষ্য বা সদস্যদের প্রতি
আদর-অনুকম্পী তৎপরতাকে
দরদী অনুচর্য্যায়

এমনতর বাস্তব সোহাগ-সিঞ্চিত
ক'রে তুলতে হবে,
যা'র ফলে, তা'রা তাঁ'দিগকে
পরম বান্ধব ব'লে গ্রহণ করতে
কোনপ্রকারেই কুণ্ঠিত না হয় ;
কোনপ্রকার ধাপ্পাবাজি,
ঠগ্‌বাজি
বা অলৌকিকতার অনুদীপনা দিয়ে
তা'দিগকে কিছুতেই
মুহ্যমান ক'রে তুলতে হবে না কিন্ত,
তা' কিন্তু তা'দের পক্ষে সর্ব্বনাশা ;
ছোট-বড়
যে-কোন কর্ম্ম'ই হো'ক না কেন,
সহজ-সুন্দর আগ্রহের সহিত
তা'দিগকে সব ব্যাপারেই
অচ্ছেদ্যভাবে নিষ্পাদন-প্রবণ
ক'রে তুলতে হবে ;
আজ যা' করণীয়,
তা' যেন তা'রা
কালকের জন্য রেখে না দেয়,
নিজেদেরও তা'ই করা প্রয়োজন,
তবে তো ঐ প্রেরণা
তা'দের অন্তরে প্রবিষ্ট হ'য়ে
সক্রিয় হ'য়ে উঠবে ;
নিজেদের ভিতর কা'রও যদি
দোষণীয় কিছু থাকে,
তা' তা'কেই বলতে হবে—
নন্দিত অনুবেদনা নিয়ে,—
যা'তে সে দোষের নিরাকরণে
তৎপর হ'য়ে ওঠে,
অন্যের কাছে ব'লে

তা'কে যেন খাটো না করা হয়—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত
তা' অন্যের পক্ষে
সাংঘাতিক হ'য়ে না ওঠে ;
নিজেদের তপঃপ্রবণতা,
কর্ম্মনিরতি
এমনতর সাধুছন্দে
পরিচালিত করতে হবে—
যা' তা'দের অন্তঃকরণকে
মুগ্ধ ক'রে তোলে,
এবং মুগ্ধ হ'য়ে ওঠে তা'রা
ঐ অনুচলনে চলতে ;
যা'ই করা যাক্,
ও যা'ই বলা যা'ক্ না কেন,
সেগুলি যেন সুযুক্ত সত্তাপোষণী
হ'য়ে ওঠে—
শ্রেয়ার্থে উচ্ছল হ'য়ে ;
ঐ পরিচালনায় এতটুকু খাঁকতি
ঐ শিষ্য বা সদস্যের বা নিজের
পারম্পর্য্যক্রমে
অনেক অনেক কিছুর
খাঁকতি এনে দিতে পারে,
যে-খাঁকতি পূরণ করা
অনেকাংশেই কষ্টসাধ্য হ'য়ে উঠবে
ভবিষ্যতে ;
ঐ অমাত্যদের কর্ম্ম-তৎপরতা
যতই স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে,—
বাক্য-ব্যবহার যতই নন্দনাপ্রসূ
হ'য়ে উঠবে—
চলন-চরিত্র যতই জীবনীয় হ'য়ে উঠবে ,
লোকহৃদয়ও তেমনতর তৎপরতায়

সাড়া দিতে থাকবে,
যে-সাড়া
কর্ম্মনিরতিতে
আত্মাহুতি দিয়ে
তা'দিগকে যোগ্যতার অধিকারী
ক'রে তুলবে ;
ঐ শ্রদ্ধানুরঞ্জিত
সুকেন্দ্রিক অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
সুবিনায়িত পরিক্রমায়
অনুশীলনী সম্বেগ-সুদীপ্ত হ'য়ে
যতই তা'রা নিজের ব্যক্তিত্বকে
বিভোর ক'রে তুলতে পারবে,
যোগ্যতাও ততই স্মিত-নন্দনায়
বৈশিষ্ট্যানুগ অনুক্রিয়তায়
তা'দের ব্যক্তিত্বে
মূর্ত্তিলাভ করতে থাকবে ;
আর, এই যোগ্যতা আনবে তা'দের
ব্যক্তিত্বের উন্নতি,
জীবনের উন্নতি,
স্বার্থের উন্নতি,
সৌহৃদ্যের উন্নতি,
আর, সব যা'-কিছুর ক্রম-সঙ্গতির
ভিতর-দিয়ে আনবে
ঐশ্বর্য্যের অটুট প্রভাব—
গুণরাজীর মহান বিকিরণায় ;
আর, ঐশ্বর্য্য তখন
প্রতিটি জীবনের অর্থনীতিকেও
মিতি-চলনে
সমৃদ্ধিশালী ক'রে তুলতে থাকবে ;
আর, এই হ'চ্ছে প্রতিটি জীবনের
শ্রদ্ধোচ্ছল সুকেন্দ্রিক

সার্থক সঙ্গতিশীল
জীবনীয় অর্থ,
যা'র ক্রম-অনুচলন
সব দিক্-দিয়ে
সব রকমে
বর্দ্ধনার নন্দন-অভিসারণায়
তৃপ্তিকেই তর্পিত ক'রে তুলবে ;
আর, এর ব্যতিক্রম আনবে
দুষ্ট-অভিসারিণী নিকৃষ্ট পতন ;
তাই সাবধান !
এই অমাত্য বা গণ-নিয়ন্তাই
যদি হ'তে চাও,
নিজেকে সামাল-চলনে
পরিচালিত কর,
তা' যদি না পার—
বা না কর—
মানুষের ক্ষতি করতে যেও না ;
যত পার, মানুষের উন্নতির কারণ হও,
অবনতিকে কিছুতেই
আমন্ত্রণ করতে যেও না ;
তোমার এই শুভ-সন্দীপ্ত শ্রেয়-চলন
প্রত্যেকের অন্তরেই
পারিজাত-স্ফুরণাই যেন এনে দেয়—
কর্ম্মতৎপর সোহাগ-পরিবেষণার
ভিতর-দিয়ে ;

শ্রেয়ের পথে
যে-অবস্থায়
যেমন ক'রে যা'-যা' করা সমীচীন—
সন্ধিৎসু গবেষণায়
সেগুলিকে নির্দ্ধারিত ক'রে
তখন-তখনই তা'র সমাধান করতে

এতটুকুও বিলম্ব ক'রো না,
এই অভ্যস্ত ত্বারিত্য
প্রত্যেক অন্তরে
নিষ্পাদনী ত্বারিত্যে
ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে,
নইলে, তোমাদের খাঁকতিও কিন্তু
তেমনি বিকৃতির সৃষ্টি করবে ;
আর, এইগুলি যতই তোমাতে
মূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে,
ধারণ-পালনী সম্বেগও
তোমার ব্যক্তিত্বে
মূর্ত্তিলাভ করবে তেমনি ;
সার্থক সর্ব্বসঙ্গীতির
তৎপর অনুবেদনা
এমনি ক'রেই
ঈশিত্বের অধিকারী ক'রে তুলবে
তোমাদিগকে ;
ঈশ্বর
তোমাদের অন্তরে আসীন হ'য়ে
অনুক্রিয় তৎপরতায়
ব্যক্ত হ'য়ে উঠুন ;
ঈশ্বর করুণা-নিধান,
তোমাদের প্রতিটি অন্তরেও
তেমনতর ঐ অনুরঞ্জনা
করুণাদীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
শতায়ু-ফুল্ল হ'য়ে
অনন্ত আয়ুর অধিকারী হও তোমরা ;
ঐশী-অনুচর্য্যার এই সার্থক প্রদীপনা
ঐশ্বর্য্য-বিভোর হ'য়ে
তোমাদের অন্তঃকরণকে
প্রাপ্তিতে প্রদীপ্ত ক'রে তুলুক। ৩৩১।

তোমাদের আদর্শ—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রিয়পরম যিনি—
তিনিই হউন—
যিনি ঈশ্বরের ব্যক্তপ্রতীক,
ধারণ-পালনী অধ্যাসের
অধিনিয়ন্তা ;
তোমাদের রাষ্ট্র
তাঁর অনুপ্রেরণাকে কেন্দ্র ক'রে
সুবিনায়িত হ'য়ে
যেন সংস্থিতি লাভ করে,
তোমাদের অনুশাসন
সংস্থিতি ও সম্বর্দ্ধনার অনুপ্রেরণায়
অধিদীপ্ত হো'ক—
দেশকাল ও পাত্রানুগ
বৈশিষ্ট্যপালনী
বিশেধ বিনায়ন-বিন্যাসে
বিদীপ্ত হ'য়ে,
বিশ্বের প্রতিটি সত্তাকে
সুসন্দীপ্ত ক'রে,
ব্যক্তি ও বৈশিষ্ট্যগত স্বাধীনতাকে
স্বতঃ-সম্বর্দ্ধনায় অবাধ ক'রে ;
বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র
প্রতিটি রাষ্ট্রের
অনুপোষণী অনুচর্য্যায়
উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
স্বাধীনতা-সন্দীপী সমাহারে
তর্পিত হ'য়ে উঠুক—
অসৎকে নিরোধ ক'রে,
সৎ যা' তা'কে সন্দীপিত ক'রে ;
আদর্শপরায়ণ সুতপা সাধু ও মহাপুরুষ

থেকে সুরু ক'রে
রাষ্ট্রস্তম্ভ পর্য্যন্ত
প্রতিপ্রত্যেকে
পরিপূজিত হ'য়ে উঠুক ;
মন্দিরগুলি মহৎ-আলিঙ্গন-পরায়ণ হো'ক—
কৃষ্টি-কর্ষণ-কৃতিত্বে
ধর্ম্মতপা অনুশীলনে
উৎসাহমণ্ডিত ক'রে সবাইকে
উদ্যম-অনুক্রিয় ক'রে ;
আর, মন্দিরের বেদী
শুধুমাত্র পুরোহিত-স্পৃষ্টই হো'ক ;
—পুরোহিত হ'লেন তিনি
আদর্শপরায়ণ লোকপ্রিয়তা
যাঁ' হ'তে বিচ্ছুরিত হ'য়ে
লোককে উৎকর্ষ-পরাক্রমে
উদ্যুক্ত ক'রে তোলে ;
প্রতি পরিবার, সমাজ
আদর্শ-অনুধ্যায়িনী অনুচর্য্যায়
প্রতিটি ব্যষ্টিকে সুসঙ্গত ক'রে
সুক্রিয় তৎপর সংহতির
স্হৈর্য্য-সম্পাদনী হ'য়ে উঠুক—
আহার, বিহার, ব্যবহার ও বিবাহের
কুলপ্রদীপী বৈধী-বর্দ্ধনার
অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে,
বিশাসিত জৈবী-সংস্হিতিতে
সুসংস্হিত হ'য়ে
আভিজাত্য, শৌর্য্য ও বীর্য্যে
সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে,
ধৈর্য্য-ধীর ও বিবেকী হ'য়ে,
অধ্যবসায়ের অনুচর্য্যী উদ্দীপনায়
শুভ-অধিগমনের

হোমহোত্রী উৎসাহ-অনুকম্পায়
উল্লাসিত হ'য়ে,
প্রতি ব্যষ্টিকে
প্রতিটি সংস্থাকে
প্রতিটি বিধানকে
উৎকর্ষপরায়ণ সদাচার-সন্দীপনায়
অমৃতপন্থী ক'রে ;
আদর্শই হো'ন তোমাদের ভূমি,
প্রতিটি সত্তাই হ'য়ে উঠুক
ধর্ম্মের ধৃতিমন্দির,
রাষ্ট্র-সংস্থা হ'য়ে উঠুক
প্রতিটি ব্যক্তির বিনায়িত
অনুচর্য্যী অনুকম্পার
বিশাল বিভূতি ;
শিক্ষার যা'-কিছু—
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
প্রতিটি ব্যক্তিত্বের
সার্থক সাত্ত্বিক ধর্ম্মপালী হ'য়ে উঠে'
রোগ-শোক-দারিদ্র্যের
কূট-কটাক্ষকে অপসারিত ক'রে
স্বস্তির সামগানে
মুখরিত হ'য়ে উঠুক—
জীবনের ছান্দিক চলন নিয়ে,
সম্বর্দ্ধনার সন্দীপ্ত পদক্ষেপে ;
আর, এই অনুচলনের অনুপ্রাণ
প্রতিটি রাষ্ট্রকে
প্রতিটি রাষ্ট্রের
অবাধ সহযোগী ক'রে
সুতৃপ্ত সন্দীপনায়
অশুভ-সন্দীপী সর্ব্বপ্রকার প্রাচীরকে
নিষ্পেষিত ক'রে

সবাইকে উন্মুক্ত ক'রে তুলুক—
অসৎ যা'-কিছুর নিরোধ সৃষ্টি ক'রে,
সৎ-এর হৃদ্য আলিঙ্গন-অনুচর্য্যায়
অনুকম্পিত ক'রে সবাইকে ;
সবাই জীবনীয় কৃষ্টিতপা হ'য়ে উঠুক—
বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য,
নৃত্য, গীত ইত্যাদি জীবনীয় যা'-কিছুর
শুভ-অনুশীলনায়
সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে,
তপস্যার তাপস-পরিবেদনায়
সার্থক সঙ্গতির অধিদীপনী
আয়ত্তিমুখর অনুচলনে
সুক্রিয় থেকে ;
আর, প্রতিটি অন্তর
অনুকম্পার উৎসাহ-প্রদীপনায়
ছান্দিক নর্ত্তনে গেয়ে উঠুক—
'ঈশ্বর ! তোমার জয়জয়কার হো'ক',
'পুরুষোত্তম ! তোমার জয়জয়কার হো'ক'। ৩৩২ ।

জীবনের গতিপথ

প্রশস্ত, সুন্দর, অবাধ, অটুট হো'ক

তোমার প্রসাদে,

অমৃত-উচ্ছল হো'ক,

অমর চেতনা স্মৃতিবাহী হ'য়ে থাক্

অনন্ত অসীমে—

স্থায়িত্বে সুঠাম হ'য়ে।

সূচীপত্র

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী

সূচী		পৃষ্ঠা

সূচী পৃষ্ঠা

ই

ঈ

সূচী পৃষ্ঠা

সূচী পৃষ্ঠা

সূচী | পৃষ্ঠা

সূচী পৃষ্ঠা

সূচী পৃষ্ঠা

সূচী পৃষ্ঠা

সূচী | | পৃষ্ঠা

সূচী		পৃষ্ঠা

সূচী | পৃষ্ঠা

সূচী | পৃষ্ঠা

শব্দার্থ-সূচী

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

১। অধিবেদনা—২৮৮ = ধারণাসমন্বিত জ্ঞান।

২। অধ্যাস—৩৩২ = অধিষ্ঠান।

৩। অনুবেদনা—৭১ = অনুসরণপূর্ব্বক জানা।

৪। অনুভাবিতা—১৯৪ = অপরের অনুভূতি-অনুযায়ী বোধপ্রবণতা।

৫। অনুশায়িত—১১ = তন্মুখী ঝোঁকসম্পন্ন।

৬। অন্তরাসী—৪৮ = Interested.

৭। অভিজিৎ—২২৩ = জয়-অভিমুখী।

৮। অর্থনা—১০৫ = চলনা।

৯। আকৃত—২৬৪ = আকৃতিপ্রাপ্ত।

১০। আধায়িত—২৫৯ = স্থাপিত।

১১। উদ্গময়নী—২৫৯ = উদ্গত ক'রে তোলে এমনতর।

১২। জনি—২৯৯ = Genes.

১৩। তৃপণী—২৫১ = তৃপ্তিদানকারী।

১৪। পরিবেদনা—৩২৫ = সর্ব্বতোভাবে জানা।

১৫। পরিস্রবণা—৮৩ = ক্ষরণ।

১৬। প্রতি-প্রভাব—৩২৮ = প্রভাবজনিত প্রতিক্রিয়া।

১৭। বিধায়না—৩২৭ = বিহিতভাবে ধারণ করানোর ক্রিয়া।

১৮। বিভট—১৬৩ = উদ্ভট অর্থে।

১৯। ব্যাহৃতি—২৮৮ = বিস্তার।

২০। ভক্তল—২৫০ = ভক্তিযুক্ত।

২১। ভাবানুকম্পিতা—২৩০ = Sentiment.

২২। মিতি—৬৪ = পরিমাণ।

২৩। যন্ত্রণক্রিয়া—৬৬ = Mechanism.

২৪। যোক্তা—২৩০ = যোগকর্ত্তা।

২৫। রবাব—৫০ = সেতারজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

২৬। রোরুদ—২২৫ = পুনঃপুনঃ রোদনকারী।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

২৭। শাতন—৪০=শদ্+ভাবে অনট্, শদ্-ধাতু=ছেদ, পাতন, বিশীর্ণকরণ—বিশীর্ণ বা ছিন্ন ক'রে তোলে যা', Satan.

২৮। সম্বেদনী—৬৬=সম্যক্ জ্ঞানযুক্ত।

২৯। সদ্-বেলনা—৬৩=অস্তিত্বের দোলন।

৩০। সমাহিতি—২০০=সমাহিত হওয়ার ভাব।

৩১। সাত্বত—৫৮=অস্+শতৃ=সৎ; সৎ+বৎ (অস্ত্যর্থে)=সত্বৎ; সত্বৎ+অণ্ (তৎসম্বন্ধীয় অর্থে)=সাত্বত। সত্তা-সম্বন্ধীয়। Existential.